১২ মে ২০১৬, ২৯ বৈশাখ ১৪২৩, ৫ শাবান ১৪৩৭, বর্ষ ২ বৃহস্পতিবার সংখ্যা ৩১, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

প্রথম আলো

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

কাতার ও বাহরাইনে প্রবাসীদের জন্য চাকরির খোঁজ দেখুন: পৃষ্ঠা-৬

স্প্যানিশ লিগে এক তরুণ কাতারি পৃষ্ঠা : ১৪

পেনশন কাটছাঁটের গুজবে পার্লামেন্টে হইচই পৃষ্ঠা : ৪

অভিষেকেই পিয়ার দুই রূপ পৃষ্ঠা : ১৫

www.prothom-alo.com Thursday, 12 May 2016, 29 Baishakh 1423, 5 Shaban 1437, Year 2, Issue 31, Page 16, Price - Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

প্রজেক্ট কাতার কাতারে শুরু হয়েছে প্রজেক্ট কাতার ২০১৬ প্রদর্শনী। ৯ মে দোহা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজন করা হয় ১৩তম এই মেলা। এর উদ্বোধন করেন কাতারের অর্থনীতি বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ আহমদ বিন জাসেম আলথানি। নির্মাণ খাতসহ বিভিন্ন খাতের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক প্রতিষ্ঠান এই মেলায় অংশ নিয়েছে ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

বহিষ্কৃত হলে কাতারে ঢোকার সুযোগ নেই

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারের হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে। ফলে কাতার থেকে বহিষ্কৃত কোনো অভিবাসী চেষ্টা করলেও আর কাতারে ঢুকতে পারবেন না। ইতিমধ্যে এ ধরনের অনেক অভিবাসীকে বিমানবন্দর থেকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, কাতারে প্রবেশ ও কাতার থেকে বহির্গমনকালে যাত্রীদের যেসব অভিবাসন কাউন্টার হয়ে যেতে হয়, সেসব কাউন্টারে বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নিরাপত্তা ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এসব ক্যামেরা মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে যাত্রীর কর্নিয়ার ছবি তুলে তথ্যভান্ডারে সংযুক্ত করতে সক্ষম। ফলে কাতার থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তিরা আর কোনোভাবেই কাতারে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছেন না। এমনকি পাসপোর্ট বা পাসপোর্টে ছবি অথবা নাম ও অন্যান্য তথ্য পরিবর্তন করেও বহিষ্কৃত কোনো অভিবাসী ব্যক্তি কাতারে প্রবেশের সুযোগ পাবেন না। ইতিমধ্যে এসব অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্যামেরা ব্যবহার করে এমন অনেক বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে বিমানবন্দর থেকে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি একটি আরবি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিমানবন্দরের অভিবাসন বিভাগের প্রধান কর্নেল মুহাম্মদ আলমাজুরুই বলেন, এসব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কাতারের জনগণ ও এ দেশে বসবাসরত অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

গত বছর এক কোটির বেশি যাত্রী হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া যে ৩৮টি দেশের সঙ্গে কাতারে তাৎক্ষণিক ভিসা ইস্যু করার চুক্তি রয়েছে, ওই সব দেশের নাগরিকদের জন্য গত বছর বিমানবন্দরে ৩০ লাখ ৯৮৪ হাজার পর্যটন ভিসা ইস্যু করা হয়েছে।

কাতার বিমানবন্দরের অত্যাধুনিক এসব প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলমাজুরুই আরও বলেন, যেকোনো পাসপোর্ট স্ক্যান করার মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এর ছবি ও তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। পাসপোর্টে কোনো ধরনের জাল তথ্য বা ছবি অথবা কোনো পরিবর্তন থাকলে তা তাৎক্ষণিক ধরা পড়ে যায়।

বিমানবন্দরে সদ্য চালু করা ইলেকট্রনিক কাউন্টার ব্যবহার করে যাত্রীরা আগের চেয়ে অনেক সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের ভ্রমণের

হামাদ বিমানবন্দরে অত্যাধুনিক ক্যামেরা স্থাপন

ভুয়া পাসপোর্টে এলেও বিমানবন্দরে ধরা পড়ে যাবে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

দুই চুক্তির ফাঁদে বাংলাদেশিরা

তামীম রায়হান, কাতার ●

ঢাকায় শ্রমিকদের দেওয়া চুক্তিপত্রে বেতন লেখা থাকে এক হাজার রিয়াল। এর মধ্যে ৮০০ রিয়াল বেতন এবং ২০০ রিয়াল খাওয়া বাবদ ধরা হয়। কিন্তু কাতারে আসার পর তাঁদের হাতে আরেকটি চুক্তিপত্র ধরিয়ে দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। এতে মূল বেতন ৫৫০ এবং খাওয়া বাবদ ২০০ রিয়াল—সব মিলিয়ে ৭৫০ রিয়াল লেখা থাকে। তখন নিরুপায় হয়ে শ্রমিকেরা ওই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। যদি কেউ প্রতিবাদ করেন, তাঁকে জোর করে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই ভয়ে আর কেউ তখন মুখ খোলেন না।

জানা গেছে, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের যথাযথ নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কাতারের একটি নির্মাণপ্রতিষ্ঠান এভাবে প্রতারণার মাধ্যমে অল্প বেতনে হাজার হাজার বাংলাদেশি কর্মীকে কাতারে আনছে। ওই প্রতিষ্ঠানটির নাম ইউসিসি। নির্মাণসংশ্লিষ্ট এই কোম্পানির বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে কাতারের বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করছেন হাজার হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক। প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৬৫-৭০ ভাগ শ্রমিক বাংলাদেশি।

কাতারের রাজধানী দোহা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে শাহানিয়া অঞ্চলে গিয়ে দেখা মেলে ইউসিসির অসংখ্য সুবিশাল শ্রমিক ক্যাম্প। এসব ক্যাম্পে বাস করছেন ১৫-২০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি। আট ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যায় ক্যাম্পে ফিরে সবার চোখে-মুখে থাকে ক্লান্তির চাপ। মুখে নেই হাসি। জীবন-জীবিকার তাগিদে দেশ ও পরিবার ছেড়ে দূর পরবাসে এসেও ভালো নেই তাঁরা। একদিকে ঋণের বোঝা, অন্যদিকে বেতনের নামে ইউসিসির প্রহসন। এর মধ্যেই আটকে আছে অসংখ্য বাংলাদেশির জীবন।

ভুক্তভোগী কর্মী ও বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি বেতন কম দেওয়ায় ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল থেকে চাহিদামতো শ্রমিক পাওয়া যায় না। এ কারণে ইউসিসি ঝুঁকছে বাংলাদেশের দিকে। এই সুযোগে কাতারে ভাগ্য ফেরানোর আশায় হাজার হাজার বাংলাদেশি

UrbaCon Trading & Contracting

- কাতারে ইউসিসি কোম্পানিতে এসে ঠকছেন শ্রমিকেরা
- ঢাকায় দেওয়া চুক্তিপত্র মতো দেওয়া হয় না বেতন
- বিএমইটি নজরদারি করলে প্রতারিত হতেন না শ্রমিকেরা

শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আসছেন। কিন্তু এখানে এসে তাঁরা যা দেখছেন, তাতে জীবন বাঁচানোই কঠিন। এ নিয়ে তাঁরা প্রতিবাদ করতে পারেন না। অনেকেই এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায়ও জানেন না। কারণ, অভিযোগ বা প্রতিবাদ করলেই তাঁদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোম্পানির বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে প্রতিবাদ করায় বর্তমানে প্রতি মাসে ৪০-৫০ জন শ্রমিককে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠান।

ইউসিসিতে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঢাকায় কিছু রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিক সংগ্রহ করে ইউসিসি। ঢাকায় প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর তাদের হাতে যে চুক্তিপত্র ধরিয়ে দেয়, তাতে বেতন ও খাওয়া বাবদ মোট বেতন লেখা থাকে এক হাজার রিয়াল। কিন্তু শ্রমিকেরা কাতারে আসার পর তাঁদের আরেকটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। সেখানে বেতন ও খাওয়া বাবদ মোট বেতন ৭৫০ রিয়াল লেখা থাকে। কাতারে চলে আসার পর নিরুপায় হয়ে শ্রমিকেরা ওই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। কেউ প্রতিবাদ করলে বা চুক্তিতে সই করতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই ভয়ে আর কেউ মুখ খোলেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কোম্পানির একটি শ্রমিক ক্যাম্পের প্রধান *প্রথম আলো*কে বলেন, কেবল গত বছর ইউসিসি থেকে ১২ হাজারের বেশি শ্রমিককে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, যাঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশি।

বেশ কয়েকজন শ্রমিক *প্রথম আলো*কে বলেন, কাতার আসার আগে তাঁরা দেশে রিক্রুটিং এজেন্সিকে ভিসা ও টিকিট বাবদ অর্থ দিয়েছেন। অথচ কাতারের আইনে কর্মী আনা-নেওয়ার সব খরচ প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হয়। শ্রমিকদের অজ্ঞতার সুযোগে অর্থ কামাচ্ছে বাংলাদেশের রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানগুলো। দুই-তিন লাখ টাকা খরচ করে কাতারে আসার পর খালি হাতে দেশে ফিরে যেতে চান না তাঁরা। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাচারিতা সয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সেলর সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'রাষ্ট্রদূতসহ আমরা সম্প্রতি ইউসিসির আবাসিক ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি। তখন অনেক বাংলাদেশি শ্রমিক আমাদের কাছে কম বেতন দেওয়ার অভিযোগ জানান। আমরা ইউসিসির উচ্চপর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে বৈঠকের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি। এখনো ইউসিসির পক্ষ থেকে আমরা সাড়া পাইনি।'

জানা গেছে, দূতাবাস শ্রমিক ক্যাম্প পরিদর্শন ও বৈঠকে বসার আহ্বান জানানোর পরপরই ইউসিসি বাংলাদেশ থেকে ১৮০ জন শ্রমিক আমদানির জন্য দূতাবাসে একটি চাহিদাপত্র পাঠায়। ওই শ্রমিকদের বেতন ধরা হয়েছে এক হাজার রিয়াল। এর মধ্যে ৮০০ রিয়াল মূল বেতন এবং ২০০ রিয়াল খাওয়া বাবদ।

দূতাবাস সূত্র জানায়, হাজার হাজার শ্রমিকের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য টোপ হিসেবে এই চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত বছর বিষয়টি নিয়ে ইউসিসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন শ্রম কাউন্সেলর। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

প্রবাসী-আয় কমছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রবাসী-আয় বা রেমিট্যান্স কমে যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) প্রবাসী-আয় বা রেমিট্যান্স আগের তুলনায় কমেছে। এ সময়ে প্রবাসী শ্রমিকেরা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩০ কোটি ডলার কম অর্থ পাঠিয়েছেন। এই ১০ মাসে প্রবাসী-আয় কমেছে ২ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শুরু থেকেই অর্থনীতির আস্থার সূচক প্রবাসী-আয়ে মন্দাভাব চলছে। তবে প্রবাসী-আয় কমলেও রপ্তানি-পরিস্থিতি ভালো থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান পড়েনি। তবে অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ছে অন্যত্র। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, প্রবাসী-আয় কমে যাওয়ায় জাতীয় ভোগ কম হবে, যা বছর শেষে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাবমতে, চলতি অর্থবছরের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

GASTROENTEROLOGY DEPARTMENT

NOW AT
NASEEM AL RABEEH MEDICAL CENTRE
CALL: 333 00 114

You can consult
Dr.Vijay Ramachandran
MBBS, MS (Gen. Surgery), M.Ch (G.I.Surgery,AIIMS), FRCS (Royal College of Surgeons of England)
FUICC (MSKCC, New York), FMAS, FIAGES, UICC Fellow, HPB Service, MSKCC, US
Clinical Fellow, HPB Service, TTSH, Singapore

Visiting Date April 2,3
Time : Morning 9am- 1pm
Evening 5pm-9pm

www.naseemalrabeeh.com
Naseem Al Rabeeh Medical Centre
C Ring Road, Opp Gulf Times, Doha - Qatar
Tel: +974 44652121/44655151, Fax: +974 44654490

টাংস্টেন বাল্ব বিক্রি করা যাবে না

কাতার প্রতিনিধি

কাতার সরকার সম্প্রতি অতিরিক্ত আলোর টাংস্টেন বাল্ব (৭৫ ও ১০০ ওয়াট) বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ে সবাইকে সচেতন করতে চালানো জাতীয় প্রচারণার অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

কাতারের বিদ্যুৎ ও পানি বিতরণ সংস্থা কাহরামা জানায়, বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ে জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে পৌরসভা ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্টদের সহায়তায় তারশিদ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করছেন। কাহরামা থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, তারশিদ কাতারে উন্নত ও নিরাপদ জীবন স্লোগানকে সামনে রেখে কাজ করছে। এ জন্য সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার ও কার্বন নির্গমন কমানোর লক্ষ্যে যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, টাংস্টেন বাল্ব বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর বিভিন্ন আউটলেটে নির্ধারিত শ্রেণির বাল্ব বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে ৪০ ও ৬০ ওয়াটের বাল্ব বিক্রিও নিষিদ্ধ হতে পারে।

কাহরামা জানায়, তারশিদ কর্মসূচির আওতায় জনসচেতনতার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচারণা চালু করা হয়েছে। এসব প্রচারণায় উজ্জ্বল আলোর বাল্ব ব্যবহারের ক্ষতি তুলে ধরা হচ্ছে এবং এনার্জি সঞ্চয়ী বাল্ব ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া পৌরসভা ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে উজ্জ্বল আলোর বাল্ব আমদানি বন্ধের জন্য প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এসব প্রচারণায় এনার্জি সঞ্চয়ী বাল্ব ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে। এসব বাল্ব অন্যান্য বাল্বের চেয়ে ৮০ ভাগ বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে।

কাহরামার বিবৃতিতে বলা হয়, আলো জ্বালানোর জন্য ভবনগুলোতে যে বিদ্যুৎ খরচ হয়, তা মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১৫ থেকে ২০ ভাগ। এসব ক্ষেত্রে এনার্জি সঞ্চয়ী বাল্ব ব্যবহার করা হলে যথেষ্ট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।

তারশিদের মাধ্যমে কাহরামা লাইট ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্রযুক্তিগত মান নির্ধারণে কাজ করছে। এ ছাড়া ভবন নির্মাণের সময় প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, কার্বন নির্গমন কমিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে মানুষজনকে সাশ্রয়ী করে তোলার লক্ষ্যে কয়েক বছর ধরে তারশিদ কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে আগামী বছরের মধ্যে কাতারের মাথাপিছু পানি ও বিদ্যুৎ খরচ ৩৫ ও ২০ ভাগ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ফাইনাল উৎসব কাতারে নির্মাণ খাতে, বিশেষ করে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মীদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল কাতার ওয়ার্কার্স কাপ। ৬ মে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে অংশ নেয় তালেব গ্রুপ ও গালফ কনট্রাক্টিং। খেলা শুরুর আগে স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয় বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠানের। ফাইনাল ম্যাচে শেষ হাসি নিয়ে অবশ্য মাঠ ছাড়ে তালেব গ্রুপ ● রয়টার্স

এ সপ্তাহের কাতার

চট্টগ্রামের শিল্পীদের কনসার্ট
চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শিল্পীদের অংশগ্রহণে ২০ মে বিকেল চারটায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কনসার্ট। মুনতাজায় পার্কসংলগ্ন একটি স্কুল প্রাঙ্গণে কাতার রাউজান সমিতি আয়োজন করছে সবার জন্য উন্মুক্ত এই কনসার্ট।

দোহায় ইউবি ৪০ লাইভ কনসার্ট
১৩ মে ওয়েস্ট-বে লগঅন ইন্টারকন্টিনেন্টাল বিচে শুরু হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত পপ ব্যান্ডের কনসার্ট। অনুষ্ঠানস্থলের গেট খোলা হবে সন্ধ্যা সাতটায়। অনুষ্ঠান শুরু হবে রাত আটটায়। সাধারণ প্রবেশমূল্য ২৪৯ কাতারি রিয়াল এবং ভিআইপি টিকিট ৪৯৯ কাতারি রিয়াল।

সম্মেলন ও নিয়োগ মেলা
কাতারে বসবাসরত যেসব নারী চাকরি ও নতুন ক্যারিয়ার শুরু করতে আগ্রহী কেবল তাঁদের জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক বিশেষ নারী ক্যারিয়ার মেলা। ১২ মে সকাল সাড়ে আটটায় রোটানা সিটি সেন্টারের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই মেলায় সব বয়সী নারীদের জন্য থাকছে নানা চাকরি ও ক্যারিয়ার শুরুর সুযোগ।

রমজান বাজার
আসন্ন রমজান মাস উপলক্ষে কাতারের শ্রীলঙ্কান মজলিস আয়োজন করছে ব্যতিক্রমধর্মী রমজান বাজার ২০১৬। ১৩ মে বেলা ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত স্ট্যাফোর্ড শ্রীলঙ্কান স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ বাজার। এতে থাকছে বিনা মূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প, কেনাকাটার স্টল, ঘরের তৈরি খাবারদাবারসহ নানা আয়োজন।

হাসপাতালে তেল-চর্বিযুক্ত ফাস্ট ফুড বিক্রি বন্ধ হচ্ছে

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর ক্যাফেটেরিয়া, রেস্টুরেন্ট ও ভেন্ডিং মেশিনে জাঙ্ক ফুড বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কাতারের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (এমওপিএইচ) থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অসংক্রামক রোগ বিভাগের পরিচালক সাংবাদিকদের জানান, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যতালিকা নির্ধারণের ব্যাপারে পুষ্টি ও খাদ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। ডা. শেখ আল আনুদ বিনতে মোহাম্মদ আলথানি *কাতার ট্রিবিউন*কে জানান, হাসপাতালে তেল, চর্বিযুক্ত ফাস্ট ফুড বিক্রি শিগগিরই বন্ধ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিকল্পনা যাচাই করার জন্য শিগগিরই একটি পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান চালু করা হবে।

বর্তমানে হামাদ মেডিকেল করপোরেশন (এইচএমসি) হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চিপস, কুকিজ, চকলেট ও চিনিযুক্ত পানীয় বিক্রি হচ্ছে।

ডায়াবেটিস ও স্থূলতা মোকাবিলা

কাতারের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা ক্রমবর্ধমান স্থূলতা ও ডায়াবেটিস সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন হাসপাতালের কর্মকর্তারা ডায়াবেটিস ও মেদ মোকাবিলায় রোগীদের একটি সুবিধাজনক সুস্থ বিকল্প খাদ্যতালিকা প্রস্তাব করছে। কাতারের প্রায় ৪৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মেদ সমস্যায় ভুগছে। এটি উপসাগরীয় অঞ্চলের সর্বোচ্চ হার। উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে গড়ে ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মেদ সমস্যায় ভুগছেন।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, কাতারের অনেক মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসসহ নানা রোগে ভুগছেন যেসব রোগের চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল। এর ফলে কাতারকে ভবিষ্যতে একটি বড় ধরনের বৃদ্ধ এবং অসুস্থ জনসংখ্যার ভার বহন করতে হতে পারে। এসব বিষয় সামনে রেখে জাতীয় স্বাস্থ্যের খরচ ২০২০ সাল নাগাদ দ্বিগুণ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৮৮০ কোটি বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত *এলপেন ক্যাপিটাল*-এর জিসিসি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিবেদনে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

এ ছাড়া জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি নতুন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। কাতারের বাসিন্দারা ঐতিহ্যগত স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের রেসিপি ই-মেইলের মাধ্যমে জমা দিয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। ২০ মের মধ্যে রেসিপি ই-মেইলে পাঠাতে হবে- QDG@sch.gov.qa

কাতারে জনসংখ্যা ২৫ লাখ ছাড়িয়েছে

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে বাড়ছে জনসংখ্যা। এপ্রিল মাসেও কাজের সন্ধানে কাতারে অসংখ্য অভিবাসী এসেছেন। এপ্রিল মাসজুড়ে কাতারে প্রবেশ করেছেন নতুন ৩২ হাজার বিদেশি। ফলে মার্চের চেয়ে এপ্রিলে কাতারের জনসংখ্যা ১ দশমিক ২৭ ভাগ বেড়েছে।

কাতারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমীক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাসিক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। এপ্রিল মাসের শেষ দিন কাতারে জনসংখ্যা ছিল ২৫ লাখ ৫৯ হাজার ২৬৭ জন। গত বছরের এপ্রিল মাসের চেয়ে এ সংখ্যা শতকরা ৯ ভাগ বেশি। তবে কাতারের যেসব নাগরিক ও অভিবাসী দেশের বাইরে অবস্থান করছেন, তাঁদের এ হিসাবে ধরা হয়নি।

সাধারণত কাতারে মে ও নভেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা হয়ে থাকে। এ বছর রমজান মাস জুনে হওয়ায় এখনো স্কুল-কলেজ খোলা রয়েছে। ফলে অন্যান্য বছরের মতো রমজান ও ঈদের ছুটি কাটাতে বিদেশের উদ্দেশে এখনই কেউ কাতার ছাড়ছেন না।

জনসংখ্যা বিশ্লেষকেরা বলছেন, চলতি বছর জুলাই মাসের পর থেকে কাতারে জনসংখ্যা কমে যেতে পারে। কারণ, ওই সময় প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে অনেক কাতারি নাগরিক ও অভিবাসী কাতার ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।

ব্যবসায়ীদের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন অ্যাপ

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যবসায়ীদের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। এটি ব্যবহার করে ব্যবসায়ীরা সহজেই তাঁদের ব্যবসায়িক লাইসেন্স-সম্পর্কিত সব কাজ করতে পারবেন। MEC_QATAR নামে এ অ্যাপটি আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড উভয় অপারেটিং সিস্টেমেই পাওয়া যাচ্ছে।

এই অ্যাপে থাকছে ঘরে বসে সরাসরি অনলাইনে বাণিজ্যিক লাইসেন্স আবেদন, পুরোনো লাইসেন্স বাতিল, ব্যবসায়িক তথ্য হালনাগাদ ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের সুবিধা। ফলে এসব কাজের জন্য ব্যবসায়ীদের আর অফিসে যেতে হবে না।

এই অ্যাপের মাধ্যমে তাঁরা মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যালয় ও সব শাখা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন। নতুন চালু করা এই সেবা ছাড়াও অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আরও অনেক স্মার্টফোন অ্যাপ রয়েছে, যেগুলো কাতারের বাণিজ্যিক উন্নয়ন, বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি এবং

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয় সম্প্রতি কিছু স্মার্ট ইলেকট্রনিক সার্ভিস চালু করেছে, যার মাধ্যমে ভোক্তা, বিনিয়োগকারী বা ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কেউ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

এসব সার্ভিস ব্যবহার করে যেকোনো সময় ব্যবসার লাইসেন্স আবেদন, নবায়ন, কোম্পানির রেকর্ড অনুসন্ধান, নতুন ব্যবসায়িক নাম অনুসন্ধান, কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সেবা নেওয়া যাবে।

অ্যান্ড্রয়েড ও আইফোনের জন্য তৈরি এসব অ্যাপ চালু করে কাতারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একাধিক পুরস্কার লাভ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আরব বিশ্বের সেরা স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশন অ্যাওয়ার্ড। এ ছাড়া গত ফেব্রুয়ারিতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদানের জন্য আরব বিশ্বে অর্থ ও বাণিজ্য ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ মোবাইল-সেবা পুরস্কার পেয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, কাতারের অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যবসায়িক উন্নয়নের লক্ষ্যে যেকোনো পদক্ষেপ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাতারে একটি অনন্যবাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। গত বছরের মাঝামাঝি চালু হওয়া মোবাইল অ্যাপটি তাঁদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরও সহায়ক হবে। বিনিয়োগকারীরা এ দেশে ব্যবসায় আগ্রহী হবেন।

২০১৫ সালে ৬৭০০০ নতুন গাড়ি আমদানি

কাতার প্রতিনিধি

গত বছর কাতারে বিক্রির জন্য আমদানি করা নতুন যানবাহনের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৭ হাজার। ৪ মে অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উল্লেখ করা হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের গাড়ি বিক্রি গত বছরের প্রথমার্ধে ২০১৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। গত বছর প্রতি মাসে গড়ে ৫ হাজার ৬০০টি করে ব্যক্তিগত গাড়ি বিক্রি হয়। এর মধ্যে নভেম্বর মাসে বিক্রির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি, যা প্রায় ৬ হাজার ৭৭১টি। এর পরের স্থানেই আছে মার্চ মাস। ওই মাসে ৬ হাজার ৬০৭টি নতুন গাড়ি বিক্রি ও নিবন্ধন করা হয়।

অন্যদিকে ব্যবহৃত পুরোনো যানবাহন বিক্রি ও মালিকানা হস্তান্তর ২০১৫ সালের শেষ তিন মাসে বৃদ্ধি পায়। এ সময় পুরোনো গাড়ি বিক্রির মাসিক গড় পরিমাণ নতুন গাড়ি বিক্রির মাসিক গড় পরিমাণের তুলনায় তিন গুণ বেশি ছিল। গত বছরের ডিসেম্বরে প্রায় ২০ হাজার ৮০০টি ব্যবহৃত পুরোনো গাড়ি বিক্রি হয়, যা ২০১৪ সালের একই সময়ের মাসিক বিক্রির তুলনায় গড়ে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি।

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে আনুমানিক গাড়ি বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় ২১ হাজার, যা ২০১৪ সালের নভেম্বরের তুলনায় গড়ে ৮ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি এবং ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসের তুলনায় ১১ দশমিক ২ শতাংশ বেশি।

২০১৫ সালে ব্যক্তিগত গাড়ি ছিল আমদানির শীর্ষে। এগুলোর মোট দামের পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৮০ কোটি কাতারি রিয়ালের সমান। এটি ২০১৫ সালে মোট আমদানি পণ্যের মূল্যের ৯ দশমিক ১ শতাংশের সমান।

২০১৫ সালের প্রথমার্ধে যানবাহন আমদানির পরিমাণ বেশি ছিল। সবচেয়ে বেশি যানবাহন আমদানি করা হয় এপ্রিল মাসে। এ সময় প্রায় ১২০ কোটি কাতারি রিয়াল সমমূল্যের যানবাহন আমদানি করা হয়। পরবর্তী অবস্থানে ছিল ডিসেম্বর মাস। এ সময় প্রায় ১১০ কোটি কাতারি রিয়াল সমমূল্যের যানবাহন আমদানি করা হয়।

আগস্ট ও মে মাসে সবচেয়ে কম যানবাহন আমদানি করা হয়। এ সময় আমদানি করা যানবাহনের মোট মূল্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮ কোটি ২০ লাখ ও ৭৩ কোটি ৩০ লাখ কাতারি রিয়াল।

অফশোর জগতে প্রবেশের ঘোষণা কোয়ালিটি গ্রুপের

যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে সম্প্রতি অফশোর কারিগরি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন বাণিজ্যিক সেবা সংস্থা ওটিসি ২০১৬ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল অফশোর টেকনিক্যাল ফিল্ডে প্রবেশের ঘোষণা দিয়েছে।

সম্মেলনে কোয়ালিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন অলাকারা কোম্পানির নতুন প্রকল্প ও পরিকল্পনা উন্মোচন করেন। এ ছাড়া হিউস্টনে শামসুদ্দিন আরও বলেন, কোয়ালিটি গ্রুপের নন-স্পার্কিং নিরাপত্তা সরঞ্জামের আমদানি, অফশোর রক্ষণাবেক্ষণ, ভারী হাইড্রোলিক ও ফ্যাব্রিকেশনের কাজ অফশোর ফিল্ডের অধীনে করা হবে।

কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনালের সব অফশোর টেকনিক্যাল প্রকল্প যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। শামসুদ্দিন অলাকারা এই নতুন উদ্যোগ নিয়ে মার্কিন বাণিজ্যিক সেবা সংস্থার সহকারী সম্পাদক লরা টেইলর, মার্কিন বাণিজ্যিক সেবা সংস্থার আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ স্টিভ মিলার এবং মার্কিন বাণিজ্যিক সেবা সংস্থার সম্পাদক গোল্ডা আগ্নাজাটার সঙ্গে আলোচনা করেন।

সম্মেলনে শামসুদ্দিন আরও বলেন, 'অফশোরের সব পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড কাতারে সম্পন্ন করা হবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলোর সঙ্গে একত্রে কাজ করবে। স্করপিয়ন, ইউনিটেক, নিউভাটেকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে। এতে অগ্রগতিও হচ্ছে আশানুরূপ।'

শামসুদ্দিন অলাকারা

কোয়ালিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান বলেন, অফশোরের প্রকল্পসমূহ কাতারের দুটি প্রধান কারিগরি বিভাগ কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভিস এবং কোয়ালিটি হাইড্রোলিক্সের অধীনে সম্পন্ন করা হবে। ১৩০টি দেশ থেকে প্রায় দুই হাজার কোম্পানির প্রতিনিধি ওটিসি ২০১৬ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ওটিসি সম্মেলন ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের গ্যালারি ওয়েস্ট ইনে আয়োজিত যুক্তরাষ্ট্র-আরব চেম্বার অব কমার্সের সভায় অংশগ্রহণ করেন শামসুদ্দিন অলাকারা। বিজ্ঞপ্তি।

মহামান্য শেখ মনসুর বিন মাহমুদ রশিদ আলমাকতুম সম্প্রতি জয়ালুকাস গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জয় আলুকাস এবং নির্বাহী পরিচালক জন পল আলুকাসের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন ● বিজ্ঞপ্তি

অতীতের তুলনায় মে, জুন ও জুলাইয়ে গরম বেশি পড়বে

কাতার প্রতিনিধি

কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যে এবার মে, জুন ও জুলাইয়ে তাপমাত্রা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি হবে। ফলে চলতি বছর এ এযাবৎকালের উষ্ণতম পবিত্র রমজান মাস পেতে যাচ্ছে কাতার।

কাতারের আবহাওয়াবিদদের মতে, আগামী তিন মাস কাতার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা থাকবে। আবহাওয়া দপ্তরের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা প্রচণ্ড তাপমাত্রার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করছেন।

আবহাওয়ার রুদ্র রূপ বিশেষ করে অত্যধিক গরমের মতো পরিস্থিতি এখন অহরহই দেখা যাচ্ছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে প্রকৃতির এই রুদ্র রূপ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠবে আগামী দিনগুলোতে। বিশেষজ্ঞদের শঙ্কা, চলতি শতকের শেষ নাগাদ মধ্যপ্রাচ্য মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে।

> পুরো জুন মাসজুড়েই বাড়বে সূর্যের তেজ। উপরন্তু দিন বড় হওয়ায় এ বছর সূর্যাস্ত হবে সূর্যোদয়ের ১৫ ঘণ্টা পর

অন্যদিকে কাতারের গবেষকেরা মনে করেন, কংক্রিটের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আধুনিক শহরগুলোতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার হবে অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি। অ্যাসফল্ট ও কংক্রিট প্রচুর তাপ শোষণ করে বলে অসহনীয় হয়ে উঠবে নগরের তাপমাত্রা।

বিগত মৌসুমের তুলনায় চলতি মৌসুমে গড় তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকবে। পবিত্র রমজানে রোজাদারদের জন্য তা যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

জুনের প্রথম ভাগে এবার পবিত্র রমজান শুরু হবে। আর পুরো জুন মাসজুড়েই বাড়বে সূর্যের তেজ। উপরন্তু দিন বড় হওয়ায় এ বছর সূর্যাস্ত হবে সূর্যোদয়ের ১৫ ঘণ্টা পর। এই পুরোটা সময় রোজাদারেরা পানাহার থেকে বিরত থাকবেন।

কাতারের অধিকাংশ স্কুল রমজানে কম সময় শিক্ষাদান কার্যক্রম চালাবে বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালতের জন্য শিগগিরই বিশেষ সময়সূচি ঘোষণা করা হবে।

চাঁদপুর সমিতির মিলাদ মাহফিল

কাতার প্রতিনিধি

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার পিরোজপুর বিদ্যালয়ের সভাপতি মফিজুর রহমান মেম্বারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কাতারে শোকসভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। কাতারস্থ চাঁদপুর সমিতির উদ্যোগে ৬ মে আররাইয়ানে ওই মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মফিজুর রহমানের দুই ছেলে মানিক হোসেন চাঁদপুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং জসিম উদ্দিন প্রচার সম্পাদক।

সাংগঠনিক সম্পাদক ই এম আকাশের সঞ্চালনায় মিলাদ মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর সমিতির সভাপতি মাহফুজ আহমেদ, সহসভাপতি মো. মোস্তফা কামাল, নাজমুল হক, মামুন, জসিম উদ্দিন, রফিক কালামসহ সমিতির অন্য সদস্যরা। মিলাদ মাহফিল শেষে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ফানার মসজিদে সিরাত মাহফিলের আয়োজন

কাতার প্রতিনিধি

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার পাঠানো পথপ্রদর্শক ও মুক্তির দিশারি। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ ও চরিত্র ধারণ করতে পারলেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া সহজ।

৬ মে কাতারের ফানার জামে মসজিদে আয়োজিত সিরাতে রাসুল (সা.) শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন মাওলানা মোজাম্মেল হোসেন। আলনূর সেন্টারের আয়োজনে ওই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন হাফেজ লোকমান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন শহীদুল হক, আবু ছায়েদ, এ কে এম আমিনুল হক, ফারুক আহমদ, নাছিরউদ্দীন প্রমুখ।

মুক্তা আহরণ শিশুদের জন্য তৃতীয়বারের মতো কাতারা সমুদ্রসৈকতে বার্ষিক আলমিনা মুক্তা আহরণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১০০ শিশু নয়টি দলে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ৫ মে তিন দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৌকা থেকে অভিভাবকদের বিদায় জানাচ্ছে শিশুরা। ৭ মে প্রতিযোগিতা শেষ হয়। কাতারের ঐতিহ্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আয়োজন করা হয় এমন প্রতিযোগিতার ● সৌজন্যে : দ্য পেনিনসুলা

৫৫ বেসরকারি বিদ্যালয়কে বেতন বৃদ্ধির অনুমোদন

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের বেশ কিছু বেসরকারি বিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধির আবেদন মঞ্জুর করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিদ্যালয়গুলোকে ২ থেকে ৭ শতাংশ বেতন ফি বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কাতারের শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি স্কুল অফিসের (পিএসও) একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবছরে ৫৫টি বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনকে ফি বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়। পরিচালক হামাদ বিন মোহাম্মদ আলঘালি এক বিবৃতিতে বলেন, মোট ১৬২টি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আগামী শিক্ষাবর্ষে ফি বাড়ানোর অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ৬৬ শতাংশের আবেদনই খারিজ করে দেওয়া হয়। এসব বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় শিক্ষার মান প্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রণালয়ের শর্তপূরণে ব্যর্থ হয়।

আলঘালি আরও বলেন, পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে শুধু দুটি বিদ্যালয়কে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ ফি বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে নতুন ১৫টি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন খোলা হবে। এগুলো একসঙ্গে প্রাথমিক, প্রস্তুতিমূলক, মাধ্যমিকসহ বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য ১০ হাজার ৩৮০টি অতিরিক্ত আসন তৈরি করবে। আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন স্কুল খোলার জন্য বেসরকারি স্কুল অফিসে (পিএসও) ৬৮টির বেশি আবেদন পড়েছিল। এসব আবেদন যাচাই-বাছাই করে পাঁচটি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ক্লাস শুরুর অনুমতি দেওয়া হয়। বাকি ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে চালু করা হবে। নতুন এই পাঁচটি স্কুলের মধ্যে দুটি সুইস স্কুল রয়েছে। এদের একটি ছেলেদের জন্য, অন্যটি মেয়েদের। এদের মধ্যে আরও রয়েছে বিশেষ শ্রেণির দুটি আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়।

আলঘালি জানান, অন্যান্য বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের ব্রিটিশ, জার্মান ও তুর্কি পাঠক্রম প্রস্তাব করছে। নতুন বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রিটিশ পাঠ্যসূচিতে ৫ হাজার ৪৭টি, আইবিতে ১ হাজার ৬৮২টি, মার্কিন পাঠ্যসূচিতে ২ হাজার ২৪২টি, সুইস পাঠ্যসূচিতে ৯২৫টি, তুর্কি পাঠ্যসূচিতে ২১৬টি, জার্মান পাঠ্যসূচিতে ১৫৩টি ও মিসরীয় পাঠ্যসূচিতে ১১৫টি আসন বৃদ্ধি করবে।

আলঘালি বলেন, একটি বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বেতন বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হয়। টিউশন ফি, অতিরিক্ত ফি, একটি তুলনামূলক খরচের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত মুনাফা মার্জিন, মোট আয় ও সম্পদ এবং গত কয়েক বছরে কতবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বেতন বৃদ্ধি করেছে—এসব বিষয় আর্থিক কর্মক্ষমতা মানের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষার মানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে স্কুলের শিক্ষামূলক কার্যক্রম, ছাত্র, বাবা-মা ও শিক্ষকদের সন্তুষ্টি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও পেশার মানোন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ।

মুঠোফোনে সংবাদ পড়ায় মধ্যপ্রাচ্যে শীর্ষে কাতার

মুঠোফোনে সংবাদ পড়ে ৪২ ভাগ মানুষ

কাতার প্রতিনিধি

মধ্যপ্রাচ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে কাতারের নাগরিকদের সংখ্যাই বেশি। প্রতিদিনের সংবাদ পেতে ইন্টারনেটে খবরের কাগজে সংবাদ পড়ার প্রতি কাতারি পাঠকদের আগ্রহ ক্রমশ কমছে। দোহা চলচ্চিত্র সংস্থা ও নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

জরিপে উল্লেখ করা হয়, সৌদি আরবের জনগোষ্ঠীর ৩৯ শতাংশ প্রতিদিন অনলাইনে খবর পড়ে। কাতারের অনলাইন সংবাদ পাঠকের সংখ্যা ৪২ শতাংশ, যা মধ্যপ্রাচ্যে সর্বোচ্চ। তবে কাগজের পত্রিকার গ্রাহকের সংখ্যাও কাতারে সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে দুবাইয়ের নাগরিকদের মধ্যে প্রতি চারজনে একজন প্রতিদিন খবরের কাগজে চোখ বুলান।

ছয়টি দেশে পরিচালিত এই জরিপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ মানুষ টেলিভিশনের তুলনায় অনলাইনেই বেশি ভিডিও দেখে থাকেন বলে জরিপে উঠে এসেছে। এই জরিপ বলছে, মিসর, সৌদি আরব ও কাতারে টিভির নিয়মিত দর্শকের সংখ্যা প্রতিনিয়ত কমছে। তবে ছুটির দিন বা অবসর সময়ে চলচ্চিত্র দেখার জন্য এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোক (প্রায় ৯০ শতাংশ) এখনো পরিবার নিয়ে টেলিভিশন সেটের সামনে বসেন। অনলাইনে পছন্দের অনুষ্ঠান বা ভিডিও দেখতে খরচ করেছেন, এমন দর্শকের সংখ্যা এখনো ৫ শতাংশের কম।

অনলাইনে ব্যক্তিগত গোপনীয় লঙ্ঘন নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলমান আশঙ্কার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে সরাসরি বার্তা প্রদানের মাধ্যমগুলো বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে। বর্তমানে ফেসবুক বা টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের চেয়ে স্ন্যাপচ্যাট বা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেক বেশি। উপসাগরীয় যেসব দেশে ইন্টারনেটের গতি তুলনামূলক বেশি সেসব দেশে ভিডিওভিত্তিক সেবা স্ন্যাপচ্যাট বেশি জনপ্রিয়।

তবে অনলাইনের অবাধ দুনিয়ায় বিতর্কিত

বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার হাতে ন্যস্ত করা হবে, এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। মিসর, কাতার বা সৌদি আরবের মতো দেশের নাগরিকেরা মনে করেন, অনলাইনের অবাধ জগতের নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরকারের হাতে। অন্যদিকে দুবাই, লেবানন বা তিউনিসিয়ার লোকজন এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

অনলাইন প্রবেশাধিকারের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সৌদি আরবের মানুষ সবচেয়ে বেশি দ্বিধাবিভক্ত। এ দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী অনলাইনের স্বাধীনতায় সরকারি হস্তক্ষেপবিরোধী। অন্যদিকে মিসরের দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর মতে, সরকারের উচিত অনলাইনের বিষয়বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে ছবি শেয়ারিং সেবা ইনস্টাগ্রামের গ্রাহক বৃদ্ধির হার ২৪ শতাংশ। গত তিন বছরে এই অঞ্চলে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

অন্যদিকে গত তিন বছরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার ১৭ শতাংশ নিয়মিত ব্যবহারকারী হারিয়েছে, যা এ ধরনের যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গত এক বছরে ১২ শতাংশ টুইটার অ্যাকাউন্টধারী এই মাধ্যম ছেড়ে গেছেন। মিসরের ইন্টারনেট গ্রাহকদের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত কারণে সামাজিক যোগাযোগের ধরন বদলে ফেলেছেন। সৌদি আরবের প্রায় ৯০ ভাগ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্যক্তিগত তথ্য হারানোর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে এত আশঙ্কার পরও মধ্যপ্রাচ্যে ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বাড়ছে। এই খাতে উপসাগরীয় দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। উপসাগরীয় বেশির ভাগ দেশের শতভাগ লোকের হাতে কমপক্ষে একটি করে স্মার্টফোন রয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রায় শতভাগ নাগরিক বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত থাকছেন। কাতার ও সৌদি আরবের ৯৩ ভাগ লোকের কাছে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছেছে।

অন্যদিকে তিউনিসিয়া ও মিসরের প্রায় অর্ধেক লোক এখনো কোনো ধরনের ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছেন না। তবে ক্রমশ এসব দেশে ইন্টারনেট কেবল বিস্তৃত হচ্ছে। এক বছরে মিসরের ১৪ শতাংশ ও তিউনিসিয়ার ৫ শতাংশ লোক ইন্টারনেটের আওতায় এসেছেন। তবে এই দুটি দেশের শতভাগ লোকের হাতে মুঠোফোন পৌঁছাতে আরও কয়েক বছর লাগবে।

উপসাগরীয় দেশগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর মধ্যে টেলিভিশন চ্যানেলের গানের অনুষ্ঠান এখনো বিপুল জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। বাকিরা গান শুনতে ইন্টারনেট ও বেতারকেন্দ্রের শরণাপন্ন হন। মধ্যবয়স্ক শ্রোতারা পশ্চিমা সংগীতের চেয়ে স্থানীয় গান শুনতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অন্যদিকে কিশোর ও তরুণদের এক-চতুর্থাংশ অনারব সংগীত বিশেষ করে মার্কিন শিল্পীদের গানকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। অবশ্য এরপরও তরুণদের মধ্যে স্থানীয় শিল্পের প্রতি অনুরাগ কমেনি।

১৮-২৪ বছর বয়সী তরুণেরা অধিকাংশ সময় অনলাইনে পছন্দের গান শুনে থাকেন। এই বয়সীদের ৩১ শতাংশ তরুণ বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শ্রোতা। এই জরিপে মোট ৬ হাজার ৫৮ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

মার্চে ১৭৩৮ জন ট্রাফিক সংকেত লঙ্ঘন করেছেন

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে নানা পদক্ষেপ নিয়েও কমানো যাচ্ছে না ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা। বরং দিন দিন এ ধরনের ঘটনা বেড়েই চলছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমীক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মার্চ মাসে মোট ১ হাজার ৭৩৮ জন চালক লালবাতির সিগন্যাল অমান্য করে গাড়ি চালিয়েছেন। আর নির্ধারিত গতিসীমার চেয়ে বেশি গতিতে গাড়ি চালানোর সময় রাডারে ধরা পড়া ঘটনার সংখ্যা ৬৯ হাজার ৯১৭। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় একটি গ্রাফ চিত্রের মাধ্যমে পুরো মাসের বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, গাড়িচালকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, মার্চ মাসে নিবন্ধন নবায়ন না করায় ৩১২ জন গাড়িচালককে ধরা হয়েছে। আর ট্রাফিক নির্দেশনা-সংবলিত সাইন থাকার পরও তা লঙ্ঘন করার ঘটনা ঘটেছে ১০ হাজার ৪৪১টি। আর ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে ১৮ হাজার ২৭৩টি।

এ ছাড়া মার্চ মাসে ১৫ লাখ ৪০ হাজার ২২৬ জন যাত্রী কাতারের হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বহির্গমন ব্যবহার করেছেন। আর প্রবেশপথ ব্যবহার করেছেন ১৫ লাখ ২৪ হাজার ১০১ জন।

হামাদ মেডিকেলে শ্রমিকদের জানাজা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূতসহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা ● প্রথম আলো

দুর্ঘটনায় নিহত চারজনের মরদেহ দেশে দাফন

আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেছে ১ লাখ ১৫ হাজার রিয়াল

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চার বাংলাদেশি কর্মীর জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। ৬ মে বিকেলে কাতারের কেন্দ্রীয় হামাদ হাসপাতালের মর্গের সামনে তাঁদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ওই দিন রাতেই বিমান বাংলাদেশের একটি ফ্লাইটে সিলেটে তাঁদের লাশ পাঠানো হয়।

নিহত প্রবাসীদের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ৭ মে বিকেলে আসরের নামাজের পর সিলেটের কানাইঘাটে স্থানীয় কবরস্থানে তাঁদের মরদেহ দাফন করা হয়। গত ২৬ এপ্রিল সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এই চারজন বাংলাদেশি শ্রমিক। একই দুর্ঘটনায় আহত এক বাংলাদেশি কাতারে এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি এখনো বিপদমুক্ত নন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। আহত আরও তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৬ মে কাতারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কয়েক শ বাংলাদেশি প্রবাসী ওই চার শ্রমিকের জানাজায় অংশ নেন। ওই দিন বেলা তিনটা থেকে প্রবাসীরা হাসপাতালের মর্গের সামনে ভিড় করেন। জানাজা পড়ান নিহত এক শ্রমিক মহিবুর রহমানের ভাই হাবিবুর রহমান।

কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ, শ্রম কাউন্সেলর ড. সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সেলর কাজী মুহাম্মদ জাভেদ ইকবালসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা জানাজায় অংশ নেন। জানাজার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম। নিহত চার শ্রমিকের জন্য আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি কাতারপ্রবাসীদের ধন্যবাদ জানান।

রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ নিহত শ্রমিকদের পরিবারের জন্য শোক ও সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, 'আমার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। আমি যতদূর জেনেছি, নিকট অতীতে এমন দুর্ঘটনা ঘটেনি। নিহত ব্যক্তিরা সবাই তরুণ। তাঁদের মৃত্যু আমাদের ব্যথিত করেছে।'

পরে নজরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, কাতারের সবজি মার্কেটসহ বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত প্রবাসীদের পক্ষ থেকে মোট ১ লাখ ১৫ হাজার রিয়াল অর্থ-সহায়তা পাওয়া গেছে। নিহত প্রবাসীদের লাশ দেশে পাঠানোর সময় বাংলাদেশি এক লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকি এক লাখ রিয়াল নিহত চারজন ও আহত একজনসহ পাঁচজনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে। সবজি মার্কেট ও এর আশপাশ থেকে পাওয়া গেছে প্রায় ৮৪ হাজার রিয়াল। এ ছাড়া বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি দান করেছেন।

নিহত দুই সহোদর ইসলামউদ্দীন ও মইনুদ্দীনের ছোট ভাই শরিফউদ্দীন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা তিন ভাই একসঙ্গে কাতারে ছিলাম। এখন আমি একা হয়ে গেলাম। আমার বড় ভাই ইসলামউদ্দীন নয় বছর ধরে কাতারে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান রয়েছে। আরেক ভাই মইনুদ্দীনের চারটি সন্তান রয়েছে। এরা সবাই এখন অসহায়।'

আরেক নিহত শ্রমিক মহিবুর রহমান অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর বড় ভাই হাবিবুর রহমান বলেন, 'আমার ভাই তিন বছর নয় মাস ধরে কাতারে। আমরা মোট তিন ভাই কাতারে থাকতাম। এর মধ্যে একজন চলে গেল।'

একই দুর্ঘটনায় নিহত আওলাদ হোসেনের চাচাতো ভাই এবং অন্যান্য স্বজনও কাতারে থাকেন। চারজনের মৃতদেহের সঙ্গে কাতার থেকে আখলাকুল আম্বিয়া, শিহাব, তাঁদের বন্ধুবান্ধবসহ মোট সাতজন দেশে গেছেন।

মার্চে ১৭৩৮ জন ট্রাফিক সংকেত লঙ্ঘন করেছেন

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি ভোক্তা অধিকার রক্ষায় খুচরা বিক্রেতাদের উদ্দেশে একটি নতুন আদেশ জারি করেছে। ওই আদেশে বলা হয়েছে, বিক্রেতাদের পণ্যের মূল্য সঠিকভাবে প্রকাশ ও পণ্যে প্রয়োজনীয় ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে। পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট এককে এবং পরিমাণভিত্তিক মূল্য স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

আদেশে বলা হয়েছে, পণ্য ভর দ্বারা পরিমাপ করা হলে কিলোগ্রাম বা গ্রাম, আয়তন দ্বারা পরিমাপ করা হলে লিটার বা মিলিলিটার, দৈর্ঘ্যে পরিমাপ করা হলে মিটার এবং তল হিসাবে পরিমাপ করা হলে বর্গমিটার এককে প্রকাশ করতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের এক অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, অধিকাংশ বিক্রয়কেন্দ্রে শুধু পণ্যের মূল্য প্রদর্শন করা হয়। এ ক্ষেত্রে পরিমাণগত মূল্য প্রদর্শন না করার কারণে ক্রেতারা সহজে পণ্য যাচাই ও তুলনা করতে পারেন না। ফলে তাঁরা অসুবিধায় পড়েন। বিষয়টি বিবেচনা করে মন্ত্রণালয় ওই আদেশ জারি করেছে।

ওই আদেশে বলা হয়, ৪০০ বর্গমিটার বা তার বেশি আয়তনের যেকোনো বিক্রয়কেন্দ্রের জন্য এই নিয়ম বাধ্যতামূলক। সব খুচরা বিক্রেতাকে পণ্য যাচাই করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে ছয় মাস সময় দেওয়া হচ্ছে। নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে সব পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ট্যাগ সংযুক্ত করতে হবে। ট্যাগে পণ্যের মূল্য ছাড়াও পরিমাণ ও বিবরণ প্রদর্শন করতে হবে।

পণ্যের দাম উল্লেখ ও ট্যাগ লাগাতে হবে

কাতার প্রতিনিধি

আদেশে পণ্যের দাম হলুদ ট্যাগে ও পরিমাণভিত্তিক দাম সাদা ট্যাগে ব্যবহার করতে বলা হয়। ট্যাগ এমন স্থানে সংযুক্ত করতে হবে যাতে ক্রেতারা সহজেই বুঝতে পারেন। ওই আদেশ সব খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তবে বিশেষ অফার বা মূল্যছাড়ের ক্ষেত্রে এবং যেখানে পরিমাণভিত্তিক মূল্য জানার প্রয়োজন নেই, সে ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই। উদাহরণস্বরূপ ভোজ্যতেল বিশেষ বোতলে বিক্রি করা হলে আলাদা করে পরিমাণভিত্তিক মূল্য প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগ ক্রেতাদের অধিকার নিশ্চিত করবে এবং এর মাধ্যমে বিক্রেতাদের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ক্রেতাদের যেকোনো প্রতারণা বা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ সরাসরি মন্ত্রণালয়ের ভোক্তা অধিকার রক্ষা এবং অ্যান্টি-বাণিজ্যিক ফ্রড ডিপার্টমেন্টে জানানোর আহ্বান জানান।

এনআরবিবিএর প্রথম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে মঞ্চে অতিথিরা ● প্রথম আলো

এনআরবিবিএর এক বছর পূর্তি

প্রথম আলো ডেস্ক

কাতারে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সংগঠন নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের (এনআরবিবিএ) এক বছর পূর্ণ হলো। এ উপলক্ষে ৫ মে রাজধানী দোহায় স্থানীয় একটি হোটেলে সভার আয়োজন করা হয়েছে। এতে সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রেজওয়ান বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শাহজাহান সাজু। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক আলীমউদ্দীন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন সহসভাপতি আবদুল মতিন পাটোয়ারী, সাধারণ সম্পাদক জসিমউদ্দীন, প্রধান উপদেষ্টা সালাহউদ্দীন, অর্থ সম্পাদক আছিম বিল্লাহ, এম এ বাকের, শহীদুল হক, আবু রায়হান, মুহতাশেমুল হক, মোখলেসুর রহমান, আবদুল বারি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন শরিফ থেকে তিলাওয়াত করেন রেজাউল করিম।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের কর্মকর্তারা বলেন, ৭১ জন সদস্যের চাঁদায় বর্তমানে এনআরবিবিএর তহবিলে ১২ লাখ রিয়াল জমা হয়েছে। পরে সদস্যরা এ অর্থ বিনিয়োগ করে কাতারে বাংলাদেশি মালিকানাধীন স্কুল, ক্লিনিক, হাইপার মার্কেট, মানি এক্সচেঞ্জসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে মতামত দেন। এ ছাড়া ১৩ সদস্যবিশিষ্ট বাণিজ্য পরিকল্পনাবিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়। আবদুল মতিন পাটওয়ারীকে ওই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে।

প্রথম আলো
بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية
সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

এখন নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে
কাতারজুড়ে বিভিন্ন বাংলাদেশি রেস্তোরাঁয়

ভুইয়া রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
ফেনী রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
স্টার অব ঢাকা রেস্তোরাঁ, দোহাজাদিদ
হইচই রেস্তোরাঁ, নাজমা
আনন্দ রেস্তোরাঁ, নাজমা
রমনা রেস্তোরাঁ, নাজমা
হানিকুইন ক্যাফেটেরিয়া, রাইয়ান
প্রবাসী হোটেল, মদিনাখলিফা
আলরাবিয়া রেস্তোরাঁ, বিনওমরান
কুমিল্লা রেস্তোরাঁ, দোহা
বনানী রেস্তোরাঁ, দোহা
চাঁদপুর হোটেল, মাইজার
জাল ক্যাফেটেরিয়া,মাইজার
আলরাহমানিয়া রেস্তোরাঁ, সবজিমার্কেট
মিষ্টিমেলা, সবজিমার্কেট
বাংলাদেশ ট্রেডিং কমপ্লেক্স, আলআতিয়া মার্কেট
আলশারিফ রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
আলফালাক রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
সাফির ক্যাফেটেরিয়া,মদিনামুররা
আলবুসতান হোটেল, মদিনামুররা
ঢাকা ভিআইপি রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আসসাওয়াহেল রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আননামুজাযি রেস্তোরাঁ, মিসাইয়িদ মার্কেট

১২৫ কাতারি রিয়াল
গ্রাহক হোন
১ বছরের জন্য

প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আপনার বাসা, অফিস, প্রতিষ্ঠান কিংবা যেকোনো ঠিকানায় প্রথম আলো পৌঁছে যাবে

গ্রাহক বা এজেন্ট হতে চাইলে যোগাযোগ করুন
5549 2446, 30106828

প্রবাসীদের জন্য বাড়ল বিদ্যুতের দাম

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে প্রবাসীদের জন্য ও বেসরকারি খাতে ব্যবহারের বিদ্যুতের দাম বাড়ল। তবে অভ্যন্তরীণ খাতে বিদ্যুতের দাম কমানো হয়েছে। সম্প্রতি দেশটির পার্লামেন্ট এই উদ্যোগকে অনুমোদন দেয়।

এখন থেকে বাহরাইনি নাগরিকদের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম দিতে হবে দুই ফিল করে। যা আগে ছিল তিন ফিল। অর্থাৎ তাদের জন্য ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম কমানো হয়েছে এক ফিল। একই সঙ্গে প্রবাসীদের জন্য এবং বেসরকারি খাতে ব্যবহারের জন্য বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে।

বাহরাইনিদের জন্য বিদ্যুতের দাম কমানো হলেও সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতি বহাল থাকবে বলে দেশবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে প্রবাসীদের জন্য এবং বেসরকারি খাতে ব্যবহারের জন্য বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর দুই মাসের মাথায় আবারও তাদের জন্য বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলো। এই গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম আরও বাড়বে। ২০১৯ সাল নাগাদ এই গ্রাহকদের পর্যায়ক্রমে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে ২৯ ফিল। সব মিলিয়ে ২০১৯ সালে তাদের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য বিল দিতে হবে ৩৩ ফিল।

তবে বাহরাইনিদের জন্য আর এই বিল বাড়ছে না। ২০১৯ সালেও তারা দুই ফিল দরেই প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ পাবে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

আলো উৎসব বাহরাইনের আলফাতেহ কর্নিশে ৫ মে রাতে আলো উৎসবে আলো নিয়ে চোখ ধাঁধানো নানা কলাকৌশল দেখাচ্ছেন আন্তর্জাতিক একজন শিল্পী। মানামা উপসাগরীয় পর্যটনের রাজধানী ২০১৬ শীর্ষক প্রচারণার অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয় এই আলো উৎসবের। বাহরাইন পর্যটন ও প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ এই উৎসবের আয়োজন করে ● সৌজন্যে : গালফ ডেইলি নিউজ

রমজান মাসে চার হাজার পরিবার সহায়তা পাবে

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে চার হাজারের বেশি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। দাতা সংস্থাগুলো অভাবী এই পরিবারগুলোর জন্য সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বাহরাইন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিআরসিএস) এ প্রকল্পের জন্য এক লাখ দশ হাজার বাহরাইনি মুদ্রার তহবিল করেছে, যা দেশটির চার হাজার পরিবারের সবাই পাবে। এ ছাড়া এই প্রকল্পের জন্য বেসরকারি কোম্পানি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

বিআরসিএসের মহাপরিচালক মুবারক আল হাদি *গালফ ডেইলি নিউজ*কে (জিডিএন) বলেন, শিগগিরই এই অর্থ বিতরণের কাজ শুরু হচ্ছে। তিনি বলেন, 'সত্তরের দশক থেকে বিআরসিএস এই কাজ করে যাচ্ছে। এটা আমাদের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পবিত্র রমজান মাসে সব মানুষের প্রতি ভালোবাসার বার্তা পাঠানো হয়। সেটাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।'

মুবারক আল হাদি জানান, সারা দেশের ৭৩টি এলাকা থেকে অর্থ সহায়তা পেতে অনেক পরিবার আবেদন করেছিল। সেখান থেকে চার হাজারের কিছু বেশি পরিবারকে সহায়তা দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। বিআরসিএসের সোশ্যাল কমিটি যাচাই-বাছাই করে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য এই পরিবারগুলো নির্বাচন করেছে। বাকি পরিবারগুলোকে অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, তাদেরও নিত্যপণ্য সহায়তা দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, এই সহায়তা প্রকল্পের জন্য এক লাখ দশ হাজার বাহরাইনি দিনারের তহবিল নির্ধারণ করা হয়েছে। সব অর্থই অনুদান ও সাহায্য হিসেবে পাওয়া গেছে।

মুবারক আল হাদি আরও বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হলো, যারাই আমাদের কাছে সহায়তা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে, তাদের সবাইকে সহায়তা করা। এ জন্য আমরা সমাজের সবার কাছ থেকে সহায়তা চাই। আমরা যত সহায়তা পাব, অভাবী মানুষগুলোকে তত বেশি সহায়তা দিতেও পারব। তাই আমরা বেসরকারি কোম্পানি, বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠান, ধনাঢ্য ব্যক্তি ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি আহ্বান জানাব, আমাদের সহায়তা করুন, যা দিয়ে পবিত্র রমজান মাসে সমাজের অভাবী পরিবারগুলোকে আমরা সহায়তা করতে পারব।'

বিআরসিএসের মহাপরিচালক বলেন, '৮ মে থেকে ২৩ মের মধ্যে আমরা এই সহায়তা প্রকল্পের কাজ শেষ করতে চাই। অর্থাৎ ২৩ মের মধ্যে অভাবী পরিবারগুলোর ঘরে ঘরে সহায়তা পৌঁছে দিতে চাই।'

বিআরসিএসকে সহায়তা করতে ভিজিট করুন www. rcsbahrain.org ওয়েবসাইটে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বুদাইয়া মহাসড়ক সম্প্রসারণ হলে কমবে যানজট

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের বুদাইয়া মহাসড়কের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সম্প্রসারণকাজ শেষ হলে এই সড়কে যান চলাচল অনেক বাড়বে। তবে এখনো বিষয়টি পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। সরকারের শীর্ষস্থানীয় একজন কর্মকর্তা এ কথা জানিয়েছেন।

বাহরাইনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রশাসনিক অঞ্চলের ঘনবসতিপূর্ণ দুটি এলাকায় যাতায়াতের একমাত্র পথ ওই মহাসড়ক। এটি সম্প্রসারণের অপেক্ষায় বহু অবকাঠামো প্রকল্প স্থগিত রয়েছে বলে পৌর কাউন্সিলরেরা জানিয়েছেন। তবে আশার কথা হলো, বুদাইয়া মহাসড়কের বড় ধরনের সম্প্রসারণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তা মিসেস ফাখরো বলেন, 'আমরা আলোকব্যবস্থারও উন্নতি করব, গোটা মহাসড়কে নান্দনিক পরিবর্তন আনব। যাত্রীছাউনি স্থাপন করা হবে। সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর ব্যবস্থাও থাকবে। ট্রাফিক সিগন্যালের বদলে স্থানে স্থানে পদচারী-সেতু বানানো হবে।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, মহাসড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্পে জিসিসি উন্নয়ন তহবিল এক হাজার কোটি মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে। তবে সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ কবে শুরু হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। বছর দুয়েক লাগতেও পারে। মন্ত্রণালয় এখনো এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার তথ্য পায়নি।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

পেনশন কাটছাঁটের গুজবে পার্লামেন্টে হইচই

প্রথম আলো ডেস্ক

চাকরিজীবীদের পেনশন কাটছাঁট করা ও অবসরে যাওয়ার বয়সসীমা বাড়ানোর 'গুজব'কে কেন্দ্র করে বাহরাইনের পার্লামেন্টে তুমুল হইচই হয়েছে। দেশজুড়ে এ গুজবের ডালপালা ছড়াতে থাকায় সরকারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবি করেছেন আইনপ্রণেতারা।

৩ মে পার্লামেন্টের সাপ্তাহিক অধিবেশনে ওই অরাজক পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েন এমপিরা। বাহরাইনের বর্তমান অবসর ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের নীতি ও এ ব্যবস্থায় সংশোধন আনার পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের পরিষ্কার বক্তব্য চান কয়েকজন এমপি। তাঁরা এ-সংক্রান্ত এক আবেদন উপস্থাপন করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপি তা পাস করেন।

এ প্রসঙ্গে অধিবেশনে কয়েকজন এমপি স্থানীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে গুজব ছড়াতে থাকায় তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গুজব উঠেছে, সরকার চাকরিজীবীদের অবসরের বয়সসীমা বাড়াচ্ছে ও পেনশন কমাচ্ছে।

অধিবেশনে বক্তব্য দেওয়ার সময় এমপি আহমেদ কারাতা বলেন, 'অবসরের বয়স বাড়িয়ে ৬০ থেকে ৬৫ বছর করা হচ্ছে, মানুষ এ কথা বলাবলি করছে। এটা বাহরাইনবাসীর জন্য উদ্বেগের। আমরা আশা করি পেনশন তহবিল নিয়ে সরকার তার নীতি পরিষ্কার করবে।'

অবসরের বয়স বাড়িয়ে ৬০ থেকে ৬৫ বছর করা হচ্ছে, মানুষ এ কথা বলাবলি করছে। এটা বাহরাইনবাসীর জন্য উদ্বেগের

অধিবেশনে 'দ্য কাউন্সিল'স পাবলিক ইউটিলিটিস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট কমিটির প্রধান ও এমপি আদেল আল-আসুমি বলেন, 'গুজব ছড়তে থাকায় চাকরিজীবীরা আগাম অবসরের আবেদন শুরু করেছেন।' স্থানীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে যেসব কথাবার্তা ছড়ানো হচ্ছে সেগুলোর সমালোচনা করেন তিনি। এসব 'ভুয়া খবর' প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, 'এটা মানুষের নিরাপত্তায় হুমকি সৃষ্টি করছে।'

আল-আসুমি আরও বলেন, 'বাহরাইনের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখা ও তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য রয়েছে কাউন্সিল অব রিপ্রেজেনটেটিভ। আমরা আইন প্রণয়ন করি মানুষের কল্যাণে। তাঁদের জন্য অকল্যাণকর আইন আমরা প্রণয়ন করি না। পেনশন কাটছাঁটে সরকার আইন করার পরিকল্পনা করছে বলে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যা ছড়ানো হচ্ছে, তা পুরোপুরি গুজব। এ রকম আইন প্রণয়নের কোনো পদক্ষেপ সরকার নেয়নি বা কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতিও দেয়নি।'

আল-আসুমি জানান, সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে ১০ মে পার্লামেন্টে এক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে ওই উড়ো খবরকে প্রত্যাখ্যান করে নানা রকম পোস্টে ছেয়ে গেছে বাহরাইনের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

উপসাগরীয় অঞ্চলে শীর্ষে বাহরাইন

ধর্মীয় সহিষ্ণু দেশ

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনকে এই অঞ্চলের সবচেয়ে সহিষ্ণু দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম-মতে বিশ্বাসী মানুষকে বাহরাইন সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দেশটিতে প্রবাসী কর্মীদের প্রায় অর্ধেকই অমুসলিম বলে এমনটা বলা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক কমিশনের (ইউএসসিআইআরএফ) এক প্রতিবেদনে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্বের ৩১টি দেশের ধর্মীয় স্বাধীনতা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ওই কমিশন প্রতিবছর এই প্রতিবেদন তৈরি করে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে জমা দেয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ওই প্রতিবেদনে মার্কিন সরকারের প্রতি সুপারিশও করে ওই কমিশন।

ইউএসসিআইআরএফের প্রতিবেদনে বলা হয়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহরাইনে মোট প্রবাসী কর্মীর অর্ধেকই অমুসলিম; বিশেষ করে হিন্দু। অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদেরও দেশটিতে স্বাগত জানানো হয়। এ ছাড়া বাহরাইন সরকার খ্রিষ্টান, ইহুদিদের একটি ছোট সম্প্রদায়, হিন্দু, শিখ সম্প্রদায়সহ বেশ কিছু সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে ক্ষোভ

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে বিদেশি নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যুতের দাম আরও বাড়ানোর জন্য নতুন একটি প্রস্তাব করা হয়েছে। বাহরাইনিদের জন্য আরও সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করাই এ উদ্যোগের লক্ষ্য। বৈষম্যমূলক এ প্রস্তাব নিয়ে ব্যবসায়ী ও বিদেশি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

পার্লামেন্ট ৩ মে ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। তবে ব্যবসায়ী ও বিদেশিরা এটিকে অন্যায্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক বলছেন। বিদেশি নাগরিক এবং ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে বর্ধিত হারে বিদ্যুৎ ও পানির বিল দিতে শুরু করেছেন, যা ২০১৯ সাল পর্যন্ত চলবে। কিন্তু বাহরাইনি নাগরিকেরা একটি বাড়ির জন্য পুরোনো দামেই বিল পরিশোধ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

বাহরাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) বোর্ড সদস্য এবং সাবেক এমপি আবদুলহাকিম আল শেমারি বলেন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ওপর দুই রকমের প্রভাব পড়বে। অবশ্য চাকরিদাতাদের অনেকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বিল বহন করবেন।

আল শেমারি আরও বলেন, বিভিন্ন শ্রমশিবিরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি বসবাস করেন। তাঁরা পানি, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য বিল পাবেন মালিকদের কাছ থেকে। আরেক দফা বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বেশ চাপ পড়বে। এ সমস্যা নিরসনের জন্য পেশাদার গবেষণা প্রয়োজন। যৌক্তিক কোনো পরিবর্তনকে ব্যবসায়ীরা স্বাগত জানাবেন।

> বাহরাইনিদের জন্য আরও সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎপ্রাপ্তি নিশ্চিত করাই এ উদ্যোগের লক্ষ্য

নতুন প্রস্তাব পার্লামেন্টে অনুমোদনের দুই মাস আগেই বিদেশি ও বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ বিল ২০১৯ সাল পর্যন্ত মেয়াদে বাড়ানো হয়েছে। বিসিসিআই বোর্ড সদস্য সাজিদ শাইখ এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আরেক দফা দাম বাড়ানোর ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছাতে পারে। আইন এবং আইনপ্রণেতাদের প্রতি সম্মান রেখেই বলতে হচ্ছে, বিদেশি নাগরিকদের জন্য এটি অন্যায্য প্রস্তাব। তাঁরাও বাহরাইনের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। আর বাড়তি অর্থের বোঝাটা বাহরাইনি বেসরকারি নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকেই বহন করতে হবে।

ইন্ডিয়ান কমিউনিটি রিলিফ ফান্ডের সাধারণ সম্পাদক অরুণ গোবিন্দ বলেন, বিদেশিদের জন্য বোঝা বাড়ানোটা ন্যায়সংগত হয়নি। তাঁরা ইতিমধ্যে নয় গুণ বেশি বিদ্যুৎ বিল দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তেলের মূল্য পড়ে যাওয়ায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটের পরিস্থিতিতে এ ধরনের উদ্যোগ সঠিক নয়। বিদেশিদের ওপর কর আরোপ করে বাজেটে ভারসাম্য আনার চেষ্টা যৌক্তিক বা সঠিক হতে পারে না। তা ছাড়া এটা বৈষম্য—মানবাধিকারের লঙ্ঘনও বটে। সরকারকে আরও ন্যায্য ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

বাহরাইনে ৩৮ বছর ধরে বসবাস করছেন ফিলিপাইনের প্রকৌশলী নেস্তর বালানো। তিনি বলেন, জীবনযাত্রার খরচের সঙ্গে মিল রেখে বেতন না বাড়ালে বহু পুরোনো প্রবাসীকেও বাহরাইন ছাড়তে হবে। প্রতিবছর যেভাবে খরচ বাড়ছে, কর্মীদের বেতন তো সে রকম বাড়ছে না। তাঁরা এই খরচ কুলাতে পারবেন না—এটা স্পষ্ট। মনে রাখতে হবে, বিদেশিরা কেবলই রোজগার করছেন না—একটি দেশ গড়ে দিচ্ছেন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

৯৩ সেকেন্ডেই হবে বাণিজ্যিক নিবন্ধন!

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে নতুন ব্যবসা শুরু করা এখন আগের চেয়ে অনেক সহজে ও দ্রুত সম্ভব হবে। বাণিজ্যিক নিবন্ধনের জন্য সিজিলাত নামের নতুন ব্যবস্থা চালু করার ফলেই বিনিয়োগকারীরা এ সুবিধা পাবেন।

যুবরাজ সালমান বিন হামাদ আল খলিফা ৫ মে সিজিলাতের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। ফলে এখন শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র দেওয়ার কাজ আরও দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবে। ৩০ লাখ বাহরাইনি দিনার ব্যয়ে চালু এই অনলাইনভিত্তিক নিবন্ধন ব্যবস্থায় মাত্র ৯৩ সেকেন্ডেই নিবন্ধনকাজ সম্পন্ন করতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। ইনফরমেটিকস ও ই-গভর্নমেন্ট অথরিটির (আইজিএ) সহায়তায় www.business.gov.bh নামের পোর্টালটি ঢেলে সাজাতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছে।

> যুবরাজ সালমান বিন হামাদ আল খলিফা ৫ মে সিজিলাতের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন

শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটনমন্ত্রী জায়েদ আল জায়ানি সানাবিসের বেইত আল তিজারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ওই নিবন্ধনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। এর আগে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে যুবরাজকে পদ্ধতিটি দেখানো হয়। জায়েদ আল জায়ানি বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাহরাইনে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করাই তাঁদের লক্ষ্য। নতুন বাণিজ্যিক নিবন্ধন পদ্ধতি প্রণয়ন করায় বিনিয়োগকারীরা আগের চেয়ে সহজে কাজ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন অব অল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজের (আইএসআইসি) সর্বশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, বাহরাইন আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের (জিসিসি) প্রথম দেশ হিসেবে বিনিয়োগ সহজকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক নিবন্ধন পদ্ধতির আধুনিকায়ন করেছে। অনেকে মনে করেন, ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থায় বাহরাইনের বিনিয়োগ কম। কিন্তু দেশটির বাণিজ্যিক নিবন্ধন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাণিজ্যিক নিবন্ধনের সুবিধা সম্পন্ন নতুন পোর্টালটি চালু থাকবে সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা। আবেদন, নিবন্ধন এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধের পুরো প্রক্রিয়া অনলাইনেই সম্পন্ন করা যাবে। লাইসেন্স পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের আইন, শর্ত, নিয়ম ও প্রক্রিয়া লিখিত আকারে দেওয়া হয়েছে।

লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া সংস্কারের জন্য দুটি আইন পরিবর্তন করা হয়েছে—বাণিজ্যিক নিবন্ধন আইন এবং কোম্পানি আইন। পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যেও নতুন সমন্বয় করতে হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, বাণিজ্যিক নিবন্ধন বা সিআর মূলত একটি ব্যবসার জন্মসনদের কাজ করে। অবকাঠামো ভাড়া করা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজের প্রয়োজনেই এই সিআর প্রয়োজন পড়ে।

বাহরাইনে গত এপ্রিলে তিন হাজার সিআর সম্পন্ন হয়েছে। এটি একটি রেকর্ড। এর আগে সাধারণত প্রতি মাসে ৫০০ থেকে ৬০০টি বাণিজ্যিক নিবন্ধন করা হয়েছে। মন্ত্রী জায়েদ আল জায়ানি বলেন, সিআরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে দেশে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নতুন নিবন্ধনব্যবস্থা চালু করার ফলে আরও বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকারি পরিকল্পনা সফল হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইজিএর প্রধান নির্বাহী জাকারিয়া আল খাজা, বাণিজ্য বিভাগের উপসচিব নাদের আলমোয়ায়েদ এবং প্রকল্পের অন্য কর্মকর্তারা।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বিলাসবহুল গাড়ির জন্য এসেছে 'সুপার ফুয়েল'

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের বিলাসবহুল গাড়ির জন্য নতুন 'সুপার ফুয়েল' আমদানি করা হয়েছে। নতুন এই 'সুপার ফুয়েল' নির্ধারিত তিনটি স্থান থেকে নিচ্ছেন বিলাসবহুল ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকেরা।

এই 'সুপার ফুয়েল' হলো দ্য অকটেন ৯৮। এটি গাড়ির ইঞ্জিনের উন্নত পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে। বুসাইতিন, সানাবিস ও সাকির এলাকায় তিনটি পেট্রলপাম্পে পরীক্ষামূলকভাবে নতুন এ ফুয়েল গাড়িতে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) থেকে আমদানি করা দ্য অকটেন ৯৮ প্রতি লিটার ১৯৫ ফিল দিয়ে কিনতে হবে। এটি হবে প্রমোশনাল মূল্য। পরে এর বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হবে।

পরীক্ষামূলকভাবে ওই তিনটি পেট্রলপাম্পের পাশাপাশি আরও দুটি স্থান থেকে নতুন ফুয়েল বিক্রির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শিগগিরই সার এবং রিফা এলাকায় দুটি পেট্রলপাম্প থেকেও দ্য অকটেন ৯৮ সরবরাহ করা হবে। বাপকোর সহযোগিতায় বাহরাইনের জাতীয় তেল ও গ্যাস কর্তৃপক্ষ নতুন এই পেট্রলপাম্প স্থাপন করবে।

সুপার ফুয়েলের পাশাপাশি বাহরাইনে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মুমতাজ (অকটেন ৯৫) ও জায়িদ (অকটেন ৯১) পাওয়া যাবে পেট্রলপাম্পে।

সরকার গত জানুয়ারিতে মুমতাজের দাম ৬০ শতাংশ বাড়িয়ে লিটারপ্রতি মূল্য নির্ধারণ করে ১৬০ ফিল। আর জায়িদের দাম ৬৫ দশমিক ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে লিটারপ্রতি মূল্য নির্ধারণ করে ১২৫ ফিল। সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা আওয়ালি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি প্রাইভেট কার ট্রাকের নিচে ঢুকে পড়ে। দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য বেঁচে গেছে বাহরাইনি দম্পতি। তবে গাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ● সৌজন্যে : ডেইলি ট্রিবিউন

বাহরাইনে নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যালোচনা

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনা ও অবকাঠামোর সুরক্ষার বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে সিভিল ডিফেন্স কাউন্সিল।

নিরাপত্তা নিয়ে ৪ মে কাউন্সিলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাইখ রশিদ বিন আবদুল্লাহ আল খলিফা।

বৈঠকে সাউদার্ন গভর্নরের অধীনে একটি বিশেষ কমিটি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নিরাপত্তা বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, সে বিষয়ে ওই কমিটি মূল্যায়ন করে পরামর্শ দেবে। আর সেই অনুযায়ী সিভিল ডিফেন্স কাউন্সিল এবং তাতুইর পেট্রোলিয়াম যৌথভাবে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রশাসনিক এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করবে। সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

নির্বাহী কমিটির সভায় এরশাদ-রওশনের কবিতা আবৃত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

এবার স্ত্রী রওশন এরশাদকে 'আলোর মৌমাছি' বলে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ। পরে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদও কবিতা আবৃত্তি করে শোনান স্বামীকে।

৫ মে সকালে এরশাদের বনানীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে জাপার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় স্বামী-স্ত্রীর এই কবিতা আবৃত্তির ঘটনা ঘটে। এর আগে গত ১ মে কাকরাইলে দলীয় এক সমাবেশে স্ত্রী রওশনের উপস্থিতিতে আনন্দে হৃদয় ভরপুর হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছিলেন এরশাদ।

৫ মে নির্বাহী কমিটির সভায় দলের সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ নিজের বক্তব্য দিয়ে আসন ছেড়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রওশনের হাত ধরে এরশাদ বলেন, 'কোথায় যাচ্ছ? আমি তোমার জন্য একটি কবিতা লিখেছি। কবিতাটা শোনো।'

এরপর 'আলোর মৌমাছি' নামে নিজের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে এরশাদ বলেন, 'রওশন আমার আলোর মৌমাছি।'

এরশাদের বক্তব্য শেষে রওশন বলেন, 'তিনি (এরশাদ) যেহেতু আমাকে কবিতা শুনিয়েছেন, আমিও তাঁকে একটি কবিতা শোনাব।'

রওশন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি পড়ে শোনান। এ সময় দলের উপস্থিত নেতা-কর্মীরা হাত নেড়ে দুজনকে অভিনন্দন জানান।

বক্তব্যে এরশাদ চলমান ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে সহিংসতার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, দলীয় প্রতীকে ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠানের কারণে সংঘাত গ্রাম পর্যায়ে চলে গেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থার এই নির্বাচনে অতীতে এত বিপুলসংখ্যক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

সভায় আরও বক্তব্য দেন জাপার কো-চেয়ারম্যান জি এম কাদের, মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য দেলোয়ার হোসেন খান, সাইদুর রহমান, আবুল কাশেম, এস এম ফয়সল চিশতী, ফখরুল ইমাম, সুনীল শুভ রায়, সোলাইমান আলম শেঠ, রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া প্রমুখ।

সুজনের সংবাদ সম্মেলনে বদিউল আলম মজুমদার

আমরা বিকৃত ইউপি নির্বাচন লক্ষ করছি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, 'আমরা বিকৃত ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচন লক্ষ করছি। নির্বাচনে সহিংসতা ও অনিয়মের পাশাপাশি বর্তমানে প্রকাশ্যে অস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অশনিসংকেত।'

সুজন সম্পাদক বলেন, শুধু নির্বাচনের দিনকে বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বললে হবে না। বরং নির্বাচনের আগে-পরে কী ঘটছে, নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হচ্ছে কি না এবং সবাই প্রার্থী হতে পারছে কি না ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ৫ মে বেলা ১১টায় সুজন আয়োজিত 'ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের হালচাল ও করণীয়' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে বদিউল আলম মজুমদার এ মন্তব্য করেন।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সুজন সভাপতি এম হাফিজউদ্দিন খান। উপস্থিত ছিলেন সুজন জাতীয় কমিটির সদস্য মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর এবং সুজন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

এম হাফিজউদ্দিন খান বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা ও অনিয়মের ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া চেয়ারম্যান পদে প্রায় ১৫০ জনের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ঘটেছে। এর মাধ্যমে খারাপ নির্বাচনের একটি নজির সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রথম ধাপ। তাই সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন, 'দলভিত্তিক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কারণে সহিংসতা ও অনিয়মের ঘটনা ঘটছে। তাই ভবিষ্যতে দলভিত্তিক নির্বাচন করা ঠিক হবে কি না, তা নিয়ে গণমাধ্যমে জোরালো আওয়াজ তোলা দরকার। কারণ, আমাদের দলগুলো এখনো দলভিত্তিক নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি।'

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন, 'শুধু আইন ও ক্ষমতা থাকলেই নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, কারা কমিশনে কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন এবং নিয়োগপ্রাপ্তরা সদিচ্ছা ও সাহস নিয়ে কাজ করছেন কি না, সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।'

সুজন নেতারা বলেন, 'আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০১৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'

লিখিত বক্তব্যে দিলীপ কুমার সরকার মনোনয়ন প্রদানে নারীদের উপেক্ষা করা সম্পর্কে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা বলে আসলেও বাস্তবে আমরা উল্টো চিত্রটি দেখতে পাই। প্রথম দুদফায় আওয়ামী লীগ মাত্র ১২ জন এবং বিএনপি মাত্র ৬ জনকে চেয়ারম্যান প্রার্থী করে।' এবারের নির্বাচনে এ পর্যন্ত ১৪ জন নারীর চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সহিংসতা দেশের ৭০৩টি ইউনিয়ন পরিষদে ৭ মে চতুর্থ ধাপের ভোট হয়। এ দিনও নির্বাচনে সহিংসতা, গোলাগুলি, প্রাণহানি, কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, ভোট বর্জন—সবই হয়েছে। ওই দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া দক্ষিণ ইউনিয়নের আবদুল্লাহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুই সদস্য পদপ্রার্থী সমর্থকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় এক পক্ষ ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেয়। পরে পুলিশ বাক্সটি উদ্ধার করে কেন্দ্রে নিয়ে যায়। ওই দিন সহিংসতায় ছয়জন নিহত হয় ● প্রথম আলো

জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদ নিয়ে খেলতে দেব না

সংসদে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার অপরাধীদের ছাড় দিচ্ছে না। দলীয় সাংসদেরা অপরাধ করলে তাঁদেরও বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে। তিনি বলেন, এ দেশে জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই। জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদ নিয়ে অনেকেই খেলতে চাইবে। কিন্তু সেই খেলা আমি খেলতে দেব না।'

৫ মে রাতে দশম জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে সংসদ নেতা এ কথা বলেন। তিনি বলেছেন, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের সম্পদ নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া যে তথ্য দিয়েছেন, তা মিথ্যা। ইতিমধ্যে জয় বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন সেই তথ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য। আশা করি, বিএনপি চেয়ারপারসন চ্যালেঞ্জের জবাব দেবেন।

বিদেশের আদালতে খালেদার দুই ছেলের ঘুষ-দুর্নীতি প্রমাণিত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আমার সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছি। চোরচোট্টা বানাইনি। মা হয়ে সন্তানের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ডিজিটাল শব্দটা জয়ের কাছ থেকে শেখা।

সংসদ নেতা বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় বিএনপি-জামায়াত জোট তাঁকে অনেকবার হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। এখন তারা জয়কে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। যুক্তরাষ্ট্রে জয়কে হত্যা ও অপহরণের ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এটা যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে প্রমাণিত। সাংবাদিক শফিক রেহমান ও *আমার দেশ* পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সেই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি নেতার ছেলে এফবিআই এজেন্টকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের মাটি সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। পৃথিবীর অনেক দেশে বোমা হামলায় অনেক লোক মারা যাচ্ছে। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাত-দিন পরিশ্রম করছে পরিস্থিতি ঠিক রাখতে। কেউ যেন জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত হতে না পারে, সে জন্য পরিবারের সদস্যদের ওপর নজরদারি করতে হবে। ভাড়াটেদের কোনো আচরণ সন্দেহজনক হলে পুলিশকে জানাতে হবে। তিনি বলেন, কে কী করছে তার বিচার আল্লাহ করবেন। মানুষকে বিচারের ভার দেওয়া হয়নি।

ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীকে অবৈধ ও সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট বিভাগ। ৫ মে দেওয়া এক রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, সংসদের মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের পদ্ধতি ইতিহাসের দুর্ঘটনামাত্র, যদিও এটা বিশ্বের কোনো কোনো দেশে বিদ্যমান।

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এই রায় ঘোষণা করেন। আদালত বলেছেন, সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক রাখার যে বিধান রয়েছে, এই সংশোধনী সেই বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ও ক্ষমতার পৃথককরণ নীতির পরিপন্থী, তাই এটি সংবিধানে ৭খ অনুচ্ছেদকেও আঘাত করে।

২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিল পাস হয়। এতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান বাদ দিয়ে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে আনা হয়। ওই বছরের ৫ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের নয়জন আইনজীবী এই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন।

রায় ঘোষণার শুরুতেই আদালত জানিয়ে দেন, এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে দেওয়া রায়। আদালতকক্ষে রায়ের অপারেটিভ অংশ পড়ে শোনানো হয়। এতে বলা হয়, বেশির ভাগ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রে আইনসভার মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণ করা হয় না। ৬৩ শতাংশ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রে অ্যাডহক ট্রাইব্যুনাল অথবা স্থায়ী শৃঙ্খলা পরিষদের মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণ করা হয়। অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রধান তিন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার পৃথক্‌করণ নীতি সমুন্নত রাখতে তারা এই পদ্ধতি বেছে নিয়েছে।

সংসদ সদস্যদের প্রসঙ্গে আদালত বলেন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সাংসদদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। সংসদে দলীয় অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা তাঁদের নেই। এমনকি যদি দলীয় সিদ্ধান্ত ভুলও হয়, তাহলেও নয়। তাঁরা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সাংসদেরা তাঁদের রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে জিম্মি। ষোড়শ সংশোধনী থাকলে বিচারপতিদের সাংসদ তথা রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে।

শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তি দিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ কয়েকটি উন্নত দেশে আইনসভার হাতে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা রয়েছে। রায়ে আদালত এ প্রসঙ্গে বলেন, ওই দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সাংসদদের মেলানো ঠিক হবে না। বাংলাদেশের আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে তাঁদের মৌলিক পার্থক্য আছে, কারণ তাঁরা দায়িত্ব পালনে স্বাধীন।

রায়ে বলা হয়, 'আমাদের দেশে যে অস্বাভাবিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি চলে আসছে, সেদিকে আমরা চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি না। প্রথমত, কোনো জাতীয় ইস্যুতে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য নেই। দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজ সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত।

তৃতীয়ত, যে দল ক্ষমতায় থাকবে, সেই দলের সব সময় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-ও থাকতে পারে।'

আইনসভার মাধ্যমে বিচারক অপসারণে শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়ায় সৃষ্টি হওয়া জটিলতার উদাহরণ টেনে আদালত রায়ে বলেন, ষোড়শ সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশেও একই ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এই মামলার অ্যামিকাস কিউরি ড. কামাল হোসেন বলেছেন, এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগকে হেয় করা হয়েছে এবং নাজুক অবস্থায় ফেলা হয়েছে। আদালতও এই মতের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তাই বিচারপতি অপসারণের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল উত্তম পদ্ধতি।

হাইকোর্ট রায়ে বলেন, এখন কোটি টাকা দামের প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ কি মনে করে যে ষোড়শ সংশোধনী বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করছে? জবাব অবশ্যই হ্যাঁ, মানুষ মনে করে এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রশ্নে মানুষের ধারণাকে ব্যাপক গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের ধারণা হচ্ছে, যদি বিচার বিভাগ স্বাধীন না হয়, তবে তারা টিকে থাকতে পারবে না। এই সংশোধনী বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থা নাড়িয়ে দিয়েছে। এতে জনস্বার্থ পিছিয়ে পড়বে, মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রায় আধা ঘণ্টায় রায় ঘোষণা শেষ করেন আদালত। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মোতাহার হোসেন। রিট আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ, সঙ্গে ছিলেন সঞ্জয় মণ্ডল।

গত বছরের ২১ মে হাইকোর্টে ষোড়শ সংশোধনী প্রশ্নে দেওয়া রুল শুনানি শুরু হয়েছিল, গত ১০ মার্চ তা শেষ হয়। রুল শুনানিতে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে চারজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর মতামত নিয়েছেন হাইকোর্ট। তাঁরা হলেন ড. কামাল হোসেন, এম আমীর-উল ইসলাম, রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও আজমালুল হোসেন কিউসি। তখন শারীরিক অসুস্থতার জন্য জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মাহমুদুল ইসলাম আদালতে তাঁর মত দিতে পারেননি। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে তিনি মারা যান।

সংক্ষুব্ধ রাষ্ট্রপক্ষ : রায় ঘোষণা শেষে বিকেলে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'হাইকোর্টের রায়ে আমরা সংক্ষুব্ধ। আমরা আদালতের কাছে আপিল সার্টিফিকেট (সরাসরি আপিল করার অনুমতি) চেয়েছি, আদালত অনুমতি দিয়েছেন। তবে রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য আমরা চেম্বার জজের কাছে আবেদন করব।'

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, এই রায়ের ফলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনরুজ্জীবিত হয় না।

সংসদের মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের পদ্ধতি ইতিহাসের দুর্ঘটনামাত্র—আদালতের এ পর্যবেক্ষণের বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'সংবিধানের যেকোনো সংশোধনীকে আদালত অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন, কিন্তু মূল সংবিধানের কোনো বিধানকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন না।'

অবশ্য রিট আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ দাবি করেছেন, এই রায়ের ফলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণ পদ্ধতি বহাল হলো। রায়ের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'গত দেড় বছর ধরে আমরা যেখানে আটকে ছিলাম, কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেওয়া যেত না, সেই অচলাবস্থা দূর হয়ে গেল। এখন ইচ্ছা করলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

অপসারণের ক্ষমতা তিনবার বদল : সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণের বিধানে এ পর্যন্ত তিনবার পরিবর্তন করা হয়েছে। বাহাত্তরের সংবিধানে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা ছিল সংসদের হাতে। সংবিধানের ৯৬ (২) অনুচ্ছেদে বলা ছিল, প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের ভোটে সমর্থিত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণ করা যাবে। আর ৯৬ (৩) অনুচ্ছেদে বলা ছিল, অপসারণের প্রস্তাব-সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তবে ওই অনুচ্ছেদ অনুসারে আইন আজ পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত একটি আইনের খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে ৯৬ (২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সরাসরি রাষ্ট্রপতির হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। আর ৯৬ (৩) অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়।

১৯৭৭ সালে বিচারকদের অপসারণের পদ্ধতিতে আবার পরিবর্তন আসে। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের এক সামরিক আদেশে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে দেওয়া হয়। এরপর ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এই বিধান সংবিধানে ঢুকে যায়। ২০১০ সালে আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করলেও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে অনুমোদন দিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাহাত্তরের সংবিধানের অনেক বিষয় ফিরিয়ে আনা হলেও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বাদ পড়েনি। সর্বশেষ ষোড়শ সংশোধনীতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বাদ দিয়ে বাহাত্তরের সংবিধানের ৯৬ (২) ও (৩) অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে আনা হয়।

নিজামীর ফাঁসি বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মতিউর রহমান নিজামী

- পূর্ণাঙ্গ রায় বা সংক্ষিপ্ত আদেশ শিগগিরই কারাগারে যাবে
- প্রাণভিক্ষা না চাইলে সরকারের নির্ধারিত দিনে দণ্ড কার্যকর

ফাঁসির সাজাই বহাল থাকল একাত্তরের ভয়ংকর খুনে আলবদর বাহিনীর নেতা মতিউর রহমান নিজামীর। ৫ মে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাঁর ফাঁসির রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন খারিজ করেছেন। একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা এবং গণহত্যা, হত্যা ও ধর্ষণের দায়ে জামায়াতে ইসলামীর আমির নিজামীর ফাঁসির সাজা বহাল রেখেছিলেন আপিল বিভাগ।

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নিজামীর বিরুদ্ধে মামলার চূড়ান্ত এই রায় ঘোষণা করেন। প্রধান বিচারপতি মাত্র এক শব্দের আদেশে বলেন, 'ডিসমিসড'। এই বেঞ্চের অপর সদস্যরা হলেন বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী।

রায় ঘোষণার পর অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, খুব শিগগির হয়তো রিভিউয়ের পূর্ণাঙ্গ রায় বা সংক্ষিপ্ত আদেশ কারাগারে পৌঁছে যাবে। তখন কারা কর্তৃপক্ষ নিজামীকে রায় পড়ে শোনাবে এবং জানতে চাইবে তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করবেন কি না। যদি তিনি প্রাণভিক্ষা চান, তাহলে কারা কর্তৃপক্ষ সে অনুসারে ব্যবস্থা নেবে। আর যদি তিনি প্রাণভিক্ষা না চান, তাহলে সরকারের নির্ধারিত দিনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'এর আগেও আমি দু-একটি মামলায় সংক্ষিপ্ত আদেশ চেয়েছিলাম। কিন্তু আদালত তা না দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রায় দিয়েছেন। তাই এবার আর আমি সংক্ষিপ্ত আদেশ চাইনি। তবে সংক্ষিপ্ত আদেশ গেলেও রায় কার্যকর করা যাবে।'

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সচিবালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেছেন, একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আগের রায়গুলো যেভাবে কার্যকর করা হয়েছে, মতিউর রহমান নিজামীর ক্ষেত্রে তেমনটাই হবে। তিনি বলেন, এখন আইনের একটাই ধাপ বাকি। ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি চাইলে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে পারেন।

আপিল বিভাগ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে নিজামীকে বলা হয়েছে একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নকশাকার। ২০০০ সালে সেই নিজামীই হন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দল জামায়াতের প্রধান বা আমির। এমনকি বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে (২০০১-০৬) তিনি প্রথমে কৃষি ও পরে শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। এ নিয়ে ট্রাইব্যুনাল রায়ে বলেছিলেন, নিজামীকে এ দেশের মন্ত্রী করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও সম্ভ্রমহারা ২ লাখ নারীর গালে চড় মারা হয়েছে। এটা জাতির জন্য লজ্জা, অবমাননা।

নিজামী চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায়ও মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়েছেন। ২০১৪ সালের ৩০ জানুয়ারি চট্টগ্রামের মহানগর দায়রা জজ আদালত ওই রায় দেন। ওই মামলা এখন হাইকোর্টে বিচারাধীন।

এ নিয়ে জামায়াতের চারজন শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বিচারের শেষ ধাপ পার হলো। এর আগে রিভিউ আবেদন খারিজের পর দলটির সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, দুই সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতে রিভিউ খারিজের পর ফাঁসি হয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের (সাকা) চৌধুরীর। আপিলে জামায়াতের নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আমৃত্যু কারাদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের রিভিউ শুনানি এখনো হয়নি।

তিন অভিযোগে ফাঁসি বহাল : ২০১৪ সালের ২৯ অক্টোবর ট্রাইব্যুনাল নিজামীর বিরুদ্ধে মামলার রায় দেন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযোগের মধ্যে আটটি প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে চারটি অভিযোগে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।

এই রায়ের বিরুদ্ধে নিজামীর আপিলের রায় ঘোষণা হয় চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি। আপিলে আরও তিনটি অভিযোগ থেকে নিজামী খালাস পান। পাঁচটি অভিযোগে তাঁকে ট্রাইব্যুনালের দেওয়া দণ্ড বহাল রাখেন আপিল বিভাগ, এর মধ্যে তিনটিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এগুলো হলো পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার রূপসী, বাউসগাড়ি ও ডেমরা গ্রামের ৪৫০ জনকে নির্বিচার হত্যা ও ধর্ষণ, ধুলাউড়ি গ্রামে ৫২ জনকে হত্যা এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা। বাকি দুটি অভিযোগে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন সর্বোচ্চ আদালত।

'প্রাণভিক্ষার আবেদন নিজস্ব সিদ্ধান্ত' : রায়ের পর এক প্রশ্নের জবাবে নিজামীর আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, নিজামী রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবেন কি না, তা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। তিনিই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

ফাঁসির রায় বহাল থাকা প্রসঙ্গে খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, 'সর্বোচ্চ আদালতের রায় সবাইকে মানতে হবে। রিভিউ আবেদন খারিজ হওয়া নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই। তবে এ বিচার ঠিক ছিল কি না, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা পর্যালোচনা করবে।' আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এই আইনে ফৌজদারি কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইন কার্যকর নয়। এখানে শোনা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার করতে হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে আদালতের কিছু করার থাকে না।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে করা এক মামলায় ২০১০ সালের ২৯ জুন নিজামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই বছরের ২ আগস্ট তাঁকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

প্রথম আলোর **গাজীপুর প্রতিনিধি** জানান, নিজামী বর্তমানে গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২-এর কনডেম সেলে বন্দী। ওই কারাগারের জেলার মো. নাশির আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, নিজামী দুপুরে তাঁর কাছে থাকা এক ব্যান্ডের রেডিওর মাধ্যমে রিভিউ আবেদন খারিজ হওয়ার খবর শুনেছেন। রায় শোনার পর তাঁকে একটু চিন্তিত ও বিচলিত মনে হয়েছে।

সেলাই দোকান থেকে বুটিকস হাউস

সুমনকুমার দাশ, সিলেট ●

সময়টা ১৯৮২ সাল। বয়স তখন ১৪। সে বয়সেই বিয়ে হয় সুনামগঞ্জ পৌর শহরের ষোলঘর এলাকার বাসিন্দা ফরিদা আলমের। ১৯৯০ সালে স্বামীর চাকরির সুবাদেই সিলেট শহরে আসেন ফরিদা। স্বামী সরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে কেয়ারটেকার কাম উচ্চমান সহকারী পদে চাকরি করতেন। বাসা ভাড়া আর খাওয়াদাওয়ার ব্যয় হয়ে যেত প্রায় সব। ফলে সংসারে টানাটানি লেগেই ছিল।

স্বামীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা আর সামাজিক কুসংস্কারের কারণে ফরিদার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি বাড়ির বাইরে গিয়ে কাজের সন্ধান করতে পারতেন না। পড়াশোনা যে খুব একটা করেছেন, তা-ও নয়। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাই বিকল্প চিন্তা থেকেই তিন মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে সিলেট শহরের সোবহানীঘাট এলাকার ভাড়া বাসায় একটি অস্থায়ী টেইলার্সের ব্যবসা দেন। প্রথম দিকে তিনি পাড়া-প্রতিবেশীর কাপড় সেলাই করতেন। ভালো কাজের জন্য এ সময় অনেকে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে ব্যবসা বড় করার পরামর্শ দেন।

আর্থিক অসংগতির কারণে ফরিদার ব্যবসা বড় করা তো দূরের কথা, ভালোভাবে দুই ছেলের পড়াশোনাই সামলাতে পারছিলেন না। তবে তিনি দমে যাননি। বাজারের খরচ থেকে অল্প অল্প করে টাকা বাঁচিয়ে ২০০২ সালের দিকে নগরের উপশহর এলাকার সামাদ ম্যানশনের নিচতলায় প্রতিষ্ঠা করেন 'মোনালিসা লেডিস টেইলার্স অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার'। তখন পুঁজি ছিল মাত্র ২০ হাজার টাকা। একটি মেশিন কিনে ফরিদার ব্যবসায়িক যাত্রা শুরু হলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘোরে। পসার বাড়ে তাঁর ব্যবসার। ২০১২ সালের দিকে প্রতিষ্ঠা করেন 'মোনালিসা বুটিকস' নামের আরেকটি দোকান। এখন তাঁর অধীনেই কর্মসংস্থান হয়েছে আরও ২০ জনের।

ফরিদার সংসারে এখন সুখ আছে। উপার্জনের টাকায় ২০১১ সালে একটি প্রাইভেট কার ক্রয় করেন এবং ২০১২ সালে শহরতলির খাদিমনগর এলাকায় ১০ শতাংশ জায়গাও কেনেন তিনি। তবে ফরিদা কেবল নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েই দায়িত্ব শেষ মনে করেননি। তিনি সহায়হীন নারীদের সমাজে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। কোনো ধরনের টাকা ছাড়া নিজে অন্তত তিন শতাধিক দুস্থ ও দরিদ্র নারীদের টেইলার্স ও বুটিকের প্রশিক্ষণ দেন। এ প্রশিক্ষণ পেয়ে অনেকে এখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর এখান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে দুবাই, সৌদি আরব, কুয়েতসহ বিভিন্ন দেশে ১১ জন তরুণ কাজ করে চলেছেন।

ফরিদা এখন বাংলাদেশ উইমেন্স চেম্বার অব কমার্সের সিলেট বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২০১৩ সালে ঢাকার 'সংশপ্তক' নামের একটি সংগঠনের পক্ষথেকে 'উদ্যোক্তা-সম্মাননা' অর্জন করেছেন। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ উইমেন্স চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক 'বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা' ঘোষিত হন। ২০১৪ সালে উপজেলা পর্যায়ে সিলেট সদর থেকে 'শ্রেষ্ঠ জয়িতা' পদকেও ভূষিত হন।

ফরিদা আলম বলেন, 'ব্যবসা শুরুর দিকে শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ বিষয়টি ভালোভাবে নেননি। তাঁরা বাড়ির বউকে ঘরের বাইরে কাজ না করার পরামর্শ দেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন আর্থিকভাবে আমি লাভের মুখ দেখতে থাকি, সংসারে শান্তি ফিরতে থাকে, তখন তাঁরাও আমাকে উৎসাহ দেন। এখন তো বড় ছেলে পড়াশোনা শেষ করে চাকরিবাকরি করে আমার কাজে সহায়তা করছে। ছোট ছেলে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে পড়ছে। স্বামী মো. শামসুল আলম ২০০৯ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সার্বক্ষণিক আমাকে সহায়তা করছেন। আমার সংসার এখন সুখ-শান্তিতে টইটম্বুর।'

নিজের প্রতিষ্ঠানে অন্যদের কাজ দেখিয়ে দিচ্ছেন ফরিদা আলম ● ছবি : আনিস মাহমুদ

সংক্ষেপ

রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর বেতন দ্বিগুণ হলো

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বেতন-ভাতা বাড়াতে ৪ মে সংসদে বিল পাস হয়েছে। বিলে ভাতা বর্তমানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। বিল দুটি আইনে পরিণত হলে রাষ্ট্রপতির বেতন ১ লাখ ২০ হাজার এবং প্রধানমন্ত্রীর ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা হবে। সংসদ কাজে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী দ্য প্রেসিডেন্টস (রেমুনারেশন অ্যান্ড প্রিভিলেজ) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৬ ও দ্য প্রাইম মিনিস্টারস (রেমুনারেশন অ্যান্ড প্রিভিলেজ) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৬ সংসদে উত্থাপন করেন। উত্থাপনের পর বিল দুটি কণ্ঠভোটে পাস হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রপতির বেতন ৬১ হাজার ২০০ এবং প্রধানমন্ত্রীর বেতন ৫৮ হাজার ৬০০ টাকা।
● নিজস্ব প্রতিবেদক

'পুরুষ দিবস দেখব কবে'?

'১০০ বছর হয়ে গেছে, এখনো নারী দিবস পালন করে যাচ্ছি। সেদিন কবে আসবে, যেদিন পুরুষ দিবস দেখতে পাব।' ৫ মে দশম সংসদের দশম অধিবেশনের সমাপনী দিনে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেছেন সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ। বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, প্রতিবছর নারী দিবস পালন করা হচ্ছে। নানান পরিকল্পনা ও ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুই বাস্তবায়ন হয় না। এখনো নারীদের যৌতুকের জন্য প্রাণ দিতে হচ্ছে। যৌতুকের বিরুদ্ধে আইন আছে। কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। নারীরা শ্বশুরবাড়িতে নারী-পুরুষ সবার দ্বারাই নির্যাতিত হচ্ছেন। ● নিজস্ব প্রতিবেদক

নাম পরিবর্তন

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এর নতুন নাম হয়েছে নৌপরিবহন অধিদপ্তর। ৫ মে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে বলা হয়, প্রশাসনিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২৮ এপ্রিল এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এই প্রজ্ঞাপনে 'মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট'-এর ইংরেজি নাম 'মার্কেন্টাইল মেরিন অফিস' ও বাংলা নাম 'নৌ-বাণিজ্য দপ্তর' করা হয়েছে।
● নিজস্ব প্রতিবেদক

গাছে থোকা থোকা লটকন ধরেছে। সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় এটিকে 'ভুবি' বলা হয়। লটকনের গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত এক বাগানমালিক। মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার বাছিরপুর গ্রাম থেকে ৭ মে সকালে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

সাংসদের কর্মিসভায় বোমা

রাজবাড়ীতে আওয়ামী লীগের কর্মিসভায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। এতে রাজবাড়ী-১ আসনের সাংসদ ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী কেরামত আলীসহ সাতজন আহত হয়েছেন। ৫ মে রাতে সদর উপজেলার মূলঘর উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা জানিয়েছেন, ওই স্কুলে রাত আটটার দিকে কর্মিসভার কার্যক্রম শুরু হয়। কেরামত আলীর বক্তব্য শেষে মঞ্চের দিকে একটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বিস্ফোরণে সাংসদ কেরামত আলী সামান্য আহত হন। এ ছাড়া স্থানীয় বাসিন্দা মহিদ মোল্লা, মোস্তাফিজুর রহমান, কাইয়ুম মোল্লাসহ আরও পাঁচজন আহত হন।
● রাজবাড়ী প্রতিনিধি

প্রার্থী ঠিক করলেন গ্রামবাসী

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে সদস্য প্রার্থী ঠিক করেছেন গ্রামবাসী। ৬ মে উপজেলার উয়ার্শী ইউনিয়নের এক নম্বর ওয়ার্ডের নতুন কহেলা গ্রামবাসীর উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশে এ ভোট হয়। গ্রামবাসী জানান, ওই ইউনিয়নে নুতন কহেলা, নবগ্রাম ও নাগরপাড়া গ্রাম নিয়ে এক নম্বর ওয়ার্ড গঠিত। এবার ওয়ার্ডটির সদস্য নির্বাচনে অংশ নিতে প্রতিটি গ্রামেরই দুজন করে প্রার্থী হয়েছেন। দুজন প্রার্থী থাকায় ২৫ বছর ধরে ওই গ্রাম থেকে ইউপি সদস্য নির্বাচিত হননি। এ কারণে এবারে নির্বাচনে একজন প্রার্থী ঠিক করতে গ্রামবাসী ভোট গ্রহণের ব্যতিক্রম এই উদ্যোগ নেন। এতে গ্রামটির সেবামূলক সংগঠন নতুন কহেলা সবুজ সংঘের সদস্যরা সহযোগিতা করেন। আগামী ২৮ মে পঞ্চম ধাপে মির্জাপুরের আটটি ইউপিতে নির্বাচন হবে।
● মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

হুইলচেয়ারে ব্যবসা

তাজুল ইসলামের দুটি পা নেই। তাই হুইলচেয়ারে চলাফেরা করেন। তবে ভিক্ষা করেন না। শারীরিক প্রতিবন্ধিতাকে জয় করে তিনি ব্যবসা করছেন। এখন চলছে আমসহ নানা ফলের মৌসুম। পাহাড়ি বাগান থেকে কিনে তিনি বিক্রি করেন সীতাকুণ্ড বাজারে। এভাবে ব্যবসা করে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছেন তিনি। ৭ মে সীতাকুণ্ড পৌর বাজার থেকে ছবিটি তোলা ● প্রথম আলো

চতুর্থ দফা ইউপি নির্বাচন শেষে মোট নিহত ৬৩

প্রাণহানি থামছেই না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে প্রাণহানি থামছেই না। ৭ মে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ধাপের নির্বাচনেও সহিংসতা, গোলাগুলি, প্রাণহানি, কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, ভোট বর্জন—সবই হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিহত হয়েছেন ছয়জন।

এর মধ্যে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ও নরসিংদীর রায়পুরায় কেন্দ্র দখল করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় মারা যান দুজন। রাজশাহীর বাগমারায় সরকারি দলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে পুলিশ গুলি ছোড়ে। এতে দুজন মারা যান। ঠাকুরগাঁওয়ে সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান একজন। আর গাইবান্ধায় পুলিশ-বিজিবির সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন একজন।

গত ২২ মার্চ প্রথম দফার ইউপি নির্বাচন শুরুর পর থেকে ৭ মে পর্যন্ত নির্বাচনী সহিংসতায় ৬৩ জনের প্রাণহানি ঘটল। এর মধ্যে ২২ মার্চ নিহত হয়েছিল পাঁচজন। চতুর্থ ধাপের নির্বাচনে সারা দেশে ৭০৩টি ইউনিয়নের ৬ হাজার ৭২৭টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয়।

প্রথম আলোর প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে দেখা যায়, ৭ মে সব জেলাতেই ভোট গ্রহণের সময় কম-বেশি সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বেশি সংঘর্ষ হয়েছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, ঠাকুরগাঁও, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, শেরপুর, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, মেহেরপুর ও কুড়িগ্রামে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন সহস্রাধিক। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে পুলিশ ও নির্বাচনী কর্মকর্তারাও আছেন। মূলত কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান ও প্রভাব বিস্তারের জের ধরেই সংঘর্ষের সূত্রপাত। আর এতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিয়েছেন সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা। প্রায় সব জেলাতেই নৌকার পক্ষে প্রকাশ্যে সিল মারার ঘটনা ঘটেছে। রাতেই বাক্স ভরে রাখার কারণে চেয়ারম্যানের ব্যালট ফুরিয়ে যায় কিছু কিছু কেন্দ্রে। অনেক স্থানে ভোটারদের চেয়ারম্যান প্রার্থীর ব্যালট না দিয়ে শুধু সদস্যপদের ব্যালট দেওয়ারও ঘটনা ঘটেছে।

প্রথম দুই পর্বে বিপুল প্রাণহানির পর তৃতীয় পর্বের ভোটের আগে সরকারি দল আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনে গিয়ে শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণে কঠোর অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানায়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ ৭ মে দুপুরে দাবি করেন, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হচ্ছে। সব দল এতে অংশ নিচ্ছে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেছেন, নির্বাচন যেভাবে হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে নির্বাচন শব্দটি গালি হয়ে যাচ্ছে।

নিহত ছয়: রাজশাহীর বাগমারার আউচপাড়া ইউনিয়নের হাটগাঙ্গোপাড়ায় আওয়ামী লীগের মিছিলে পুলিশ গুলিতে দুজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নিহত ব্যক্তির নাম সিদ্দিকুর রহমান (৩০) ও রায়হান আলী (৪৫)। এ ঘটনায় পুলিশসহ কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের সময় আওয়ামী লীগের প্রার্থীর লোকজন ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এ সময় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীসহ চারটি বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়।

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নে উত্তর চান্দলা বাজারে দুই সদস্য প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে তাপস চন্দ্র দাশ (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানায়, সাধারণ সদস্য প্রার্থী মোরগ প্রতীকের রেজাউল করিমের অনুসারীদের সঙ্গে চাপকল প্রতীকের সুলতান আহমেদের অনুসারীদের ভোট দেওয়া নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। একপর্যায়ে ঘটনাস্থলেই তাপসের মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ি উত্তর চান্দলা গ্রামে।

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পাড়িয়া ইউনিয়নের তালডাঙ্গা মাদ্রাসা কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে সদস্য প্রার্থী গিয়াস উদ্দিন ও শাহ আলমের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় পুলিশ গুলি ছুড়লে মাহবুব আলম (২৮) নামের এক যুবক মারা যান।

নরসিংদীর রায়পুরার পাড়াতলী ইউনিয়নের মধ্যনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগের মনোনীত ও বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে হোসেন আলী (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। তিনি আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী জাকির হোসেনের সমর্থক। তাঁর বাড়ি মধ্যনগর গ্রামে।

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন লেবু মিয়া (৪০) নামের এক ব্যক্তি। তাঁর বাবার নাম আবদুল কাদের। বাড়ি দামদাড়ি গ্রাম।

নিরাপদ আবাসন

শেষ পৃষ্ঠার পর

সময় নিয়মিত পরিদর্শনের আওতায় থাকবে। সেই পরিদর্শনের জন্য সব সময় পরিদর্শকেরা থাকবেন।

বাহরাইনের শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান আলী মাক্কি বলেন, পরিদর্শকদের দক্ষতা ও মান বাড়ানো হবে। শ্রমিক নিয়োগকারী, শ্রমিক, ব্যবস্থাপকদের নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেখানে তুলে ধরা হবে কীভাবে নিরাপদ আবাসন একজন শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এ ছাড়া সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে। আসন্ন রমজানের পর হবে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ।

নতুন এই প্রচারাভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন শ্রম এবং সামাজিক উন্নয়নমন্ত্রী জামিল হুমাইদান।

ফেব্রুয়ারিতে জিডিএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাহরাইনে কর্মরত দেড় লাখ প্রবাসী শ্রমিকের মধ্যে মাত্র তিন হাজার শ্রমিক নিবন্ধিত শ্রমিক শিবিরগুলোতে থাকেন।

নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান আলী মাক্কি বলেন, শ্রমিক শিবিরগুলোতে যে অভিযোগগুলো বেশি পাওয়া যায় তা হলো, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিভিন্ন বয়সীদের এক সঙ্গে রাখা, কোনো কোনো কক্ষে ১০ জনেরও বেশি শ্রমিককে গাদাগাদি করে রাখা ইত্যাদি। তিনি বলেন, নতুন আরেকটি অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে নারী-পুরুষ শ্রমিককে একই ভবনে রাখা। তিনি বলেন, নারী-পুরুষ কর্মীকে একই ভবনে রাখা যাবে কি না, এ বিষয়ে আইনে সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই। তবে আমাদের সংস্কৃতি হলো নারীদের আলাদা প্রাইভেসি দরকার। সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

চা ক রি র খোঁ জ

কাতারে কাজের খবর

বিক্রয় নির্বাহী
খাবারসামগ্রী মোড়কজাত করার জিনিসপত্র উৎপাদনকারী একটি কারখানার জন্য কয়েকজন বিক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। যোগ্যতা : কাতারের বাজারে (রেস্তোরাঁ ও হোটেল) কাজ করার অভিজ্ঞতা (কমপক্ষে এক বছর); কাতারি লাইসেন্সধারী; স্পনসরশিপ বদল। ই-মেইল করুন : jobs.qatar987@gmail.com। ফোন : ৭৭৭৭১৩৮১। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

গাড়িচালক
এশীয় গাড়িচালক আবশ্যক। ফোন : ৩৩৩৫৫৩০৭। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

ইঞ্জিনিয়ার/প্রকল্প ব্যবস্থাপক/অন্যান্য
একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্টিল কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য সিনিয়র এস্টিমেটর (কোড এস), সেলস মার্কেটিং ইঞ্জিনিয়ার (কোড এম), কিউএ/কিউসি ইঞ্জিনিয়ার (কোড কিউ), সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিস ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক (কোড পি) আবশ্যক। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট খাতে ন্যূনতম পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা; ড্রাইভিং লাইসেন্স; স্থানান্তরযোগ্য ভিসা। কোড এসভুক্ত চাকরির ক্ষেত্রে কর্মস্থল হবে দুবাই। প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখ করে জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : bslhr.reception@gmail.com। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

গাড়িচালক
চাকরির আইডি : ১৩৩৫। পদ : হালকা যানের চালক (নির্মাণ খাত)। যোগ্যতা : জিসিসিতে কাজের অভিজ্ঞতা এবং কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.qatarjobmarket.com।

মোটরবাইক ডেলিভারি ড্রাইভার
চাকরির আইডি : ১৫৯৪। যোগ্যতা : এমন একজন ব্যক্তি, যিনি চমৎকার সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; বন্ধুবাৎসল্য এবং দলভুক্ত হয়ে কাজ করার দক্ষতা। কাতারি মোটরবাইক লাইসেন্স ও বর্তমানে কাতারে বসবাসরত। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.qatarjobmarket.com।

গাড়িচালক
চাকরির আইডি : ১৬০৬। পদ : সরবরাহকারী গাড়িচালক। প্রত্যাশিত যোগ্যতা : সরবরাহকারী গাড়িচালক হিসেবে কাজের প্রমাণিত অভিজ্ঞতা; বৈধ পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স; ইংরেজি বলতে পারদর্শিতা; সাংগঠনিক ও সময় ব্যবস্থাপনার চমৎকার দক্ষতা ও চালক হিসেবে ভালো রেকর্ড। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.qatarjobmarket.com।

জেনারেল মেইনটেন্যান্স সুপারভাইজার
চাকরির আইডি : ১০৩৯। পদ : জেনারেল মেইনটেন্যান্স সুপারভাইজার। যোগ্যতা ও দক্ষতা : কাজের তত্ত্বাবধান, কর্মী ব্যবস্থাপনা, গ্রাহকসেবা, কৌশলগত পরিকল্পনা, বাজেট তৈরি, ইলেকট্রনিকস ট্রাবলশ্যুটিং, কারিগরি নেতৃত্ব, সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা, দলভিত্তিক কাজ ও কাজের বিষয়ে জ্ঞান। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.qatarjobmarket.com।

হেয়ার ড্রেসার
চাকরির আইডি : ৫৭৮। শিশু ও পুরুষদের জন্য একটি সেলুনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হেয়ার ড্রেসার (নারী ও পুরুষ) আবশ্যক। একই কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.qatarjobmarket.com।

বিক্রয় নির্বাহী
চাকরির আইডি : ১৪৩৫। যোগ্যতা : নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীই আবেদন করতে পারবেন; প্রিন্টিং শিল্প/বিজ্ঞাপনশিল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা। কাতারের বাজার সম্পর্কে জ্ঞান; বৈধ জিসিসি ড্রাইভিং লাইসেন্স; ইংরেজি ও আরবি অনর্গল বলতে পারদর্শী; স্থানান্তরযোগ্য ভিসা; বর্তমানে কাতারে থাকলে অগ্রাধিকার। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.qatarjobmarket.com।

ওয়েটার/ওয়েট্রেস
চাকরির আইডি : ১০৬৭। পদ : আরবি/ইংরেজি ভাষাভাষীর ওয়েটার বা ওয়েট্রেস। কাজের ধরন : আরবি ভাষাভাষীর গ্রাহকদের কাছ থেকে খাবারের অর্ডার গ্রহণ করা। কাজের সময় : দুপুর থেকে রাত নয়টা (মঙ্গলবার বন্ধ)। প্রত্যাশিত যোগ্যতা : উপস্থাপন ও আন্তব্যক্তিক দক্ষতা; স্বাস্থ্য সনদধারী। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.qatarjobmarket.com।

গাড়িচালক
চাকরির আইডি : ১৬৪০। পদ : হালকা যানের চালক (পরিবহন খাত)। যোগ্যতা : কাতারে গাড়ি চালনার অভিজ্ঞতা এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ও সনদ। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.qatarjobmarket.com।

অফিস সেক্রেটারি/ প্রোডাকশন সুপারভাইজার
কাতারভিত্তিক একটি বহুজাতিক কোম্পানির জন্য অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর/সেক্রেটারি ও প্রোডাকশন সুপারভাইজার (মার্বেল শাখা) আবশ্যক। প্রথম পদের যোগ্যতা : কাতারে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা; দোভাষী (ইংরেজি/আরবি); চাপের মধ্যে কাজ করার মানসিকতা। দ্বিতীয় পদের যোগ্যতা; মার্বেল উৎপাদন ও কর্মীদের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা; ন্যাচারাল স্টোন বিষয়ে ন্যূনতম তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা; উপস্থাপনা ও যোগাযোগের দক্ষতা; চাপের মধ্যে কাজ করার মানসিকতা। স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : usc_qatar@unitedsuppliesqatar.com। ফ্যাক্স : ৪৪৬৮৫৩৯৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

অনুবাদক/ডেটা অ্যানালিস্ট/অন্যান্য
একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য চারজন সেক্রেটারি (ইংরেজি/আরবি), পাঁচজন অনুবাদক (ইংরেজি/আরবি), পাঁচজন ডেটা অ্যানালিস্ট, তিনজন ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার, পাঁচজন কাস্টমার সার্ভিস সুপারভাইজার ও সাতজন কাস্টমার সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর আবশ্যক। প্রার্থীদের ব্যবসা/আতিথেয়তা/পর্যটন/ব্যবস্থাপনা/স্বাস্থ্যসেবা প্রশাসন বিষয়ে ন্যূনতম ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ২ থেকে ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতাধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : hrcepro@gmail.com। ফোন : ৪৪৩৫৭৪৪৮, ৭৭৩৫৭৪৪৮, ৭৭৯৫৮০৬৪। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
ভারী যানের চালক আবশ্যক। কাতারি লাইসেন্স এবং অনাপত্তিপত্র (এনওসি) বা স্থানান্তরযোগ্য ভিসা থাকতে হবে। ই-মেইল : hrd.eme@gmail.com। ফোন : ৩৩৬৯৭২৮২। সূত্র : গালফ টাইমস।

ব্যবস্থাপক/বিপণন নির্বাহী
একটি শীর্ষস্থানীয় কন্ট্রাকটিং ও ট্রেডিং কোম্পানির জন্য অপারেশন ম্যানেজার/বিজনেস ডেভেলপমেন্ট (ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড এবং একই খাতে ন্যূনতম পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা), বিপণন নির্বাহী (এইচভিএসি মেইনটেন্যান্স বিক্রির কাজের অভিজ্ঞ), এইচভিএসি ফোরম্যান, এইচভিএসি টেকনিশিয়ান, গাড়িচালক কাম সহকারী, ফ্রন্ট অফিস (নারী) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : manzurali@hayatreal.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

স্থপতি/ইঞ্জিনিয়ার
একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্ট ফার্মের জন্য জরুরি ভিত্তিতে স্থপতি (ইউপিডিএ গ্রেড এ অথবা বি) এবং সিভিল/স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার (ইউপিডিএ গ্রেড এ অথবা ববি) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : amehr2016@yahoo.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
কয়েকজন করে ভারী ও হালকা যানের চালক আবশ্যক। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ইংরেজিতে দক্ষতা থাকতে হবে। ই-মেইল : m.ramsheed@starksecurity.qa। ফোন : ৫৫৬৮৯৮৫৩। সূত্র : গালফ টাইমস।

শ্রমিক/গাড়িচালক/অন্যান্য
এশীয় শ্রমিক (ইনসুলেশনে অভিজ্ঞ), গাড়িচালক, কর্মী (ওয়াটার প্রুফিংয়ে অভিজ্ঞ) ও ফোরম্যান (ওয়াটার প্রুফিংয়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতা) আবশ্যক। ফোন : ৩৩৩৯৯৭০৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয়কর্মী/গাড়িচালক/অন্যান্য
ব্রাডমা গ্রুপের জন্য জরুরি ভিত্তিতে অটোমোবাইলের যন্ত্রাংশ বিক্রয়কর্মী, হালকা ও ভারী যানের চালক, ডেন্টিং অ্যান্ড পেইন্টিং স্পেশালিস্ট এবং অটোমোবাইল ইলেকট্রিশিয়ান ও মেকানিক আবশ্যক। তিন বছরের অভিজ্ঞতা ও এনওসি থাকতে হবে। ই-মেইল : hr.bradma@gmail.com। ফোন : ৩১৪০২০৫৬। সূত্র : গালফ টাইমস।

মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান
জরুরি ভিত্তিতে মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান ও ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান আবশ্যক। স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও পাম্পিং স্টেশনে ন্যূনতম তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : hr@wbqatar.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

এসি টেকনিশিয়ান/অটো কম্পিউটার ইলেকট্রিশিয়ান
একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি মার্সিডিজ বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোসের জন্য এসি টেকনিশিয়ান এবং অটো কম্পিউটার ইলেকট্রিশিয়ান খুঁজছে। সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল : mostafa.qgs@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

এসি মেকানিক
একটি নেতৃস্থানীয় ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে এসি মেকানিক আবশ্যক। যোগ্যতা : এইচভিএসি ডিপ্লোমা; তিন বছরের অভিজ্ঞতা; স্থানান্তরযোগ্য ভিসা; এনওসি। ই-মেইল : fmq.recruitment@gmail.com। ফোন : ৪৪১৩০৫৬৭। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/ফোরম্যান/অন্যান্য
ছয়জন স্টিল ফেব্রিকেটর, দুজন ফোরম্যান ওয়েল্ডার, চারজন ভারী যানের চালক ও পাঁচজন হালকা যানের চালক আবশ্যক। এনওসি থাকতে হবে। ই-মেইল : cv@iescoqatar.com। ফ্যাক্স : ৪৪৩২৮১৩২। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/গাড়িচালক/ অন্যান্য
ইউপিডিএ সনদ ও এনওসিধারী ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান (উপসাগর অঞ্চলে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা), মেকানিক্যাল ফোরম্যান (উপসাগর অঞ্চলে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা) ও ভারী যানের চালক আবশ্যক। যোগ্য প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruitmentqatar12345@gmail.com। ফোন : ৭০৪৯৭০৯৬। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইলেকট্রিশিয়ান/এসি টেকনিশিয়ান/অন্যান্য
এমইপি কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে ৫০ জন ডাক্টম্যান, ৫০ জন ইলেকট্রিশিয়ান, ৫০ জন এসি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। এনওসি থাকতে হবে। ই-মেইল : jobs.mtq@gmail.com। ফোন : ৬৬২০৪০৩৬। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/ক্রয় কর্মকর্তা/অন্যান্য
ক্রয় কর্মকর্তা (অগ্নিনির্বাপণ কাজে অভিজ্ঞ), সেফটি অফিসার, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সাইট ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার, সহকারী পরিবহন/মাঠ কর্মকর্তা, হালকা যানের চালক (কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী আবশ্যক। পদের নাম উল্লেখ করে ই-মেইল করুন : salin.v@vijayarabia.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

অভ্যর্থনাকর্মী/ওয়েটার/অন্যান্য
একটি তিন তারকা সেলুনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে অভ্যর্থনাকর্মী (নারী/পুরুষ), ওয়েটার/ওয়েট্রেস, রুম বয়, কুক, ক্যাশিয়ার, কিচেন হেলপার, জুস মেকার, বিক্রয় সমন্বয়ক, কাতারি লাইসেন্সধারী গাড়িচালক, এসি টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান কাম প্লাম্বার আবশ্যক। ই-মেইল : echdoha.official@gmail.com। ফোন : ৩১২৯৪৬৭২। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
সালিক লিমুজিনের জন্য কয়েকজন লিমুজিনচালক আবশ্যক। ফোন : ৮০০০০০৫, ৫০০৩৭৭৭৮। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
একটি লিমুজিন কোম্পানির জন্য কয়েকজন গাড়িচালক আবশ্যক। ফোন : ৩৩৬২২২৮২। সূত্র : গালফ টাইমস।

নার্স
একটি শীর্ষস্থানীয় গ্রুপ অব কোম্পানির জন্য কোম্পানি নার্স আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : gwi.hr2015@yahoo.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইলেকট্রিশিয়ান/মেকানিক/অন্যান্য
একটি পরিবহন কোম্পানির ডিজেল ও পেট্রলচালিত গাড়ির জন্য অভিজ্ঞ মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, ডেন্টার, ওয়েল্ডার আবশ্যক। এ ছাড়া এক্সকাভেটর, হুইল লোডার ও ক্রাশারের জন্য অপারেটরও আবশ্যক। ই-মেইল : qatar10@live.com। ফোন : ৩৩৩১৮৫৫৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/অপারেটর
জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন করে ভারী যানের চালক, ক্রেন অপারেটর ও ছোট এক্সকাভেটর অপারেটর আবশ্যক। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। যোগাযোগ করুন : মিস্টার জয়/জর্জ, ৪৪৯০১৩৭২, ৪৪৯০৩৩১৬, ৪৪৯০১৯০০। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী/গাড়িচালক/বিক্রয়কর্মী
একটি শীর্ষস্থানীয় খাবারসামগ্রী পরিবেশন কোম্পানির জন্য কয়েকজন করে বিক্রয় নির্বাহী, ভ্যান সেলসম্যান ও গাড়িচালক আবশ্যক। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। সাম্প্রতিক ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruitment@qnie.com। ফোন করুন : মোহাম্মদ আশকার, ০০৯৭৪-৩০৪৯৬৫৩৩, ০০৯৭৪-৪০৩৩৯০৬৩। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/হিসাবরক্ষক/অন্যান্য
নির্মাণ খাতের একটি কোম্পানির জন্য কয়েকজন করে প্রজেক্ট ম্যানেজার, সাইট ম্যানেজার, এইচএসই ম্যানেজার, কিউএ/কিউসি ম্যানেজার, স্থপতি, ক্রয় সহকারী, হিসাবরক্ষক, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্লানিং ইঞ্জিনিয়ার, সাইট ইঞ্জিনিয়ার/সুপারভাইজার, কিউএ/কিউসি ইঞ্জিনিয়ার/সুপারভাইজার, কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার, রেভিট মডেলার, ড্রাফটসম্যান, এইচএসই অফিসার, ল্যান্ড সার্ভেয়ার, সেক্রেটারি, ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার, প্রশাসনিক সহকারী আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : qatarprojobs@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বাহরাইনে কাজের খবর

ইঞ্জিনিয়ার/স্থপতি/অন্যান্য
একটি আন্তর্জাতিক কনসালট্যান্সি ফার্মের জন্য আবাসিক প্রকৌশলী (ন্যূনতম ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা), জ্যেষ্ঠ স্থপতি (ন্যূনতম ১২ বছরের অভিজ্ঞতা), সাইট পরিদর্শক (ন্যূনতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতা) ও ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার (ন্যূনতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতা) আবশ্যক। সাম্প্রতিক ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : manama@dargroup.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ক্রয় নির্বাহী
একটি এফএমসিজি কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে ক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। যোগ্যতা : স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান; বয়স ২৫-৩৫ বছরের মধ্যে; ন্যূনতম ৪ বছরের অভিজ্ঞতা। প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখ করে জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : fmcg.hr2016@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/মেকানিক/অন্যান্য
দ্য ন্যাশনাল কংক্রিট কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে পাম্প অপারেটর, মিক্সচার ড্রাইভার/ভারী যানের চালক, ডিজেল মেকানিক (সিএটি-হেভি ইকুইপমেন্ট), এসি মেকানিক (হালকা ও ভারী যান), মেকানিক (ডিজেল ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স) ক্যাপ্টেন (বালু খননের যান), সিম্যান (বালু খননের যান), ওয়েলার (বালু খননের যান) ও মোবাইল ক্রেন অপারেটর আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : niranjan.shekatkar@nccbahrain.com। ফোন : +৯৭৩-৩৬০৫৫৮৬৮। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বারিস্তা
বিক্রয় ও প্রশিক্ষণধর্মী দায়িত্ব পালনের জন্য অভিজ্ঞ বারিস্তা আবশ্যক। যোগ্যতা : সিরাপ ও কফির মতো এফএমসিজি পণ্যসামগ্রীর পাশাপাশি কফি মেশিনের বিষয়ে অভিজ্ঞতা; নিজস্ব গাড়ি ইত্যাদি। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : thomas@nhscbahrain.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

শেফ
চকলেট ও পেস্ট্রি শেফ আবশ্যক। ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : advert@tradearabia.net। ফোন : ১৭২৯৯১১১। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

লন্ড্রি ম্যানেজার
একটি শীর্ষস্থানীয় লন্ড্রির দোকানের জন্য লন্ড্রি ম্যানেজার আবশ্যক। একই পদে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : recruitmentinfo@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

অফিস সহকারী
অফিস সহকারী আবশ্যক। ই-মেইল : info@horti.bh। ফ্যাক্স : ১৭৭৪৪৮১১। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গ্রাফিক ডিজাইনার
প্রিন্ট মিডিয়া কোম্পানির জন্য গ্রাফিক ডিজাইনার আবশ্যক। ফোন : ৩৩৪২৩৩৪৪। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় নির্বাহী
একটি সিকিউরিটি সিস্টেমস কোম্পানির জন্য বিক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। বাহরাইনের বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং বৈধ বাহরাইনি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। ই-মেইল : rana@msj.bh। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সেফটি অফিসার
পাঁচ বছরের অভিজ্ঞ সেফটি অফিসার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : fabtech@batelco.com.bh। ফোন : ৩৩৩৮৮৯০২। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ডেলিভারি ড্রাইভার
লাইসেন্সধারী ডেলিভারি ড্রাইভার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : minidelights@batelco.com.bh। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সেক্রেটারি/এইচআর নির্বাহী
একটি শীর্ষস্থানীয় ইন্টেরিয়র ও ইভেন্ট ফার্মের জন্য নির্বাহী সেক্রেটারি ও এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন নির্বাহী আবশ্যক। সাম্প্রতিক ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : eventbahrain@yahoo.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ওয়েটার/কুক/অন্যান্য
ওয়েটার/ওয়েট্রেস, কুক, ম্যানেজার, ক্লিয়ারিং এজেন্ট, হিসাবরক্ষক আবশ্যক। বাহরাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল : sayed.madi@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ফার্মাসিস্ট
এনএইচআরএ লাইসেন্সধারী ফার্মাসিস্ট আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrleenapharmacy@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/ফোরম্যান
প্লাম্বিং কাজে অভিজ্ঞ ফোরম্যান ও গাড়িচালক আবশ্যক। ই-মেইল : babusbm@yahoo.com। ফোন : ৩৯৯৬৬১৮০। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
আসবাবপত্রের দোকানের জন্য আউটডোর সেলসম্যান আবশ্যক। ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে পারদর্শী হতে হবে। ফোন : ৩৪৩৬১১৪৭। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

কাউন্টারকর্মী
স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ কাউন্টারকর্মী আবশ্যক। প্রার্থীকে অ্যাকাউন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের হতে হবে। ই-মেইল : jmtrading400@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

চিকিৎসক/নার্স
মেডিকেল সেন্টারের জন্য জেনারেল ফিজিশিয়ান, পেডিট্রিশিয়ানস ও নার্স আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruitment.medcenter@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

এসি টেকনিশিয়ান
পাঁচ বছরের অভিজ্ঞ এসি টেকনিশিয়ান জরুরি ভিত্তিতে আবশ্যক। সাক্ষাৎকারের জন্য ফোন করুন : ১৭৭৭৪৪৭৭। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

পরিচ্ছন্নতাকর্মী
একটি ক্লিনিং কোম্পানির জন্য কয়েকজন নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবশ্যক। ই-মেইল : ejada.home.cleaning@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইঞ্জিনিয়ার/হিসাবরক্ষক
নির্মাণ খাতের কোম্পানির জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও হিসাবরক্ষক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info@rivieraconst.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

মাছের ঘের বানাতে সুন্দরবনে আগুন!

ইফতেখার মাহমুদ

পূর্ব সুন্দরবনের ধানসাগর স্টেশনের তুলাতুলী এলাকায় গত ২৭ এপ্রিল বিকেলে আগুন লেগেছিল। অনেক চেষ্টায় চার দিন পর গত ৩০ এপ্রিল আগুন নেভান দমকল বাহিনীর কর্মীরা ● প্রথম আলো

পুরোটাই সবুজ। যেন বঙ্গোপসাগর থেকে একটি সবুজ গালিচা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কাদামাটি ঢেকে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সাপের মতো আঁকাবাঁকা নদী, খাল আর খাঁড়ি। আকাশ থেকে সুন্দরবনের এই দৃশ্য যখন দেখা যাচ্ছিল, তখনই সবুজ বনে লালচে মরিচা রঙে চোখ আটকে গেল। সঙ্গে থাকা বন কর্মকর্তা বললেন, এটিই সুন্দরবনের আগুনে পোড়া এলাকা। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন আর বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের নতুন ক্ষত।

গত এক মাসে সুন্দরবনের নাংলী বন ফাঁড়ির পাশে ভোলা নদীর তীরে বনভূমিতে আগুন দেওয়া হয়। এবারের আগুন সবার নজরে এলেও বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের হিসাবে, পূর্ব সুন্দরবনের এই এলাকায় গত দুই বছরে ১৪ বার আগুন দেওয়া হয়েছে। আর গত এক মাসে আগুন লাগানো হয়েছে চারবার। সুন্দরবনের সংরক্ষিত এই এলাকায় কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ।

বন বিভাগের হিসাবে, গত এক মাসে আগুনে পুড়েছে প্রায় ১৩ একর বনভূমি। তবে স্থানীয় ব্যক্তিদের মতে, পুড়েছে ২০ থেকে ২৫ একর। এই আগুন দেওয়ার কারণ অনুসন্ধানে বন বিভাগ এবং শরণখোলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুন্দরবনের এই অংশে বর্ষায় মাছ ধরার জন্য আগুন দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বর্ষায় জলাশয়ে রূপ নেওয়া ওই এলাকায় মাছ আটকাতে বনে আগুন দেওয়া হয়।

জানতে চাইলে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বাংলাদেশ অংশে সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ছয় হাজার বর্গকিলোমিটার। আগুন লেগেছে মাত্র কয়েক একর এলাকায়। তবে যত ছোট এলাকাতেই আগুন লাগুক না কেন, আমরা ওই আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে এনেছি। যারা আগুন দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা নিয়েছি।'

আগুন দেওয়ার ঘটনায় ১০ জনের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা করেছে বন বিভাগ। প্রধান আসামি করা হয়েছে শরণখোলার রায়েন্দা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শাহজাহান হাওলাদারকে। তাঁকে এলাকাবাসী শাহজাহান শিকারি নামেই চেনে। সুন্দরবনের বাঘ, হরিণ, পাখি, সাপসহ নানা বন্য প্রাণী শিকারে সিদ্ধহস্ত হওয়ায় এলাকাবাসী তাঁকে এ নামে ডাকে। এর আগে বন্য প্রাণী শিকারের কয়েকটি মামলায় তাঁকে আসামি করা হয়েছিল।

শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম মিয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, ওই তিন মামলার দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শাহজাহানসহ বাকিরা পলাতক। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় সাংসদ (বাগেরহাট-৪) মো. মোজাম্মেল হোসেন বলেন, 'বরিশাল থেকে আসা লোকজন এবং স্থানীয় কিছু মানুষ গাছ চুরিসহ এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত। যারা এ কাজ করেছে, তারা আমাদের দলের বা দলের বাইরের যে-ই হোক, তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।'

সুন্দরবনের এই অংশে আগুন দেওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল সুন্দরবনের প্রায় ৫০০ একর এলাকাকে মাছের ঘের বানানোর পরিকল্পনার কথা। বনের বৃক্ষরাজি উজাড় করে তা মাছের ঘেরে পরিণত করার এই তৎপরতা চলছে ১৪ বছর ধরে।

শরণখোলার বেশ কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি ও জেলেদের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁরা বলেন, ভোলা নদীর পাশে পূর্ব সুন্দরবনের ধানসাগর অংশটির পাড় কিছুটা উঁচু। আর ভেতরের দিকটি কিছুটা ঢালু, অনেকটা থালার মতো। প্রতিবছর বর্ষাকালে ওই এলাকা বড় বিলে রূপ নেয়। শরণখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জের লোকালয় সন্নিহিত বনাঞ্চলে এ রকম ২২টি স্থান আছে। যেগুলো বর্ষায় হয় মাছের আশ্রয়স্থল। স্থানীয় ব্যক্তিরা বর্ষাকালীন এসব জলাশয়ে মাছ ধরে। কিন্তু মাছ ধরার ক্ষেত্রে বড় 'বাধা' বৃক্ষরাজি। তাই প্রতিবছর বর্ষার আগে স্থানীয় ব্যক্তিরা সেখানকার গাছ ও লতাগুল্মে আগুন লাগিয়ে মাছের এই 'প্রাকৃতিক ঘের' সম্প্রসারণ করে।

তবে শরণখোলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর থেকে এই আগুন লাগানোর প্রভাব নিয়ে করা তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বন কেটে ন্যাড়া করার ফলে পাখিসহ জলজ ও উভচর প্রাণীর প্রজননক্ষেত্র আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। গোলগাছের পাতা ও মূল কেটে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে, যাতে নতুন করে গোলগাছ জন্ম নিতে না পারে। নির্বিচারে আহরণের কারণে কাঁকড়ার সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে। এ ছাড়া ডলফিন, কুমিরসহ জলজ প্রাণীর একটা বড় অংশ বিলুপ্ত হতে চলেছে।

ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ক্রমহ্রাসমান সুন্দরীগাছের চারা নষ্ট হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। মানুষের নির্বিচারে বিচরণের ফলে, বিশেষ করে নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে ম্যানগ্রোভের শ্বাসমূল ভেঙে গিয়ে অথবা মুখ বন্ধ হয়ে গাছ মারা যাচ্ছে। গোলপাতা, মৎস্য ও মৌ আহরণের নাম করে হরিণ, বাঘ, কুমিরসহ বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী শিকারের ঘটনা অহরহ ঘটছে। প্রতিবেদনে আগামী পাঁচ বছর সুন্দরবন থেকে সব ধরনের মাছ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রধান বন সংরক্ষক ইউনুস আলী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'যারা সুন্দরবনে আগুন দিয়েছে, তারা যত প্রভাবশালী হোক না কেন, আমরা তাদের ছাড়ব না। এ ধরনের তৎপরতা যাতে ভবিষ্যতে আর না হয়, সে জন্য আমরা বিষয়টিকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করব।'

রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি ৯ শতাংশ

১০ মাসেই পোশাক খাতে আয় ২২৬৩ কোটি ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) দেশের পণ্য রপ্তানি আয় হয়েছে ২ হাজার ৭৬৩ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে তৈরি পোশাক থেকেই এসেছে ৮১ দশমিক ৯০ শতাংশ বা ২ হাজার ২৬৩ কোটি ডলার। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ শতাংশ। পোশাকের ওপর ভর করেই সামগ্রিক পণ্য রপ্তানিতে ৯ দশমিক ২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ (ইপিবি) ৫ মে পণ্য রপ্তানি আয়ের এই হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, ১০ মাসে পোশাকের পর শীর্ষ ৬টি রপ্তানি খাতের মধ্যে প্রকৌশল পণ্যের প্রবৃদ্ধি ১৭ শতাংশ। বাকি ৫টি পণ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি পাট ও পাটজাত পণ্যে শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ। ফলে পোশাক রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধিই সামগ্রিক রপ্তানিতে প্রভাব রাখছে।

অবশ্য গত দুই যুগের বেশি সময় ধরেই রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ পোশাক খাতের দখলে। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ১৭১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির মধ্যে ৫০ দশমিক ৪৭ শতাংশ পোশাক খাত থেকে এসেছিল। পরে ধীরে ধীরে সেটি বাড়তে থাকে। গত তিনটি অর্থবছর ধরে মোট রপ্তানিতে পোশাকের অবদান ৮১ শতাংশের ওপরে আছে।

> রপ্তানি আয়ের একটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতাকে একসময় ঝুঁকিপূর্ণ বলা হতো। তবে আমরা সেই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসছি
>
> **ফারুক হাসান**
> সহসভাপতি, বিজিএমইএ

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি ফারুক হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'রপ্তানি আয়ের একটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতাকে একসময় ঝুঁকিপূর্ণ বলা হতো। তবে আমরা সেই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসছি। কারণ, পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। তাঁরা এখন সারা বিশ্ব চষে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। ফলে হঠাৎ কোনো দেশ মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমাদের সমস্যা হবে না।'

ফারুক হাসান আরও বলেন, ভালো ভালো কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগ হচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি আনছেন উদ্যোক্তারা। তবে দক্ষতা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কাজ করতে হবে। এটি করা গেলে পোশাক খাতকে আরও শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ১০ মাসে আয় ২ হাজার ৭৬৩ কোটি ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১ দশমিক ৯৫ শতাংশ বেশি। একই সঙ্গে আয় গত অর্থবছরের একই সময়ের ২ হাজার ৫৩০ কোটি ডলারের চেয়ে ৯ দশমিক ২২ শতাংশ বেশি। ৯ মাস শেষে প্রবৃদ্ধি ছিল ৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

এদিকে শুধু এপ্রিল মাসে ২৬৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই আয় আলোচ্য সময়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ এবং গত বছরের এপ্রিলের ২৩৯ কোটি ডলারে রপ্তানির চেয়ে ১১ দশমিক ৮২ শতাংশ বেশি।

ইপিবি বলছে, চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে পোশাকের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় এসেছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে, ৯২ কোটি ডলার। গত অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসের চেয়ে এই আয় দশমিক ৭০ শতাংশ বেশি। তৃতীয় অবস্থানে পাট ও পাটজাত পণ্য। খাতটির রপ্তানি আয় ৭২ কোটি ৯২ লাখ ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ কম। তবে প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ৭৮ শতাংশ। হোম টেক্সটাইল থেকে আয় হয়েছে ৬২ কোটি ডলার। গতবারের একই সময়ের চেয়ে এই আয় সাড়ে ৬ শতাংশ কম।

এ ছাড়া গত ১০ মাসে কৃষিজাত পণ্যে ৪৬ কোটি ডলার, প্রকৌশল পণ্যে ৪৫ কোটি ৯০ লাখ, হিমায়িত মাছে ৪৩ কোটি ৮৭ লাখ, বাইসাইকেলে ৮ কোটি, প্লাস্টিক পণ্যে ৭ কোটি, আসবাবে ৩ কোটি ৮৪ লাখ ডলারের রপ্তানি আয় হয়েছে।

চলতি অর্থবছরের পণ্য রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৩৫০ কোটি ডলার। গতবার আয় হয়েছিল ৩ হাজার ১২০ কোটি ডলার।

চুনতি অভয়ারণ্যে যুবলীগ নেতার 'তোফায়েল পাড়া'

পুষ্পেন চৌধুরী, (লোহাগাড়া) চট্টগ্রাম

হাতি বিচরণের অন্যতম নিবিড় এলাকা চুনতি অভয়ারণ্যের প্রায় পাঁচ একর জায়গা দখলদারদের কবলে চলে গেছে। গত পাঁচ বছরে সেখানে গড়ে উঠেছে অবৈধ বসতি। অভয়ারণ্যের মধ্যে কয়েক শ ঘর তোলা হয়েছে। ছোট ছোট এসব ঘর বিক্রি করা হয়েছে রোহিঙ্গাদের কাছে। অবৈধ এসব ঘর উচ্ছেদ করতে গিয়ে গত দুই বছরে বেশ কয়েকবার হামলার শিকার হয়েছেন বন বিভাগের কর্মকর্তারা।

অভিযোগ উঠেছে, কক্সবাজারের চকরিয়ার হারবাং ইউনিয়নের যুবলীগের 'নেতা' তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে অভয়ারণ্যের জায়গা দখল, রোহিঙ্গা বসতি স্থাপন এবং গাছ কাটা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে গত পাঁচ বছরে বন বিভাগ বন আইনে ৬১টি মামলা করেছে। অভয়ারণ্যের চকরিয়া অংশের কলাতলী এলাকায় (আজিজনগর বিটের আওতাধীন) তাঁর নামে গড়ে তোলা হয়েছে 'তোফায়েল পাড়া'। সেখানে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি তিন শতাধিক অবৈধ ঘর তুলেছেন বলে জানান বন কর্মকর্তারা। এর মধ্যে ৫০টি ঘর একাই তুলেছেন তোফায়েল। প্রতিটি ঘর তিনি ১ থেকে ২ লাখ টাকায় বিক্রি করেন। তাঁর কাছ থেকে ঘর কেনার কথা স্বীকার করেছেন কয়েকজন রোহিঙ্গা।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী ও কক্সবাজারের চকরিয়ার ১৯ হাজার ১৭৭ একর ভূমিতে গড়ে উঠেছে চুনতি অভয়ারণ্য। নরম মাটি, ঝরনা ও ভূগর্ভস্থ পানিপ্রবাহের কারণে এই অভয়ারণ্য এশিয়ার মধ্যে হাতির অন্যতম প্রজননক্ষেত্র হিসেবে সুপরিচিত। তবে অভয়ারণ্যের মধ্যে দিন দিন মানুষের বসতি বাড়তে থাকায় বিপদে পড়েছে বন্য প্রাণীরা। তারা এখন বনছাড়া হতে চলেছে। ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র্য।

> এই অভয়ারণ্যে হাতি রয়েছে অন্তত ২৭টি, উভচর প্রাণী রয়েছে ২৬ প্রজাতির। ৫৪ প্রজাতির সরীসৃপ রয়েছে। এ ছাড়া ২৫২ প্রজাতির পাখি রয়েছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ও পরিবেশবিদ্যা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক মো. আখতার হোসেন বলেন, চুনতি অভয়ারণ্যে ৬৯১ প্রজাতির গাছ রয়েছে। তিনি বলেন, এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই অভয়ারণ্যে হাতি রয়েছে অন্তত ২৭টি, উভচর প্রাণী রয়েছে ২৬ প্রজাতির। ৫৪ প্রজাতির সরীসৃপ রয়েছে। এ ছাড়া ২৫২ প্রজাতির পাখি রয়েছে।

চুনতি অভয়ারণ্যের সহব্যবস্থাপনা কমিটির তথ্য অনুযায়ী, লোহাগাড়া অংশের চুনতির প্রায় ২ হাজার ৫০০ একর, চকরিয়ার আজিজনগরে ১ হাজার একর, হারবাং এলাকায় ৫০০ একর এবং বাঁশখালী রেঞ্জ এলাকায় প্রায় ১ হাজার একর জায়গা দখল হয়ে গেছে। কমিটির সভাপতি মো. ইসমাইল বলেন, যেভাবে চুনতি অভয়ারণ্যে রোহিঙ্গাসহ অবৈধ বসতি গড়ে উঠছে, তা ভয়াবহ।

অভয়ারণ্যের কলাতলী এলাকায় ঘর কিনে বাস করছেন রোহিঙ্গা মো. ইসমাইল, নূরনাহার বেগম, আবদুল কাদের, মো. হাসান, সায়রা খাতুন, বেবী আক্তার, সৈয়দ নূর, আবুল কালাম, রেহেনা আক্তার ও বজল আহমদ। তাঁরা বলেন, বন বিভাগের কর্মকর্তাদের এবং জায়গার মালিককে টাকা দিয়ে তাঁরা এখানে বসবাস করছেন।

চুনতি রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. শহিদুল ইসলাম অভিযোগ করেন, তোফায়েল টাকা নিয়ে রোহিঙ্গাদের বনের মধ্যে বাড়ি করে দেন। অবৈধ দখল এবং বন কর্মকর্তাদের হামলার ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত বন আইনে ৬১টি মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় এক বছর কারাগারে থাকার পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি জামিনে ছাড়া পান। এরপর ২ মে তিনি আবার অভয়ারণ্যের মধ্যে ঘর তোলার চেষ্টা করেন।

অভিযোগের বিষয়ে মুঠোফোনে তোফায়েল আহমদ *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর স্ত্রী চারজন এবং পরিবারের সদস্য বেশি হওয়ায় বাধ্য হয়ে তিনি অভয়ারণ্যের জায়গায় ঘর নির্মাণ করেছেন। তবে গাছ কাটার কথা তিনি অস্বীকার করেন। নিজেকে আজিজ নগর ওয়ার্ড যুবলীগের কাউন্সিলর দাবি করে বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে করা বন মামলাগুলো মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক।

অবশ্য চকরিয়ার হারবাং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মীরানুর ইসলাম বলেন, তোফায়েল আহমদ যুবলীগের কর্মী। তাঁর কাঠের ব্যবসা রয়েছে বলে শুনেছেন তিনি।

চুনতি অভয়ারণ্যের আওতাধীন আজিজ নগর এলাকার বন বিভাগের বিট কর্মকর্তা আবদুর রউফ বলেন, বনের ভেতর কলাতলী, গাইনাকাটা, রোড পাড়া, ভিলেজার পাড়া, কোরবানিয়া ঘোনা, চেয়ারম্যান পাড়া, ছোবাইন্যার ঘোনা এলাকায় প্রায় ২০০ রোহিঙ্গা পরিবার বসবাস করে। তারা বনের ক্ষতি করছে, পাশাপাশি বিভিন্ন অপকর্মেও জড়াচ্ছে। এ ছাড়া চুনতি বিট এলাকার সুফীনগর, বার্মা পাড়া ও ল্যাঙ্গা হাসান পাড়াতেও রোহিঙ্গা বসতি রয়েছে। তিনি বলেন, গত বছরের নভেম্বর মাসে কলাতলী এলাকায় অবৈধ বসতি উচ্ছেদ করতে গেলে রোহিঙ্গারা ধারালো ছুরি ও লাঠিসোঁটা নিয়ে বন কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণ করে।

অবৈধ বসতি উচ্ছেদের বিষয়ে চুনতি বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক আবদুর রহমান বলেন, প্রশাসনের সহযোগিতায় অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে।

ঝুঁকিপূর্ণ চলাচল বরিশাল নগরের রসুলপুরে যাওয়ার একমাত্র সংযোগ সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয় এক বছর আগে। কিন্তু শুধু কাঠামো দাঁড় করানোর পর বন্ধ হয়ে যায় কাজ। এখন এই সেতুর ওপর দিয়ে সব বয়সী মানুষ প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে। সেতুর কাঠামোর ওপর দিয়ে পার হতে গিয়ে পড়ে আহত হয়েছে অনেক শিশু-কিশোর। অনেক শিক্ষার্থীও ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করে এই অসমাপ্ত সংযোগ সেতু দিয়ে। ৮ মে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

পরশুরামে আ.লীগ নেতার সঙ্গে করমর্দন না করার জের!

ইউএনওকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠালেন নেতা-কর্মীরা

ফেনী অফিস

ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের এক নেতাকে 'অপমান' করায় মারধরের শিকার হয়েছেন পরশুরাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম রকিব হায়দার। তাঁকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৬ মে সকালের পরশুরাম উপজেলার ধনিকুন্ডা রাস্তার মাথা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ উঠেছে, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এই হামলা চালিয়েছেন। এ ঘটনায় পরশুরাম উপজেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়কসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ২৫ এপ্রিল ইউএনও এইচ এম রকিব হায়দার পরশুরাম উপজেলায় যোগ দেন।

ফেনীর জেলা প্রশাসক মো. আমিন উল আহসান বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি খায়রুল বাশার মজুমদার ও তাঁর সহযোগীরা ইউএনওকে মারধর করেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রের ভাষ্যমতে, ৬ মে সকালে নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান বিলোনিয়া স্থলবন্দর পরিদর্শনে যান। পথে তাঁকে স্বাগত জানাতে ফেনী-পরশুরাম সড়কের ধনিকুন্ডা রাস্তার মাথায় চিথলিয়া ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের সামনে অবস্থান করছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি খায়রুল বাশার মজুমদারসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা মন্ত্রীকে দিয়ে ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের উদ্বোধনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সে সময় আওয়ামী লীগের স্থানীয় একজন নেতা এগিয়ে গিয়ে খায়রুল বাশারের সঙ্গে ইউএনওর পরিচয় করিয়ে দিতে চান। ইউএনও বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে ইউএনওর সঙ্গে খায়রুল বাশারের কথা-কাটাকাটি হয়। ওই সময় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সাত-আটজন নেতা-কর্মী ইউএনওকে মারধর করেন। একপর্যায়ে মাথায় আঘাত পেয়ে ইউএনও মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ইউএনওকে দ্রুত উদ্ধার করে পরশুরাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে ফেনী সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ফেনী সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ছারোয়ার জাহান বলেন, ইউএনওর মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। তাঁর সুস্থ হতে কয়েক দিন সময় লাগতে পারে।

নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান, ফেনী-১ আসনের সাংসদ শিরীন আখতার, ফেনী-২ আসনের সাংসদ নিজাম উদ্দিন হাজারী, জেলা প্রশাসক আমিন উল আহসান ও পুলিশ সুপার রেজাউল হক আহত ইউএনওকে দেখতে হাসপাতালে যান।

অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে খায়রুল বাশার মজুমদার বলেন, 'ইউএনওর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। এ জন্য দলের একজন নেতা ইউএনওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলে আমি হাত বাড়িয়ে দিই। কিন্তু ইউএনও তা উপেক্ষা করে গাড়িতে উঠে যান। আমি এতে অপমানিত বোধ করলেও কিছু বলিনি। এরপর আমিও গাড়িতে উঠে চলে যাই। যাওয়ার সময় দলের কর্মী-সমর্থকদের ইউএনওর গাড়ির সামনে দেখেছি। সেখানে কী হয়েছে, আমি জানি না।' তাঁর দাবি, আওয়ামী লীগের কোনো নেতা-কর্মী এই হামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় এ ব্যাপারে ইউএনও এইচ এম রকিব হায়দারের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

পরশুরাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কাশেম চৌধুরী জানান, এ ঘটনায় ইউএনওর গাড়িচালক আবুল কাশেম বাদী হয়ে খায়রুল বাশারসহ সাতজনকে আসামি করে দ্রুত বিচার আইনে পরশুরাম মডেল থানায় মামলা করেছেন। এ ঘটনায় পরশুরাম পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও উপজেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক আবদুল মান্নান, যুবলীগের স্থানীয় নেতা মো. পারভেজ ও রাশেদুল হাসান নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রামীণফোনের '০১৭' সিরিজ শেষ হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

০১৭ সিরিজের প্রায় ১০ কোটি নম্বর শেষ হয়ে আসছে মুঠোফোন অপারেটর গ্রামীণফোনের। এ জন্য বিদ্যমান সিরিজের সঙ্গে নতুন নম্বর সিরিজ চেয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কাছে আবেদন করেছে অপারেটরটি।

বিটিআরসি সূত্রে জানা গেছে, নতুন নম্বর সিরিজ ব্যবহারের জন্য গ্রামীণফোনকে অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি এখন কমিশনের বিবেচনায় আছে। বর্তমানে বাজারে গ্রামীণফোনের ০১৭ সিরিজের ৫ কোটি ৬২ লাখ মুঠোফোন সংযোগ চালু রয়েছে। তবে ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশে ব্যবসা শুরুর পর থেকে এই সিরিজের সংযোগ বিক্রি প্রায় ১০ কোটির কাছাকাছি চলে গেছে।

বহিষ্কৃত হলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতে পারছেন। প্রতিদিন এমন ইলেকট্রনিক কাউন্টার ব্যবহার করছেন এক হাজার থেকে ১ হাজার ৮০০ পর্যন্ত যাত্রী। শিগগিরই এমন ব্যবহারকারী যাত্রীর সংখ্যা সাত হাজারে পৌঁছাবে বলে মনে করেন এই কর্মকর্তা।

এই কর্মকর্তা বলেন, যাঁরা সাধারণ কাউন্টার ব্যবহার করছেন, তাঁদের সর্বোচ্চ ৪৫ সেকেন্ডে সেবা দেওয়া হচ্ছে। ফলে কাতার ত্যাগ বা কাতারে প্রবেশের সময় কোনো যাত্রীকে এক মিনিটও কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে না। তবে নতুন যাত্রী, যাঁদের আগে কর্নিয়ার ছবি তোলা ছিল না অথবা যাঁরা নির্দিষ্ট মেয়াদের চেয়ে বেশি সময় কাতারের বাইরে ছিলেন, এমন কিছু পরিস্থিতিতে সময়ের তারতম্য হতে পারে।

বিমানবন্দরে তাৎক্ষণিক বেশ কয়েক ধরনের ভিসা ইস্যু করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর ৩৮টি দেশের নাগরিকেরা কাতার বিমানবন্দরে এসেই (অন-অ্যারাইভাল) ২১ দিনের জন্য ভিসা পেতে পারেন। এ ছাড়া উপসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসরত অভিবাসীরাও কাতার বিমানবন্দরে ভিসা পেতে পারেন, যদি তাঁদের পেশা নির্দিষ্ট তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

প্রবাসী-আয় কমছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রথম ১০ মাসে মোট প্রবাসী-আয় এসেছে ১ হাজার ২২৫ কোটি ডলার। গত বছর একই সময়ে এসেছিল ১ হাজার ২৫৫ কোটি ডলার। গত এপ্রিল মাসে ১১৯ কোটি ডলার এসেছে, যা আগের মাসের তুলনায় ৯ কোটি ডলার কম।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রবাসী-আয় বেসরকারি খাতের ভোগ বাড়াতে যথেষ্ট মাত্রায় সহায়তা করে। জিডিপি গণনায় একটি বড় অংশই আসে বেসরকারি খাতের ভোগ থেকে। তাই প্রবাসী-আয় নেতিবাচক হলে বছর শেষে জিডিপিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মির্জ্জা আজিজ আরও বলেন, 'সাধারণত দারিদ্র্যসীমার একটু ওপরের মানুষই প্রবাসী-আয় বেশি পান। এখন যদি প্রবাসী-প্রবাহ কমে যায়, তবে ওই শ্রেণির মানুষের আবার দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবাসী-আয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ১০ কোটি ডলার কম এসেছে। এরপর গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবাসী-আয় কখনো নেতিবাচক, কখনো ইতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে ছিল। মূলত ওই সময়ে দুটি ঈদ উৎসব ছিল, তাই রেমিট্যান্স কিছুটা বেশি এসেছে। কিন্তু গত জানুয়ারি মাস থেকে সেই ধারাবাহিকতা আর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। গত চার মাসের (জানুয়ারি-এপ্রিল) প্রতি মাসেই আগের বছরের তুলনায় কম অর্থ এসেছে।

গত এপ্রিলে সরকারি খাতের সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী-আয় এসেছে ৩৬ কোটি ৪৯ লাখ ডলার। বেসরকারি খাতের ৩৯টি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৮০ কোটি ৭১ লাখ ডলার। বিদেশি খাতের ৯টি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১ কোটি ৩৩ লাখ ডলার। একক ব্যাংক হিসেবে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে—৩০ কোটি ৪২ লাখ ডলার।

প্রবাসীরা ঠকছেন: ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশে টাকার মান দীর্ঘদিন ধরেই শক্ত অবস্থানে আছে। টাকার মান বেড়েছে। এর মানে হলো, প্রবাসীরা ডলার পাঠিয়ে আগের চেয়ে কম টাকা পান। দুই বছর আগে প্রবাসীরা এক ডলার পাঠালে ৮০ টাকা পেতেন। এখন পান ৭৮ টাকা।

সেই হিসাবে, এ বছরের প্রথম ১০ মাসে ১ হাজার ২২৫ কোটি ডলার পাঠিয়ে প্রবাসীরা কমবেশি ৯৫ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা পেয়েছেন। দুই বছর আগে একই পরিমাণ ডলার পাঠিয়ে ৯৮ হাজার কোটি টাকা পেতেন তাঁরা। এর মানে হলো, শুধু মুদ্রা বিনিময়ের হারের কারণেই দুই বছরের ব্যবধানে আড়াই হাজার কোটি টাকা কম পেয়েছেন প্রবাসীরা।

সম্প্রতি আবার নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে। ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে ডলারের দাম বেড়েছে। ওই সব দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্থানীয় মুদ্রাকে ডলারে রূপান্তর করে দেশে পাঠান। তাঁদের এখন আগের চেয়ে বেশি স্থানীয় মুদ্রা খরচ করে ডলার কিনতে হচ্ছে। তাই তাঁদের আগের চেয়ে কম ডলার পাঠাতে হচ্ছে।

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার কাজী খালিদ প্রায় চার বছর ধরে ইতালিতে থাকেন। তাঁর ভাই কাজী শাহাদত বলেন, এক বছর আগেও তাঁর ভাইয়ের পাঠানো ১ হাজার ইউরোর বিপরীতে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা পাওয়া যেত। এখন ৮৭-৮৮ হাজার টাকার বেশি পাওয়া যায় না। তাই তাঁর ভাই (কাজী খালিদ) জরুরি প্রয়োজন ছাড়া দেশে টাকা পাঠান না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা বলেন, 'যেসব দেশ থেকে বেশি রেমিট্যান্স আসে, সেখানে ডলারের দাম বেড়ে গেছে। ফলে প্রবাসীরা আগের মতো রেমিট্যান্স পাঠালেও আমরা কম পাচ্ছি। এ ছাড়া তেলের দাম কমে যাওয়ায় প্রভাব পড়েছে প্রবাসীদের আয়ে।'

টাকাকে শক্ত অবস্থানে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিয়ত ব্যাংকগুলো থেকে ডলার কিনছে। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে গত ৭ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ কোটি ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৭৬ কোটি ডলার, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫১৫ কোটি ডলার ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫৫৪ কোটি ডলার কেনে বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রবাসী-আয় কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) চেয়ারম্যান তাসনিম সিদ্দিকী *প্রথম আলো*কে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে যেসব শ্রমিক যাচ্ছেন, তার বড় একটা অংশ নারীকর্মী। পুরুষকর্মীদের তুলনায় নারীকর্মীর আয় কম, ফলে জনশক্তি রপ্তানি বাড়লেও রেমিট্যান্স বাড়ছে না। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ চুরি যাওয়ার কারণে প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠানোতে আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে।

তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, 'সিঙ্গাপুরে জঙ্গি সন্দেহে বাংলাদেশি আটকের ঘটনা সংকেতপূর্ণ। এটা প্রবাসীদের মধ্যে ভীতি তৈরি করতে পারে।'

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, যুদ্ধের কারণে লিবিয়ায় অবস্থানরত প্রবাসীদের আয় কমে গেছে। নতুন করে কোনো শ্রমিকও আর যেতে পারছেন না। ফলে লিবিয়া থেকে রেমিট্যান্স আসা প্রায় শূন্যের কোটায় চলে গেছে। আবার যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত ছাত্রদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা দেশে ফেরত আসছেন। এ ছাড়া অবৈধভাবে থাকা প্রবাসীরাও চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। সিঙ্গাপুরে থাকা প্রবাসীরাও স্বস্তিতে নেই।

দুই চুক্তির ফাঁদে বাংলাদেশিরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিষয়টির উল্লেখ করে শ্রম কাউন্সেলর বলেন, বাংলাদেশে শ্রমিকদের হাতে যে চুক্তিপত্র দেওয়া হয়েছিল, তা অনেকের কাছেই নেই। আবার তাঁরা কাতারে এসে যে চুক্তিপত্রে সই করেন, সেটি ইউসিসি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে জমা দেয়। এর ফলে আইনি দিক থেকে সেটিই চুক্তিপত্র হিসেবে গণ্য। এ অবস্থায় ঢাকায় দেওয়া চুক্তিপত্রকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরে শ্রমিকদের আইনি সহায়তা দেওয়া ছাড়া খুব বেশি কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই। অথচ অনেক শ্রমিকের কাছে ঢাকার চুক্তিপত্রটি নেই।

দূতাবাস সূত্র বলছে, শ্রমিকদের এমন পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। প্রত্যেক শ্রমিক কাতারে আসার আগে বিএমইটি তাঁদের চুক্তিপত্র ও অফার লেটার যাচাই করে এর কপি সংরক্ষণ করলে এমন পরিস্থিতিতে তার ওপর ভিত্তি করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হতো। কিন্তু বিএমইটিতে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় একদিকে ইউসিসি পার পেয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে কাতারে এসে নতুন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে অল্প বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন শ্রমিকেরা।

দূতাবাসের শ্রম শাখার কর্মকর্তারা বলছেন, কর্মী আমদানির আগে শ্রমিকদের চুক্তিপত্রের কপি দূতাবাসের মাধ্যমে সত্যায়ন করার নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হলে পরিস্থিতি বদলাতে পারে। তখন দূতাবাস বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই করতে পারবে। একই সঙ্গে অসাধু উপায়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে যেসব রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠান অর্থ নিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশি শ্রমিকদের পক্ষ থেকেও এমন দাবি উঠেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভারত, নেপাল ও ফিলিপাইন থেকে শ্রমিক আনতে হলে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে আগে ওই দেশের কাতারের দূতাবাসে চাহিদাপত্র জমা দিতে হয়। সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস শ্রমিকদের চাহিদাপত্র ও চুক্তিপত্র যাচাই করে সত্যায়ন করার পরই কেবল শ্রমিক আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। অথচ বাংলাদেশ দূতাবাসে চাহিদাপত্র সত্যায়ন করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এর বাইরে কোনো প্রক্রিয়ায় ওই সব দেশ থেকে কর্মী আনার সুযোগ নেই। এ নিয়ম থাকলে ইউসিসির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো দূতাবাসের অগোচরে নামমাত্র বেতনে কর্মী এনে কাজ করানোর সুযোগ পাবে না।

দেবীদ্বার পৌরসভা

হিসাবরক্ষকের পকেটে পৌরসভার ৭৪ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লার দেবীদ্বার পৌরসভার প্রশাসক ও সচিবের সই জাল করে ৭৪ লাখ ৪২ হাজার ৫৪৭ টাকা আত্মসাৎ করেছেন পৌরসভার হিসাবরক্ষক মাহবুবুল আলম। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির কাছে তিনি এ কথা স্বীকার করেছেন।

৫ মে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে মাহবুবুল আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'টাকা নিয়েছি সত্য।'

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, মাহবুবুল আলম পৌরসভার উন্নয়ন তহবিল থেকে ২১টি চেকের মাধ্যমে ৩২ লাখ ৫৬ হাজার ৪৯৭ টাকা এবং রাজস্ব তহবিল থেকে ৪৩টি চেকের মাধ্যমে ৪১ লাখ ৮৬ হাজার ৫০ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সোনালী ব্যাংকের দেবীদ্বার শাখা থেকে এ টাকা উত্তোলন করা হয়। সম্প্রতি পৌর কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি এ টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পায়। ২ মে রাতে পৌর সচিব জহিরুল আলম সরদার দুর্নীতি দমন আইনে দেবীদ্বার থানায় মাহবুবুল আলমের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ৪ মে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে কুমিল্লার ৪ নম্বর আমলি আদালতের বিচারিক হাকিম তারেক আজিজের আদালতে পাঠায়। বিচারক তাঁকে জামিনে মুক্তি দেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও দেবীদ্বার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সোহেল আহমেদ বলেন, 'আদালতে আমরা জামিনের বিরোধিতা করি। বিজ্ঞ বিচারক মহোদয় তাঁকে জামিন দেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নেই।'

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, গত ১ জানুয়ারি পৌর প্রশাসক ও দেবীদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফুল ইসলাম পৌর কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি পৌরসভার উন্নয়ন ও রাজস্ব তহবিলের ক্যাশ বই এবং ব্যাংক হিসেবে গরমিল দেখতে পান। ওই দিনই তিনি মাহবুবুল আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। একই সঙ্গে তিনি গরমিলের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী জোবাইদা ইয়াছমিন ও পৌর সচিব জহিরুল আলম সরদারকে দায়িত্ব দেন। তাঁরা ৭৪ লাখ ৪২ হাজার ৫৪৭ টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পান। পরে পৌর প্রশাসক সাইফুল ইসলাম অধিকতর তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য আরেকটি কমিটি করেন। পৌর প্রশাসক সহায়তা কমিটির সদস্য হাছান আলীকে আহ্বায়ক করে গঠিত পাঁচ সদস্যের ওই কমিটিও একই অভিযোগ পায়। এর আগে ২০১৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর পৌর প্রশাসক ও পৌর সচিবের সই জাল করে চেকের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের দেবীদ্বার শাখা থেকে মাহবুবুল আলম ৪৭ হাজার ৮০৭ টাকা আত্মসাৎ করেন। ওই ঘটনা ফাঁস হলে গত ৩১ ডিসেম্বর তিনি ওই টাকা ফেরত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে মাফ পান।

পৌর প্রশাসক ও ইউএনও সাইফুল ইসলাম বলেন, মাহবুবুল আলম তদন্ত কমিটির কাছে টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করেছেন। এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ৫ মে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দাউদ হোসেনকে আহ্বায়ক করে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ফেনীর বিসিক শিল্প নগরে অবস্থিত শুকতারা পেপার মিলের হ্যান্ডমেড কাগজ দিয়ে বিদেশে রপ্তানির জন্য বিয়ের আমন্ত্রণপত্র তৈরি করছেন নারী শ্রমিকেরা। ছবিটি গতকাল তোলা ● প্রথম আলো

ফেনীর হ্যান্ডমেড কাগজ যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে

আবু তাহের, ফেনী ●

নব্বইয়ের দশকে উন্নয়ন সংস্থার ভালো বেতনের চাকরি ছেড়ে ফেনীর বিসিক শিল্প নগরে হ্যান্ডমেড কাগজের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন গাজী আবদুর রব। কচুরিপানা, কড়ই গাছের পাতা, বর্জ্য পাট, বর্জ্য তুলা, কাঁচা ঘাস, চা পাতা, ধানের তুষ এসব তাঁর কাগজ তৈরির কাঁচামাল। বিষয়টি শুনে অনেকে রীতিমতো বিস্ময় ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এখন আবদুর রব তা করে দেখিয়েছেন। তাঁর কারখানায় মাসে তিন টন হ্যান্ডমেড কাগজ উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত কাগজের বেশির ভাগই যাচ্ছে বিদেশে।

এ দেশের চারুকলার শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের ছবি আঁকার প্রয়োজনে এক সময় হ্যান্ডমেড অর্থাৎ হাতে তৈরি কাগজ আমদানি করতে হতো বিদেশ থেকে। ফেনীর দুটি কারখানায় উৎপাদিত কাগজ সে চাহিদা অনেকখানিই মিটিয়েছে। গত ২০ বছর ধরে ফেনীর হ্যান্ডমেড কাগজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি বিদেশেও। গাজী আবদুর রব 'শতরূপা হ্যান্ডমেড পেপার মিল' প্রতিষ্ঠার আগেই চাড়িপুরে অবস্থিত ফেনী বিসিক শিল্প নগরে হ্যান্ডমেড কাগজের আরও একটি কারখানা গড়ে ওঠে। দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে ১৯৮৯ সালে 'শুকতারা' নামের সেই কারখানাটি প্রতিষ্ঠা করেছিল উন্নয়ন সংস্থা ম্যানোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (এমসিসি)। সে প্রতিষ্ঠানেই চাকরির সুবাদে আবদুর রব শুকতারার উৎপাদন ব্যবস্থা দেখেছেন কাছ থেকে। এরপর অভিজ্ঞতা আর সাহস এই দুটো জিনিস পুঁজি করে নিজেও কাগজ উৎপাদন শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর ১৮ হাজার ৮০০ বর্গফুটের কারখানায় কর্মরত আছেন আটজন পুরুষ ও ৫০ জন নারী। নারী শ্রমিকদের সবাই দুস্থ পরিবার থেকে আসা। কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভাগ্য ফিরেছে তাঁদেরও।

সম্প্রতি শতরূপা পেপার মিলে কথা হয় প্রতিষ্ঠানটির মালিক গাজী আবদুর রবের সঙ্গে। কী করে এমন ভাবনা মাথায় এল জানতে চাইলে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এমসিসিতে চাকরির সুবাদে ১৯৮৫ সালে নেপালে এবং এরপর ভারতে গিয়ে তিনি হ্যান্ডমেড কাগজ উৎপাদনের বিষয়টি জানতে পারেন। পরে ওই সংস্থা ফেনীর বিসিকে শুকতারা নামের হ্যান্ডমেড কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠা করে, যার সঙ্গে আবদুর রবও জড়িত ছিলেন। ১৯৯৪ সালের শুরু দিকে তিনি প্রথম তার বাসায় হাতে তৈরি কাগজ উৎপাদনের চেষ্টা শুরু করেন। নানা বইপত্র ঘেঁটে কাগজ উৎপাদনে পদ্ধতি সম্পর্কেও ধারণা জন্মে। এরপর ৪৩ শতক জমিতে প্রতিষ্ঠা করেন 'শতরূপা হ্যান্ডমেইড পেপার মিল'। কয়েক বছর পরীক্ষামূলক উৎপাদন চলে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য ২০০৫ সাল থেকে বিসিক শিল্প নগরীর কারখানার অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করেন, যা শেষ হয় ২০০৮ সালে।

আবদুর রব জানান, বিসিক থেকে জমি নেওয়ার সময় সেখানে প্রায় ২৮ লাখ টাকার অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি ছিল। এই টাকা ঋণ হিসেবে তাঁর নামে যোগ হয়েছিল। এরপর তিনি নিজেও ১২ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন। এখন সব ঋণ শোধ করেছেন তিনি। ব্র্যাকসহ নানা প্রতিষ্ঠান তাঁর কারখানা থেকে নিয়মিত কাগজ কিনে নানা পণ্য তৈরি করে সেসব দেশের বাইরে রপ্তানি করছে। বর্তমানে পাট, সুতা, তুলা ইত্যাদি উপকরণ থেকে শতরূপায় ২০ থেকে ৩০ ধরনের কাগজ উৎপন্ন হয়।

সম্প্রতি ওই কারখানায় গিয়ে দেখা গেছে, বর্জ্য পাট, বর্জ্য তুলা, কচুরিপানা, গাছের পাতা, ঘাস ইত্যাদি ভালোভাবে পরিষ্কার করছেন শ্রমিকেরা। তারপর ছোট ছোট আকারে কেটে ঝাড়াই যন্ত্র দিয়ে ধুলাবালি মুক্ত করে বয়লারে সেদ্ধ করছেন সেসব। বয়লারে মণ্ড তৈরি হলে সেসব ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে একটি কাপড়ের ওপর রাখছেন। এরপর হাইড্রলিক প্রেশার যন্ত্র দিয়ে পানি অপসারণ করে শুকিয়ে তৈরি করছেন কাগজ।

কারখানার কর্মীরা জানান, ছবি আঁকার কাগজ ছাড়াও এখানে পোশাক কারখানার ট্যাগ, লেখার প্যাড, বিয়ের চিঠি, খাম ও র‍্যাপিং পেপারে ব্যবহার উপযোগী কাগজ তৈরি হয়।

একই চিত্র দেখা গেছে শুকতারা কারখানায়ও। এখানে কাগজ উৎপাদনে পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের পণ্যও। কারখানার উৎপাদন পরিচালক অ্যাঞ্জেলা মালাকার বলেন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এমসিসির উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে শুকতারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশে প্রথম বড় ধরনের হ্যান্ডমেড কাগজ তৈরির প্রকল্প। ২০০১ সালে এমসিসি 'প্রকৃতি' নামে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। বর্তমানে প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে শুকতারা। দুস্থ নারীরাই এই কারখানার শ্রমিক। কারখানায় স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে ৫৫ জন কর্মী আছেন। যাদের মধ্যে সরাসরি কাগজ উৎপাদনে জড়িত ৪৪ জন নারী শ্রমিক। কাগজ বিক্রি করে এই প্রতিষ্ঠান গত বছরে ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

মালাকার আরও জানান, বর্জ্য পাট, সুতা ও ধানের তুষ দিয়ে শুকতারায় সরু ও মোটা দুই ধরনের কাগজ তৈরি হয়। মার্বেল পেপার নামের বিশেষ কাগজও এখানে তৈরি হচ্ছে। এই কারখানায় প্রতি মাসে এক টনের বেশি কাগজ উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত কাগজ রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ইতালি, নিউজিল্যান্ড, জাপান ও ডেনমার্কে। এ ছাড়া হাতে তৈরি কাগজ দিয়ে এই কারখানায় তৈরি হচ্ছে ল্যাম্পশেড, জার্নাল, নেটবুক, পেনসিল হোল্ডার, পেন হোল্ডার ও গ্রিটিং কার্ড। অতি সম্প্রতি কাগজের ব্যাগও তৈরি শুরু করেছেন তাঁরা। ঢাকায় আসাদ গেটে সোর্স নামের আউটলেটে শুকতারার পণ্য বিক্রিও হয় বলে তিনি জানান।

বাড়িতে মাটি খননকালে মিলল প্রাচীন মুদ্রা

পিরোজপুর প্রতিনিধি ●

পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার একটি পুরোনো বাড়িতে মাটি খননকালে প্রাচীন ছয়টি ধাতব মুদ্রা পাওয়া গেছে। ৩ মে বিকেলে সাউদখালী গ্রামের হুমায়ূন খানের বাড়িতে মুদ্রাগুলো পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ মুদ্রাগুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

থানা-পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দা সূত্র জানায়, ৩ মে বিকেলে হুমায়ূন খানের পুরোনো ঘর ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য শ্রমিকেরা মাটি খনন করছিলেন। এ সময় শ্রমিকেরা ঢাকনাযুক্ত একটি মাটির পাত্র দেখতে পান। শ্রমিক রমিজ উদ্দিন পাত্রটি খুলে তার ভেতর মুদ্রা দেখতে পান। এরপর তিনি মুদ্রাগুলো বাড়িতে নিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ রমিজের বাড়ি থেকে পাঁচটি ও উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে একটি মুদ্রা উদ্ধার করে।

তবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরেক শ্রমিক মো. সবুজ বলেন, 'ওই পাত্রে আরও মুদ্রা ছিল। রমিজ উদ্দিন তা সরিয়ে ফেলেছেন।'

ভাস্কর্যটি সরিয়ে নেওয়ার পর স্থানটি কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয় ● প্রথম আলে

৫ মে নিহত ব্যক্তিদের জন্য হেফাজতের দোয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

ঢাকার শাপলা চত্বরে অবস্থান করাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে হেফাজতে ইসলামের সাংগঠনিক কোনো কর্মসূচি ছিল না। তবে নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্রাসায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয় বলে জানান সংগঠনের নেতারা। ৫ মে জোহরের নামাজের পর এ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ইসলামাবাদী *প্রথম আলো*কে বলেন, মৃত্যু দিবস পালন করা শরীয়তসম্মত নয়। তাই ৫ মে শাপলা চত্বরে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে হেফাজতের পক্ষ থেকে কোনো কর্মসূচি পালন করা হয়নি। তবে হাটহাজারী মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মসজিদে দোয়া করা হয়েছে। দোয়ায় তাঁদের (নিহত) আত্মার মাগফেরাত কামনা ও আহত ব্যক্তিদের সুস্থতা কামনা করা হয়। সেদিন শাপলা চত্বরে হেফাজতের কর্মীদের ওপর যারা হামলা চালিয়েছে তাদের বিচার চাওয়া হয়েছে আল্লাহর দরবারে। নিহত কতজনের জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে—এই প্রশ্নে আজিজুল হক ইসলামাবাদী বলেন, দোয়ায় নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার ছয়টি প্রবেশমুখে অবরোধ কর্মসূচি শেষে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে অবস্থান নেন হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীরা। এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। ওই সময় সংঘর্ষ ও সহিংসতায় রাজধানীসহ সারা দেশে মোট ২৭ জন নিহত ও দেড় হাজারের মতো লোক আহত হন।

উদ্বোধনের আগের দিন সরানো হলো ভাস্কর্য!

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ●

সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। ৬ মে ঠিক ছিল উদ্বোধনের দিনক্ষণ। কিন্তু আগের রাতে সরিয়ে ফেলা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ভাস্কর্য। বাতিল হয়েছে উদ্বোধনের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর নির্ধারিত সফরও।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের প্রবেশমুখে (সাইনবোর্ড মোড়) ভাস্কর্যটি তৈরি করা হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা আওয়ামী লীগের স্থানীয় সাংসদ শামীম ওসমান।

সাংসদের পক্ষ থেকে নারায়ণগঞ্জের প্রশাসনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, সামাজিক ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমের কর্মীদের পাঠানো আমন্ত্রণপত্রে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্থিরচিত্র অবলম্বনে তৈরি এ ভাস্কর্যের মোড়ক উন্মোচন করবেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের যে সফরসূচি জেলার বিভিন্ন কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়, তাতে ৬ মে বিকেলে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ভাস্কর্য উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা লেখা আছে।

কিন্তু 'অনিবার্য কারণবশত' ওবায়দুল কাদেরের আজকের সফর বাতিল করা হয়েছে বলে মন্ত্রীর দপ্তরের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান। জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারাও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

৫ মে সাইনবোর্ড মোড়ে গিয়ে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ভাস্কর্যটি সরিয়ে স্থানটি কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। স্থানীয় কয়েকজন বলেন, ৪ মে দিবাগত রাত তিনটার দিকে ক্রেন ও রেকার নিয়ে কিছু লোক এখানে আসেন। টহল পুলিশের সামনেই তাঁরা উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা ভাস্কর্যটি খুলে ট্রাকে তুলে নিয়ে যান।

ভাস্কর্যটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকা নারায়ণগঞ্জ মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ্ নিজাম সাংবাদিকদের বলেন, শামীম ওসমানের উদ্যোগেই ভাস্কর্যটি নির্মিত হয়। তবে স্থাপনের সময় তাতে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ায় সেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করে এক মাসের মধ্যে সেটি যথাস্থানে সংযোজন করে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে।

তবে সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের অনুমোদন ছাড়াই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য উদ্বোধনের কর্মসূচি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ওই স্থানটি ভাস্কর্যের জন্য যথোপযুক্ত নয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের প্রবেশমুখের মাঝখানে ত্রিভুজাকৃতির সড়ক বিভাজকের ওপর ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়। যানবাহন চালকেরা রাতে ভাস্কর্যের ফোয়ারা ও আলোকসজ্জার দিকে আকস্মিক তাকালে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

টেকনাফের হ্নীলা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

এক বছরের কাজ শেষ হয়নি দুই বছরেও

টেকনাফ (কক্সবাজার) **প্রতিনিধি** ●

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০১৫ সালের মে মাসের মধ্যে। এরপর আরও এক বছর পার হলেও এখনো নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে ভবন নির্মাণকাজে দেরি হচ্ছে। এদিকে নতুন ভবন নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে আগের পুরোনো টিনশেড কক্ষ ও নির্মাণাধীন ভবনের নিচতলা এখন শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে।

বিদ্যালয় সূত্র জানায়, ১৯৯৩ সালে আব্দুস সালাম নামের একজন ব্যক্তি এলাকার নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে উপজেলার হ্নীলা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় নামে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ওই সময় একটি টিনশেড সেমিপাকা ভবনে পাঠদান ও অফিসের কার্যক্রমের মাধ্যমে এ বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। পরে টিনশেড কক্ষগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় নতুন ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কক্সবাজার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হলে উখিয়ার 'মেসার্স জসিম উদ্দিন' নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে এক বছরের সময় সীমা বেঁধে দিয়ে একটি দোতলা ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়া হয় ২০১৪ সালের ১০ মে। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এতে ব্যয় ধরা হয় এক কোটি ২৫ লাখ টাকা। দুই বছর পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কাজ হয়েছে ৭০ শতাংশ।

সরেজমিনে দেখা যায়, টিনশেডের পুরোনো ভবনের চারটি কক্ষে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণির পাঠদান চলছে। প্রতিটি কক্ষেই শিক্ষার্থীরা বসেছে গাদাগাদি করে। কক্ষগুলো দেয়াল থেকে ঝরে পড়ছে পলেস্তারা। ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে ছাদও। এদিকে দশম শ্রেণির কার্যক্রম চলছে নির্মাণাধীন ওই ভবনের নিচ তলায় কাপড়ের ঘেরা দিয়ে। ফলে বেশি সমস্যায় পড়েছে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। ভবনের ওপরের তলায় কাজ চলার সময় পানি পড়ে শিক্ষার্থীদের বই ও খাতা নষ্ট হচ্ছে।

দশম শ্রেণির ছাত্রী মুনিরা আক্তার বলে, 'আমরা আতঙ্কের মধ্যে ক্লাস করি। প্রায় সময় ওপর থেকে নির্মাণকাজের নানা সরঞ্জাম নিচে পড়ে। ওপর থেকে ইট ও কাঠ পড়ে আহত হয়েছে কয়েজন ছাত্রী।'

বিদ্যালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ৩৪৮ জন। এর মধ্যে ষষ্ঠতে ১০৩, সপ্তমে ৬৭, অষ্টমে ৭৫, নবমে ৫৬ ও দশম শ্রেণিতে ৪৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা নাসরিন আক্তার বলেন, বর্ষা মৌসুমের আগে ভবনটির নির্মাণকাজ শেষ না হলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান বলেন, স্থানীয় সাংসদের একক প্রচেষ্টায় এ ভবনটি বরাদ্দ পাওয়া যায়। দ্রুত ভবন নির্মাণকাজ শেষ করার জন্য সাংসদ একাধিকবার ঠিকাদারকে তাগাদা দিলেও তিনি নানা কৌশলে কালক্ষেপণকরে আসছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও ভবন নির্মাণকাজ শেষ হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মো. জসিম উদ্দিনের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এরপর তাঁকে খুদে বার্তা পাঠানো হলে তাতেও তিনি সাড়া দেননি। ফলে তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি শেখ মুহাম্মদ রফিক উদ্দিন বলেন, অবহেলিত জনপদের নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এরপর থেকে বিদ্যালয়টি নারী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ভবন নির্মাণের সময় সীমা পার হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কোনো ধরনের ব্যবস্থা না নেওয়ায় ঠিকাদার 'কচ্ছপ' গতিতে ভবন নির্মাণকাজ করছেন।

এ ব্যাপারে কক্সবাজার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সমীর কুমার রজত দাশ বলেন, ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে এত দিনেও বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের কাজ শেষ হয়নি। দ্রুতগতিতে কাজ শেষ করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। এরপরও কাজ শেষ না হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শোয়েবের ক্যামেরায় রঙিন বাংলাদেশ

ওমর কায়সার ●

স্যাঁতসেঁতে একটা কক্ষ। খাঁচার মতো। একজন মানুষ সেখানে শুয়ে আছেন। তাঁর পা দুটো কাঠের বেড়ি দিয়ে আটকানো। নড়াচড়ার কোনো সুযোগ নেই। এই অমানবিক বন্দিত্ব থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় লোকটা চিৎকার করছেন। এটি একটি সাদাকালো স্থির ছবির দৃশ্য। চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে চন্দনাইশ উপজেলায় একটি মানসিক হাসপাতালের এই দৃশ্য ধারণ করেছিলেন আলোকচিত্রী শোয়েব ফারুকী।

এই ছবি তোলা কিংবা পরিস্ফুটনের সময়ও তিনি ভাবতে পারেননি কী তুলেছেন। কল্পনা করেননি সারা বিশ্বে তোলপাড় করবে এটি। আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেবে তাঁকে। ২০০৫ সালে শোয়েব ফারুকী এই ছবিটির জন্য পেয়েছিলেন সমসাময়িক বিষয়ের ওপর ওয়ার্ল্ড ফটো কনটেস্টের দ্বিতীয় পুরস্কার। শুধু এই পুরস্কারটি নয়, দীর্ঘ তিন দশক ধরে সমসাময়িক ঘটনা, প্রকৃতি, উৎসব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মানুষের জীবন-সংগ্রামের ছবি তুলে এ পর্যন্ত শ' খানিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার ঘরে তুলে এনেছেন তিনি। এর সঙ্গে দেশের নানা পুরস্কার যোগ করলে পাল্লা ভারী হবে কয়েক গুন।

এই এপ্রিলেই ঘুরে এসেছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েত। সেখান থেকে নিয়ে এলেন কুয়েত গ্র্যান্ড ফটো কনটেস্ট-এর ফার্স্ট রানারআপ পুরস্কার। কুয়েতের রেডিসন ব্লু হোটেলের আল ফিসাম বলরুমের জমজমাট অনুষ্ঠানে তিনি যখন পুরস্কার নিচ্ছিলেন তখন জানতেন না তাঁর জন্য আরও একটি সুখবর অপেক্ষা করছে। সেটি হলো, ফুড ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার প্রতিযোগিতায় ফুড ফর সেলিব্রেশন বিভাগে প্রথম পুরস্কার এবং ফুড ফর ফ্যামিলি বিভাগে প্রথম সম্মান পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এ নিয়ে গত দুই মাসেই জিতলেন পাঁচটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

তবে চট্টগ্রামের কৃতী এই আলোকচিত্রীর ফটোগ্রাফির শুরু হয়েছিল একটি ধার করা ক্যামেরা নিয়ে। সম্প্রতি *প্রথম আলো* চট্টগ্রাম কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের আড্ডায় উঠে আসে নানা প্রসঙ্গ। ক্যামেরা হাতে পথ চলার শুরুর সেই দিনগুলোর কথাও বাদ গেল না। শোনা যাক তার মুখ থেকেই, 'আশির দশকের গোড়ার দিকে হাতে-কলমে ছবি তোলা শুরু করি ধার করা ক্যামেরা দিয়ে। আমার দুলাভাই আহমদ ইসলামের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া একটা মিনোল্টা হাইমেটিক নাইন রেঞ্জ ফাইন্ডার ক্যামেরা দিয়ে বিস্তর ছবি তুলে তখন হাত পাকিয়েছি। তার আগে বন্ধুদের কাছ থেকে ধার নেওয়া একটি অলিম্পাস সেভেন্টি-টু এক্সপোজার ক্যামেরা এবং একটি ইয়াসিকা জি এস এন ক্যামেরা দিয়েও মাঝে মাঝে কিছু ছবি তুলেছি।'

শোয়েব ফারুকীর আছে কঠোর শ্রমের অতীত। দীর্ঘ পথ চলেছেন একাকী। নিজেকে তিনি একজন 'সেল্ফ মেড ম্যান' হিসেবেই পরিচয় করিয়ে দিতে ভালোবাসেন। যা করেছেন সব নিজে নিজে দেখে, ভুল থেকে শিখে শিখে। নিজের কল্পনা, স্বপ্ন, উদ্ভাবনী শক্তি আর সৃজনক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এসেছেন এত দূর।

কুয়েত গ্র্যান্ড ফটো কনটেস্ট ২০১৬-এ গ্র্যান্ড হিরো বিভাগে প্রথম রানারআপ হয় শোয়েব ফারুকীর তোলা এই ছবি। গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা

শোয়েব ফারুকী

১৯৬০ সালে পটিয়ায় জন্ম শোয়েব ফারুকীর। ১৯৮২ সালে বিজ্ঞানে স্নাতক পাস করার পর থেকেই ফটোগ্রাফি শুরু করেন। তবে পেশাদার আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ শুরু করেন ৯০ দশকের শুরু থেকে। সেই সময় মোরতজা তওফিকুল ইসলাম, মৃণাল সরকার, অধ্যাপক ইয়ার মোহাম্মদসহ কিছু প্রবীণ আলোকচিত্রীর সাহচর্য পেয়েছেন। নিউমার্কেটের স্টুডিও 'ফটোরামা'য় জমজমাট আড্ডা বসতো তাঁদের। আড্ডার মূল বিষয় ছিল ফটোগ্রাফি।

ফটোগ্রাফির শিক্ষক-প্রশিক্ষক, সংগঠক হিসেবেও শোয়েব ফারুকী সফল। স্থানীয় আলোকচিত্রীদের কাজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে ২০০২-এ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম স্টক ফটো এজেন্সি 'ফটোব্যাংক গ্যালারি'। এরপর ২০০৫ সালে আলোকচিত্র শেখানোর জন্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ফটো আর্ট ইনস্টিটিউট। পরে এ-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া আলোকচিত্রীদের নিয়ে গঠন করেন ফটো আর্টিস্ট ক্লাব।

শোয়েব ফারুকীর বাবা রাজনীতিবিদ মিয়া আবু মোহাম্মদ ফারুকী। তাঁরও শখ ছিল ফটো তোলা। শোয়েব বলেন, 'আমার বাবার তোলা অ্যালবামে রাখা ছবিগুলো আমাকে খুব টানতো। আলোকচিত্র শিল্পী হওয়ার ইচ্ছেটা সেখান থেকেই এসেছে।'

পেশাদার আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ শুরু করার আগে একটা বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। দিনভর চাকরির পাশাপাশি ছবি তুলতেন। বেতনের টাকার সিংহভাগ খরচ করতেন এর পেছনে। শুরুতে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখিও হয়েছেন। এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, তিনি একজনের কাছ থেকে ধার করে ক্যামেরা এনেছেন। সেই ক্যামেরা [illegible] নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ক্যামেরা হাত থেকে নামাননি কখনো। শেষমেশ ফটোগ্রাফিকেই পেশা হিসেবে নেন। নব্বই দশকে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নানা প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠাতে থাকেন। আর পেতে থাকেন একের পর এক পুরস্কার। এখন আলোকচিত্রই তাঁর প্রকাশের ভাষা। এমনকি নিশ্বাস-প্রশ্বাস বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না।

শোয়েব ফারুকীর ছবি বিষয় এবং আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের ভরা। তাঁর ছবি বর্ণিল। রঙে ভরা। বাংলাদেশের প্রকৃতি, সংস্কৃতি আর জীবনযাপনের রং তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন বিশ্বব্যাপী। এই রং ছড়ানোর কাজটি তিনি নিজে নিজেই শিখেছেন। আর এখন নিজে শেখাচ্ছেন অন্যদের। তিনি বলেন, 'আমার অতীত যদি হয় একজন শিক্ষানবিশের তবে বর্তমান জীবনটা হলো প্রশিক্ষকের। অতীতের মতো ফটোগ্রাফি এখন আর একার কোনো বিষয় নয়। আমাকে ঘিরে জমা হয়েছে এক ঝাঁক তরুণ, মেধাবী, প্রতিভাদীপ্ত মুখ, যারা আমার অনুজ প্রতীম ছাত্র, শিষ্য, অনুসারী। তাদের নিয়েই এখন আমার ফটোগ্রাফির বেশ বড়সড় সংসার।'

মালিকই এবার ভাঙছেন ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

সিলেট নগরের শাহি ঈদগাহ এলাকার ৬৯ নম্বর বাড়িটি সিটি করপোরেশনের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকায় ছিল। বাড়ি ভাঙতে সিটি করপোরেশন নোটিশ দিয়েছে। নোটিশ পেয়ে ৮ মে থেকে বাড়ির মালিক নিজ উদ্যোগে তা ভাঙা শুরু করেছেন।

সকাল থেকে তিনতলাবিশিষ্ট বাড়িটি ভাঙার কাজ শুরু হলে সিটি করপোরেশনের প্রকৌশল দল সরেজমিনে তা পরিদর্শন করে।

সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী দল নগরের ৩২টি ভবনকে 'অধিক ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গত ২১ এপ্রিল তাঁতীপাড়ায় তিনতলা একটি বাড়ি সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে ভাঙার মধ্য দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো অপসারণ শুরু হয়। আর শাহি ঈদগাহ এলাকার এ বাড়িটি ৮ মের মধ্যে ভাঙার চূড়ান্ত নোটিশ দেওয়া হয়। এরপর গতকাল নিজ থেকেই ভাঙা শুরু করেন বাড়ির মালিক সৈয়দ মহসিন আহমদ ও সৈয়দ সাজিদুর রহমান।

গতকাল দুপুরে সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) নূর আজিজুর রহমানসহ প্রকৌশলী দলকে নিয়ে বাড়িটি পরিদর্শন করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাবিব।

প্রধান প্রকৌশলী জানান, বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা যেসব ইমারত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে অপসারণের পরামর্শ দিয়েছেন, সেগুলো প্রাথমিকভাবে নিজ উদ্যোগে অপসারণের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই নোটিশের পরও যাঁরা নিজ উদ্যোগে অপসারণ করবেন না, তাঁদের ভবন সিটি করপোরেশন অপসারণ করবে। তবে এসব ভবন ভাঙার সব ব্যয়ভার মালিককে বহন করতে হবে।

সিলেট নগর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হওয়ায় জননিরাপত্তার স্বার্থে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় থাকা সব ভবন পর্যায়ক্রমে অপসারণ করা হবে জানিয়ে সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাবিব বলেন, কাল (সোমবার) সিটি করপোরেশনের মালিকানাধীন বিপণিবিতান 'সিটি সুপার মার্কেট' ভাঙার কাজ শুরু করা হবে।

বিল বাড়ানোর পর পাওয়া যায় না পানি

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ●

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় জানুয়ারি থেকে গ্রাহকদের পানির বিল বেড়েছে ৫০ শতাংশ। কিন্তু পানির সরবরাহ অনেক কমে গেছে। এতে পৌরবাসী দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

পৌরসভার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা *প্রথম আলো*কে বলেন, এত দিন আবাসিক গ্রাহকেরা প্রতি মাসে পানির বিল পরিশোধ করতেন ২০০ টাকা। গত জানুয়ারি থেকে তা বেড়ে হয়েছে ৩০০ টাকা। সাধারণত সকাল, দুপুর ও বিকেলে পানি সরবরাহ করার কথা। কিন্তু এখন প্রায়ই দিনে দুবারও পানি পাওয়া যায় না। আবার পানি এলেও চাপ কম থাকে। ২০ লিটারের একটি বালতি ভরতে প্রায় ২০ মিনিট লেগে যায়। শহরের অনেক বাসাতেই নিজেদের নলকূপ নেই। এসব বাসার সদস্যদের পৌরসভার সরবরাহ করা পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ঝিরঝির করে পানি আসায় তাঁদের গৃহস্থালির কাজসহ যাবতীয় কাজ করতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। অনেকে চাকরি করেন। আছে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। সকালে উঠে তাঁদের গোসল সেরে কর্মস্থলে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে হয়। কিন্তু সময়মতো পানি না আসায় প্রায়ই অনেকে গোসল করে কর্মস্থল যেতে পারেন না।

গৌরাঙ্গবাজার এলাকার গৃহবধূ লুৎফা হোসেন, বত্রিশ এলাকার আল আমিন ও ফয়সাল আহমেদসহ অনেকে *প্রথম আলো*কে বলেন, জানুয়ারিতে পানির বিল বাড়ালেও তখন থেকেই পানি সরবরাহ পরিস্থিতি নাজুক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটা পৌরবাসীর সঙ্গে একধরনের প্রতারণার শামিল।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার উপসহকারী প্রকৌশলী ও পানি সরবরাহ শাখার তত্ত্বাবধায়ক সারওয়ার জাহান চৌধুরী বলেন, 'পৌরসভায় দৈনিক পানির চাহিদা প্রায় ৯৯ লাখ লিটার। কিন্তু আমরা দৈনিক ৬৯ লাখ ৫৫ হাজার লিটার পানি তুলতে পারি। পৌরসভায় মোট গ্রাহক রয়েছেন ৫ হাজার ১০ জন। ১১টি পাম্পের মাধ্যমে তাঁদের পানি সরবরাহ করা হয়। কিন্তু চর শোলাকিয়া ও পৌর কার্যালয় এলাকায় দুটি পাম্প নষ্ট থাকায় প্রায় দুই হাজার গ্রাহক দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। পৌর এলাকার পাম্পটি চেষ্টা করে দ্রুত ঠিক করা যাবে। তবে ফিল্টার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চর শোলাকিয়া এলাকার পাম্পটি ঠিক করতে ছয় মাসের অধিক সময় লাগতে পারে।'

এ ব্যাপারে পৌরসভার প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম বলেন, কয়েকটি পাম্প নষ্ট হয়ে গেছে। এ কারণে পানি সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে। পাম্পগুলো মেরামত করা হলে এ সমস্যা কেটে যাবে।

হাঁস-মুরগির রোগে কাছে আছেন ডাক্তার আপা

মুজিবুর রহমান, কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) ●

খালাতো ভাই আবেদ আলীর আশ্রয়ে থাকেন সোনাবান বিবি (৬৪)। অন্যের আশ্রয়ে থাকলেও কাজ করে খেতে চান বলে এই বয়সেও মহিলা উন্নয়ন সমিতি করে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর চিকিৎসাসেবার ওপর কয়েকটি প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন গ্রাম থেকে গ্রাম ঘুরে সেবাদান করছেন। নিজ এলাকায় ও আশপাশের গ্রামে, এমনকি উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগেও তাঁর পরিচয় এখন হয়ে গেছে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর ডাক্তার আপা সোনাবান বিবি।

৬ মে সকালে লঙ্গুর পাড় গ্রামে আবেদ আলীর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, হাতে ছাতা ও কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরোচ্ছেন সোনাবান বিবি। পার্শ্ববর্তী ফুলবাড়ি চা-বাগানের শ্রমিক বস্তিতে এখন গবাদিপশুর তড়কা, বাদলা ও খোড়া রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। সেখানে যাচ্ছেন তিনি। সোনাবানের মুখেই শোনা গেল তাঁর জীবনকথা।

মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ বছর আগে মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল টিলাগাঁও গ্রামের রোস্তম আলীর সঙ্গে। বিয়ের দুই বছর পর মেয়ে করিমুননেছার জন্ম। তার দেড় বছর পর জন্ম হয় ছেলে জমির আলীর। এর দুই বছর পর স্বামী অন্য এক নারীকে বিয়ে করে গ্রাম ছেড়ে চলে যান। আর সোনাবান বিবি মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে বাঁচার তাগিদে এবং মেয়ের বিয়ের খরচ জোগাতে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া ভিটেমাটি বিক্রি করে ফেলেন। সামাজিক চাপে মাত্র ১২ বছর বয়সে মেয়ের বিয়ে দেন। এরপর ছেলেকে নিয়ে ছিলেন। পরে ছেলে জমির আলীও মাকে ছেড়ে শ্রীমঙ্গল গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে বসবাস করছেন। এরপর থেকে খালাতো ভাই আবেদ আলীর আশ্রয়ে থাকেন সোনাবান। ১৯৮৪ সালে এনজিও হীড বাংলাদেশের মাধ্যমে একটি মহিলা সমিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন তিনি। এ সমিতির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে হাঁস-মুরগির চিকিৎসার ওপর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামে হাঁস-মুরগির সেবা দিতে শুরু করেন।

গ্রামে আস্তে আস্তে পরিচিতি বাড়তে থাকে সোনাবান বিবির। তিনি নতুন করে গবাদিপশুর চিকিৎসাসেবার প্রশিক্ষণ নিতে উদ্যোগী হন। অবশেষে হীড বাংলাদেশ ও ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিসটেমস অ্যান্ড লাইভলিহুড (ক্রেল)-এর মাধ্যমে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর ওপর আরেকটি প্রশিক্ষণ নেন। এখন গ্রামে হাঁস, মুরগি, গরু ও ছাগলের রোগ প্রতিরোধে আগাম চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং রোগবালাইয়ের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন। কোনো জটিল বিষয় হলে গ্রামবাসীর সঙ্গে তিনি উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে গিয়ে তাদের সাহায্য নেন।

সোনাবান বিবি বলেন, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর চিকিৎসাসেবায় কিছুটা দক্ষতা বাড়লে তিনি বাড়িতে ওষুধপত্র রেখে সেবা দেন। আর ক্রেল তাঁকে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সরবরাহ করছে। প্রতিদিন গড়ে ২০০ টাকা আয় করেন। খরচ বাদে মাসে দেড় হাজার টাকা

কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের লঙ্গুর পাড় গ্রামে একটি মুরগিকে প্রতিষেধক টিকা দিচ্ছেন হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর চিকিৎসক সোনাবান বিবি ● ছবি : প্রথম আলো

থাকে, যা তিনি সঞ্চয় করেন। সোনাবান বিবি বলেন, 'বয়স যা-ই হোক, আমি কাজ করে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর সেবা দিয়ে আয় করে জীবিকা নির্বাহ করছি। কারও ওপর আমি নির্ভরশীল নই।' তবে খালাতো ভাই আশ্রয় না দিলে এ পর্যায়ে আসতে পারতেন না বলেও জানান তিনি।

প্রশিক্ষণ : ১৯৮৪ সালে হীড বাংলাদেশের মাধ্যমে কমলগঞ্জ উপজেলা যুব উন্নয়ন ও মৌলভীবাজার জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন সোনাবান বিবি। ১৯৯৮ সালে কমলগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের তৎকালীন কর্মকর্তা নুরুল ইসলামের আন্তরিকতায় প্রতিষেধকের ওপর চার দিনের প্রশিক্ষণ নেন। ২০১৩ সালে ক্রেলের সহায়তায় উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সিলেট শহরের টিলাগড়ে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর চিকিৎসাসেবার ওপর ছয় দিনের প্রশিক্ষণ নেন। বিনা খরচে ছয় দিন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ও ১ হাজার ৪০০ টাকা ভাতা পেয়েছিলেন। এর আগে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে এলএফসির (স্থানীয় মহিলা উন্নয়ন কমিটি) তিন দিনের প্রশিক্ষণ নেন। মৌলভীবাজার জেলা সদরেও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে এক দিনের প্রশিক্ষণ নেন। সব কটি প্রশিক্ষণে সনদ পেয়েছেন।

গ্রামবাসীর কথা : লঙ্গুর পাড় গ্রামের বৃদ্ধ জব্বার মিয়া (৬০), ফয়সল মিয়া (২২), পিয়ারুন বেগম (৩৫) ও সাফিয়া বেগম (৩৪) গর্ববোধ করে বলেন, এই গ্রামে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর একজন নারী ডাক্তার আছেন। সরকারিভাবে প্রতি ইউনিয়নে একজন করে প্রাণিসম্পদ বিভাগের সেবক থাকলেও তাঁকে সব সময় পাওয়া যায় না। তাঁকে পুরো ইউনিয়ন ঘুরে সেবা দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে সোনাবান বিবি হাতের কাছে আছেন। তাঁর কাছে ওষুধ আছে, সেবাও পাওয়া যায়। নামমাত্র ব্যয় করতে হয়। সোনাবান বিবির সেবার কারণে লঙ্গুর পাড়, টিলাগাঁও গ্রামসহ আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর মৃত্যুর হার কমে গেছে। তাতেই গ্রামবাসী খুশি।

কমলগঞ্জ উপজেলা ভ্যাটেরিনারি সার্জন মো. হাবিব আহমদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'সোনাবান বিবির কাজে আমরাও খুশি। একটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি নিজের গ্রামসহ আশপাশের গ্রামে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন। কোনো বিষয় তাঁর আয়ত্তের বাইরে হলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করে তিনি আমাদের পরামর্শ নেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেন। তিনি গবাদিপশুর মৃত্যুহার কমাতে অবদান রাখছেন।'

প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আরও বলেন, এ উপজেলার নয়টি ইউনিয়নে মাত্র তিনজন ভ্যাটেরিনারি সহকারী (মাঠকর্মী) দিয়ে সঠিকভাবে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর চিকিৎসাসেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে সোনাবান বিবি অনেকটা সহায়তা করছেন।

ইউএসএআইডির সহায়তা প্রকল্প ক্রেলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মাজহারুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, সোনাবান বিবিকে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য করে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর বিচক্ষণতার জন্যই তাঁকে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর চিকিৎসাসেবার প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। এখন প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও দেওয়া হয়।

সাতকানিয়ায় ফসলি জমির মাটি যাচ্ছে ইটভাটায়

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) **প্রতিনিধি** ●

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ফসলি জমির মাটি বিক্রি চলছেই। অভিযোগ রয়েছে, উপজেলার অন্তত ৫৪টি ইটভাটায় ফসলি জমির উপরিভাগের মাটি দিয়ে তৈরি হচ্ছে ইট। মাসখানেক পরেই ইট তৈরি বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে চলছে শেষ মুহূর্তের তোড়জোড়।

উপজেলার কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা ও ইটভাটা মালিকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, ইটভাটায় ইট তৈরির জন্য দোআঁশ ও এঁটেল মাটি ব্যবহার করা হয়। ফসলি জমির উপরি ভাগে রয়েছে এই দুই প্রকারের মাটি।

উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্র জানায়, জমিতে ভালো ফসল উৎপাদনের উপযোগী হলো উপরিভাগের মাটি। ওই মাটি প্রতিনিয়ত কেটে ফেলার কারণে জমির উর্বরাশক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে। জমির উপরিভাগের মাটি একবার কেটে নিয়ে গেলে তা পূরণ হতে আট থেকে ১০ বছর সময় লাগে।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার কেঁওচিয়া ইউনিয়নের তেমুহানির বিল, সোনাকানিয়া ইউনিয়নের মির্জাখীল, এওচিয়া ইউনিয়নের ছনখোলা, কালিয়াইশ ইউনিয়নের মাইঙ্গাপাড়া, ঢেমশা ইউনিয়নের রহমতের বেগ টেক ও সাতকানিয়া সদর ইউনিয়নের বারদোনা এলাকার বিভিন্ন ফসলি জমির মাটি কেটে ছোট ছোট ট্রাক ভর্তি করছেন। এরপর এসব ট্রাক চলে যাচ্ছে বিভিন্ন ইটভাটায়। কোনো কোনো এলাকায় ফসলি জমিতে খননযন্ত্র দিয়ে গভীর করে মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে।

ঢেমশা ইউনিয়নের রহমতের বেগ টেক এলাকায় মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক আবুল কালাম (৩৩) জানান, তাঁরা ১০-১২ জন শ্রমিক দল বেঁধে বিভিন্ন এলাকায় মাটি কাটার কাজ করেন। মাটি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইটভাটা মালিকদের চুক্তি অনুযায়ী তাঁরা ফসলি জমির মাটি কাটেন।

কেঁওচিয়া ইউনিয়নের তেমুহানির বিলে কথা হয় কৃষক আয়ুব আলীর (৫২) সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমার পাশের জমির মালিক চার মাস আগে ইটভাটায় মাটি বিক্রি করেছেন। এতে আমার জমিটি উঁচু হয়ে পড়েছে। চলতি বোরো মৌসুমে ধান চাষ করতে গিয়ে দেখি জমিতে পানি ধরে রাখা যাবে না। তাই বাধ্য হয়ে পাশের জমির সঙ্গে সমান করতে গিয়ে জমির উপরিভাগের মাটি বিক্রি করতে হয়েছে।'

মাটি ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শফিকুর রহমান (৫৮) বলেন, 'আমরা কারও কাছ থেকে জোর করে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছি না। অগ্রিম টাকা দিয়ে পরে মাটি নিচ্ছি।'

টেকনাফে জাদি পাহাড়ে অবৈধ বসতির উৎপাত

টেকনাফ (কক্সবাজার) **প্রতিনিধি** ●

কক্সবাজারের টেকনাফের হ্নীলা উচ্চবিদ্যালয় ও পুরান বাজার সংলগ্ন জাদি পাহাড়ে অবৈধ বসতি গড়ার হিড়িক পড়েছে। গত দুই মাসে অর্ধশত নতুন বসতঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে হুমকির মুখে পড়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ৩০০ বছরের পুরাকীর্তি প্যাগোডা (জাদি)। পাহাড়ে তিনটি জাদি পাশাপাশি অবস্থানে রয়েছে।

এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে হ্নীলা উচ্চবিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য পাহাড় কাটার ফলে হুমকিতে পড়ে জাদি। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাহাড়কাটা বন্ধ করে এবং প্রতিরোধ দেয়াল নির্মাণের আশ্বাস দেয়।

উপজেলা ভূমি কার্যালয় সূত্র জানায়, হ্নীলা ইউনিয়নের বিএস এক নম্বর খাস খতিয়ানের ৫৪১৮ দাগে দুই দশমিক ৯৭ শতক জমির ওপর এ পাহাড়ে প্রাচীনতম তিনটি বৌদ্ধ জাদি (বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্যাগোডা) রয়েছে। স্থানীয়ভাবে এগুলো 'চাতোপা জাদি' নামে পরিচিত। এ পাহাড়ের মালিকানা জেলা প্রশাসনের।

হ্নীলার সহকারী ভূমি কর্মকর্তা (তহসিলদার) জয়নাল আবেদীন বলেন, কিছুদিন আগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার ভূমি ও টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরেজমিনে জাদি পাহাড়ে বসবাসরত লোকজনকে স্ব স্ব উদ্যোগে ঘর-বাড়ির সরিয়ে নিতে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এ নির্দেশ অমান্য করলে তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখলের অভিযোগে মামলা রুজু করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা এখনো রয়ে গেছেন। তিনি জানান, পাহাড়ে গত দুই মাসে কমপক্ষে ৫০টি বসতঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, জাদি পাহাড়ের চারপাশে দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলীতে তৈরি তিনটি জাদি রয়েছে। প্রতিটি জাদির অবস্থান ২০ থেকে ৩০ ফুট দূরত্বে। এসব জাদির আশপাশে মাটি কেটে বাঁশ-গোলপাতা, ছন, টিনশেড ঘর নির্মাণ করে বসবাস করছেন লোকজন। জাদি সংলগ্ন এলাকায় তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য খোলা পায়খানা। পাহাড়ের বিভিন্ন পাশ থেকে মাটি কাটার ফলে জাদি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জাদির পাহাড়ের বসবাসকারী মো. আনোয়ার হোসেন, রবিউল আলম ও আয়েশা বেগম জানান, জায়গা জমি না থাকার কারণে জাদি পাহাড়ের ঘর তৈরি করে থাকছেন তাঁরা।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন জানান, জাদি পাহাড়ে মূলত বসতি

জাদির আশপাশে মাটি কেটে বাঁশ-গোলপাতা, ছন, টিনশেড ঘর নির্মাণ করে বসবাস করছেন লোকজন

গড়ে ওঠা শুরু হয় গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে। আগে পাহাড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসতি ছিল। এখন একেবারে জাদি ঘেঁষে ঘরবাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। বিশেষ করে গত দুই মাসে বেশি ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

হ্নীলা রাখাইন পল্লির সভাপতি মং বা ছিং বলেন, জাদি পাহাড়টিকে ঘিরে প্রায় দেড় শতাধিক ঘর-বাড়ি তৈরি করে লোকজন অবৈধভাবে বসবাস করছে। জাদির চারদিকে রয়েছে অসংখ্য খোলা পায়খানা। যা জাদির পবিত্রতা নষ্ট করছে। তা ছাড়া জাদির পাশ ঘেঁষে ঘরবাড়ি তৈরি করায় কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাচ্ছে না।

জেলা আদিবাসী ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি থোই অং বলেন, প্রাচীন নিদর্শন ধ্বংস করার জন্য জাদি পাহাড়টি দখল করছে একটি চক্র। জাদি রক্ষার্থে সরকারের উচ্চমহল ও স্থানীয় প্রশাসনকে এগিয়ে আসা অনুরোধ জানান।

বুড্ডিস্ট ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা জাদি সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি ক্যাথিংজ চৌধুরী জানান, জাদি হুমকির মুখে ফেলে বসতি স্থাপন বন্ধের পাশাপাশি তাদের উচ্ছেদ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

পরিবেশ অধিদপ্তর কক্সবাজার কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সর্দার শরীফুল ইসলাম বলেন, পরিবেশ আইন অমান্য করে পাহাড় দখল করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ জন্য কাউকে অধিদপ্তরের কাছ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানতে চাইলে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, জাদি পাহাড় দখলকারীদের বিরুদ্ধে যেকোনো সময় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে।

ভালোবাসায় সিক্ত কলসিন্দুরের মেয়েরা

ময়মনসিংহ অফিস ●

বাড়ি ফেরার সময় পথে পথে উষ্ণ সংবর্ধনা আর মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হলো কলসিন্দুরের কৃতী ফুটবলার মেয়েরা। সদ্য এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয়ী বাংলাদেশ দলের ১৮ ফুটবলারের মধ্যে ৮ জনই ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত ধোবাউড়া উপজেলার কলসিন্দুর গ্রামের মেয়ে।

ময়মনসিংহ জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও ধোবাউড়া উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, ৪ মে বেলা দেড়টার দিকে অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ট্রেনে ঢাকা থেকে প্রথমে ময়মনসিংহ আসে কলসিন্দুরের মেয়েরা। ময়মনসিংহ রেলস্টেশনে তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ওমর হায়াৎ খান, সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ জাহান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন ও ফুটবল কোচ সালাহ উদ্দিন।

রেলস্টেশনে গিয়ে দেখা যায়, কলসিন্দুরের মেয়েদের দেখতে স্টেশনের চত্বরে ভিড় করেছে সাধারণ মানুষ। এ সময় ফুটবলার মারিয়া, নাজমা, মাহমুদা, সাজেদা, শামছুন্নাহার ও তাসলিমা সবার ভালোবাসায় অভিভূত বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। আগামী দিনে বাংলাদেশের জন্য আরও বড় সাফল্য অর্জনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে তারা।

বিকেলে ধোবাউড়ায় পৌঁছালে সেখানে কলসিন্দুরের মেয়েদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা। ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনিসুজ্জামান খান ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই মেয়েদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। সন্ধ্যায় কলসিন্দুর পৌঁছালে সেখানে আরেক পশলা উষ্ণতার ছোঁয়া। পরিবার, স্বজন ও গ্রামবাসী শুভেচ্ছা জানান কৃতী খুদে ফুটবলারদের।

১ মে তাজিকিস্তানে অনুষ্ঠিত এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে ৪-০ গোলে হারায় বাংলাদেশের মেয়েরা।

ঝিনাইগাতীতে কাঠের সাঁকো জরাজীর্ণ, মানুষের দুর্ভোগ

শেরপুর প্রতিনিধি ●

দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের কাঠের সাঁকোটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এতে ওই মালিঝিকান্দা ইউনিয়নের ছয় গ্রামের দুই হাজার মানুষকে সাঁকোটির ওপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় তারা এখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৮ সালের বন্যায় তিনআনী বাজার-কলসপাড় গ্রামীণ সড়কের রাঙ্গামাটিয়া অংশে দুই শ ফুট ধসে যায়। এতে সেখানে একটি বড় খালের সৃষ্টি হয়। এলাকায় খালটি 'মালিঝি খাল' হিসেবে পরিচিতি পায়। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে স্থানীয় সাংসদ মাহমুদুল হকের উদ্যোগে ওই খালের ওপর প্রায় দুই শ ফুট দীর্ঘ একটি কাঠের সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়।

এলাকাবাসী সূত্রে আরও জানা গেছে, দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় সাঁকোটি এখন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এতে সাঁকোটির ওপর দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে রাঙ্গামাটিয়া, ঘোষগাঁও, বামোনতলা, কলসপাড়, খাটুয়াপাড়া ও কালীপাড়া গ্রামের মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। যেকোনো সময় সাঁকোটি ভেঙে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছে এলাকাবাসী। সেতুর এই দুরবস্থার কারণে এলাকার স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও কৃষকদের বেশি সমস্যা হচ্ছে।

খাটুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো. আশরাফ আলী *প্রথম আলো*কে বলেন, রাঙ্গামাটিয়াসহ এই ছয়টি গ্রাম উপজেলার শেষ প্রান্তে। তাই গ্রামগুলো খুবই অবহেলিত। সাঁকো পারাপার ছাড়া এসব গ্রামের মানুষের উপজেলা সদরে যাতায়াতের বিকল্প কোনো পথ নেই।

আশরাফ আলী আক্ষেপ করে বলেন, বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনের আগে জনপ্রতিনিধিরা খালটির ওপর পাকা সেতু করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত কোনো চেয়ারম্যান তা বাস্তবায়ন করেননি। ফলে দুই হাজার গ্রামবাসীর দুঃখ দূর হয়নি। সাঁকোটির স্থলে একটি পাকা সেতু তৈরি করে দেওয়া হলে এলাকাবাসী উপকৃত হবে।

ঘোষগাঁও গ্রামের কৃষক আবদুর রহিম বলেন, ছয় গ্রামে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ও কৃষিপণ্য বাজারজাত করার জন্য এ সাঁকো পার হওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে হয়। এ ছাড়া ভাঙা সাঁকোর ওপর দিয়ে কোনো যান চলাচল না করায় অসুস্থ লোকজনকে যথাসময়ে হাসপাতালে নিতে সমস্যা হয়।

মালিঝিকান্দা ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. আবদুর রেজ্জাক বলেন, ঝিনাইগাতী উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢল বা বন্যা হলে এ সাঁকোর ওপর দিয়ে পানি গড়ায়। তখন সেখান দিয়ে এলাকাবাসীর চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

খাটুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আতিকুল ইসলাম বলে, 'বর্ষায় খালটিতে প্রচণ্ড স্রোত থাকে। তখন আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করি। তাই এ খালের ওপর একটি পাকা সেতু করে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই।'

মালিঝিকান্দা ইউপির চেয়ারম্যান মো. শফিউদ্দিন *প্রথম আলো*কে বলেন, এলাকাবাসীর কষ্ট দূর করতে মালিঝি খালের ওপর পাকা সেতু নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি একাধিকবার আবেদন করেছেন।

ঝিনাইগাতীর উপজেলা প্রকৌশলী মো. ফরিদুল ইসলাম বলেন, মালিঝি খালের ওপর পাকা সেতু নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে এলজিইডির প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া গেলে সেখানে সেতু নির্মাণ করা হবে।

বাঘগুজারা-বদরখালী সড়ক

সড়কের অর্ধেক নদীতে, ঝুঁকি নিয়ে চলছে গাড়ি

চকরিয়া (কক্সবাজার) **প্রতিনিধি** ●

পিচঢালাই সড়কের অর্ধেক অংশ ভেঙে পড়েছে নদীতে। বাকি অংশও বিলীন হওয়ার অপেক্ষায়। এর ওপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন চলাচল করছে যানবাহন। এই অবস্থা কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নের বাঘগুজারা-বদরখালী সড়কের। সিকদারপাড়া হাইদ্দারদিয়া এলাকায় সড়কটির প্রায় আড়াই শ ফুটের মতো ভেঙে মাতামুহুরীতে বিলীন হয়ে গেছে।

স্থানীয় লোকজন জানান, চকরিয়া পৌরশহর থেকে ছেড়ে আসা অটোরিকশা, ট্রাক, জিপ, টেম্পো ও রিকশা এ সড়ক দিয়ে কোনাখালীর বাংলাবাজার ও বদরখালী বাজারে যাতায়াত করে।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, কোনাখালী ইউনিয়নের বাঘগুজারা সেতু থেকে বদরখালী বাজার পর্যন্ত মাতামুহুরী নদীর কূল ঘেঁষে চলে গেছে ১২ কিলোমিটারের সড়কটি। এতে যানবাহন চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সড়কের বিভিন্ন স্থানে পিচঢালাই উঠে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে খানাখন্দ। এর মধ্যে কোনাখালীর সিকদারপাড়া ও বাংলা বাজারের পশ্চিমে সড়কের অর্ধেক অংশ বিলীন হয়ে গেছে নদীতে। এসব স্থানে সড়ক সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় গাড়ি চলাচল করছে এক পাশ দিয়ে।

কোনাখালী ইউনিয়নের সিকদারপাড়ার বাসিন্দা আবদুস শুক্কুর (৩২) বলেন, 'মাতামুহুরী নদীর দুই পাড়ের বিভিন্ন অংশ দখল করে দোকান-পাট ও মৎস্যঘের গড়ে উঠায় পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পাহাড়ি ঢল ও জোয়ারের পানির ধাক্কা লাগছে সরাসরি সড়কের ওপর। এ কারণে সড়ক ভেঙে পড়ছে।' ওই গ্রামের গৃহবধূ এলমুন্নাহার (৪৫) বলেন, 'চোখের সামনেই সড়কটি ভেঙে নদীতে পড়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে কারও মাথাব্যাথা নেই।'

স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) চকরিয়া উপজেলা কার্যালয় সূত্র জানায়, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ২০০৪ ও ২০০৯ সালে দুই দফায় সড়কটিতে পিচঢালাইয়ের কাজ করা হয়। কিন্তু গত বছরের বন্যায় সড়কটির বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ভাঙন বাড়তে থাকায় ধীরে ধীরে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে সড়কটি।

কোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান দিদারুল হক সিকদার বলেন, 'বাঘগুজারা-বদরখালী সড়কটি মূলত মাতামুহুরী নদীর বাঁধ। এ বাঁধটি বন্যা ও জোয়ারের পানি থেকে কোনাখালীবাসীকে রক্ষা করে। বর্তমানে সড়কটি নাজুক হয়ে পড়েছে। এলজিইডি ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা সরেজমিনে কয়েকবার সড়কটি দেখে গেছেন। তাঁরা কোনাখালীর জনপদকে রক্ষায় দ্রুত সড়কটি মেরামতে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

শিলাবৃষ্টি

লালমনিরহাটসহ উত্তরাঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় ৫ মে গভীর রাতে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এতে জেলার সদর উপজেলার মোগলহাট ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বেশি মাত্রায় শিলাবৃষ্টির কারণে খেতের ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক টিনের ঘরের চালা ফুটো হয়েছে। ফলে টিনের চালা দিয়ে এখন ঢুকছে বৃষ্টির পানি। নিজের খেতে একটি জমে যাওয়া শিলাখণ্ড হাতে নিয়ে দেখাচ্ছেন একজন স্থানীয় কৃষক। ৬ মে সকালে সদর উপজেলার দুড়ারকুটি গ্রাম থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

প্রথম আলো
gulfedition@prothom-alo.info

প্রবাসী আয়ে ভাটা

সরকার কি সামনে আশা জাগাতে পারবে?

চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) প্রবাসী-আয় এসেছে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩০ কোটি ডলার কম। প্রবাসী-আয় বা রেমিট্যান্সই বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। জিডিপি বা মোট দেশজ উৎপাদনেও এর ভূমিকা ব্যাপক। প্রবাসী-আয় কমে আসাকে তাই অর্থনীতির জন্য অশনিসংকেত হিসেবে ধরতে হবে। বিদেশ থেকে কেন কম বৈদেশিক মুদ্রা আসছে এবং কীভাবে একে আগের জায়গায় নেওয়া যায়, এসব প্রশ্নের উত্তর সরকারের কাছে রয়েছে তো?

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের প্রবাসী-আয় কমে আসার আশঙ্কা কয়েক বছর ধরেই উচ্চারিত হচ্ছিল। *প্রথম আলোর* বৃহস্পতিবারের প্রধান শিরোনামে সেই আশঙ্কারই বাস্তব আলামত প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত গত জানুয়ারি থেকে বিদেশ থেকে অর্থ আসার মাত্রা কমতে শুরু করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শুরু থেকেই অর্থনীতির আস্থার সূচক প্রবাসী-আয়ে মন্দা ভাব চলছে বলে জানিয়েছে *প্রথম আলো*। প্রবাসী-আয় কমে যাওয়ায় জাতীয় ভোগ কমে যাবে। যার প্রভাব পড়বে অভ্যন্তরীণ বাজারে। তা নেতিবাচক ছাপ রেখে যাবে জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে। তা ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে যে নিম্ন আয়ের মানুষেরা প্রবাসী-আয়ের ওপর নির্ভরশীল, শ্রেণি-উত্তরণের বদলে তাঁদের অনেকেরই দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হবে।

দেশে ডলারের তুলনায় টাকার শক্তিশালী অবস্থান, আবার ইউরোপসহ আরও কয়েকটি জায়গায় ডলারের তুলনায় যে স্থানীয় মুদ্রায় বাংলাদেশিরা আয় করেন, তার দাম কমে যাওয়ায়ও দেশে পাঠানো টাকার অঙ্ক কমে যাচ্ছে বলে বিশ্লেষকেরা জানাচ্ছেন। অন্যদিকে লিবিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকের কর্মসংস্থান বন্ধের প্রভাবও এই খাতকে ভোগাচ্ছে। এ ছাড়া কম বেতনভোগী নারী শ্রমিকেরা বেশি হারে বিদেশ যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জনশক্তি রপ্তানি বাড়লেও রেমিট্যান্স বাড়ছে না।

এককথায় পরিস্থিতি বহু কারণেই প্রতিকূল। একে অনুকূল করায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বিত কর্মপন্থা দরকার। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশি কিছু শ্রমিকের জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িত থাকার মতো ঘটনাও বিদেশে কর্মসংস্থানকে প্রভাবিত করবে। সরকার কি সামনের কঠিন পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারছে?

রসুনের দাম আকাশচুম্বী

রোজার আগে বাজার তদারকি জোরদার করুন

চীনা রসুনের দাম এক দিনে এক লাফে ৭০ টাকা বেড়ে গত শনিবার কেজিতে ২৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। চীনা রসুনের পাশাপাশি দেশি রসুনের দামও কেজিতে ২০ থেকে ৩০ টাকা বেড়ে দাম হয়েছে ১২০ থেকে ১৪০ টাকা। হঠাৎ করে রসুনের বাজার অস্থির হয়ে ওঠার পেছনের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে চীনা রসুনের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিক্রেতারা বলছেন, তবে এটা স্থায়ী হবে না, শিগগিরই দাম কমে যাবে। তবে রোজার মাস সামনে রেখে বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়া যেন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। রমজান মাস আসতে এখন এক মাসও বাকি নেই। মাসটিকে সামনে রেখে এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নয় তো!

এরই মধ্যে বেশ কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে। রমজান মাসে যেসব পণ্যের চাহিদা বাড়ে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী কোনো কারণ ছাড়াই সেসব পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন। তাই পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারকে এখন থেকেই কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। ডাল, ছোলা, তেল, চিনিসহ অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে হবে। চাহিদার প্রাক্কলন এবং চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দর বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও বিষয়টি ঠিক করা যায়। কিছু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও নানা ধরনের কারসাজি করেন। খেয়াল রাখতে হবে এ ধরনের কোনো তৎপরতা যেন রোজার আগে না ঘটে। সরকারকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যেন অন্য ব্যবসায়ীরাও বাজারে আসতে পারেন। তাহলে একটা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। পণ্যের মূল্য কমানোর ক্ষেত্রে এটা একটা প্রভাবক হতে পারে।

সরকারি বাণিজ্য সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশকে (টিসিবি) শক্তিশালী ও এই মাত্রায় সক্রিয় থাকতে হবে, যাতে এ ধরনের সিন্ডিকেটের যেকোনো অপচেষ্টা রুখতে প্রয়োজনে বাজারে হস্তক্ষেপ করা যায়।

প্রসঙ্গ : বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা ■ বিশেষ সাক্ষাৎকার

বিচারপতি অপসারণ-সংক্রান্ত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করেছেন হাইকোর্ট। সরকারপক্ষ আপিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে সাবেক আইনমন্ত্রী **শফিক আহমেদ** ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি **খন্দকার মাহবুব হোসেন** *প্রথম আলোর* মুখোমুখি হয়েছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মিজানুর রহমান খান**

আসুন, আপিলের শুনানির জন্য অপেক্ষা করি

শফিক আহমেদ

প্রথম আলো ● বিচারক অপসারণের ব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্ট থেকে সংসদের কাছে যাওয়াটাই কি একটা দুর্ঘটনা? আসলে সংশয়টা কোথায়?

শফিক আহমেদ ● প্রায় সব উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্বে এই রীতি চালু আছে। আমার মনে হয়, সংসদীয় অপসারণ-ব্যবস্থায় বিচারকদের জন্য সুরক্ষাটা আরও বেশি আছে। অবশ্য যদি তেমনভাবে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর আওতায় দুটি আইন করা হয়। কী উপায়ে সংসদে প্রস্তাব আনা হবে আর কী উপায়ে তদন্ত কমিটি অপসারণ করা হবে, তা উল্লেখ করে দুটি আইন লাগবে। এটা দেখার বিষয় যে বিচারক অপসারণে আগে ছিল একটি ধাপ, এখন হবে মোটামুটি তিনটি, মানে আরও সুরক্ষা বাড়তে পারে।

প্রথম আলো ● সেই আইন হয়নি। কিন্তু হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের আগে মন্ত্রিসভায় যে খসড়া অনুমোদিত হয়, তাতে প্রস্তাবিত তদন্ত কমিটিতে কর্মরত বিচারকদের রাখা হয়নি। সুতরাং হাইকোর্টের শুনানিতে তার একটা প্রভাব কি পড়েছে মনে হয়?

শফিক আহমেদ ● সেটা তো বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ ছিল না।

প্রথম আলো ● তাহলে শুধু সংসদের কাছে যাবে, সেটাই কী করে সংবিধানের পরিপন্থী হলো?

শফিক আহমেদ ● হাইকোর্টের প্রতি আমাদের আস্থা আছে, কিন্তু আরেকটি ধাপ হলো আপিল বিভাগ। সেখানে যখন ফয়সালা হবে, তখন বলা যাবে কোনটি সঠিক, কোনটি নয়। সংসদ কিন্তু চট করে কোনো বিচারককে অপসারণ করতে পারবে না। অভিযোগ এলে সংসদীয় কমিটি প্রাথমিক যাচাই করেই তবে তদন্ত কমিটিতে পাঠাবে।

প্রথম আলো ● এটা যুক্তির কথা। কিন্তু ইদানীং বিচারকদের প্রতি সংসদের ফ্লোর থেকে যেভাবে অবমাননাকর মনোভাব দেখানো হচ্ছে, তা কি সংশয় বাড়াচ্ছে না? অপসারণের আগেই বিচারক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

শফিক আহমেদ ● রায় নিয়ে আলোচনায় সংসদে অতি উৎসাহী মনোভাব দেখানো সমীচীন নয়। আপিল বিভাগের রায়ের জন্য তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে।

প্রথম আলো ● সংসদীয় কার্যপ্রণালি বিধিতে যা বলা আছে, তার লঙ্ঘন ঘটছে। এর প্রতিকার কী?

শফিক আহমেদ ● প্রতিকার তো সংসদই নেবে।

প্রথম আলো ● কিন্তু সেটা কী প্রতীয়মান হচ্ছে? কোনো সাংসদ তো এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছেন না।

শফিক আহমেদ ● আমি একমত। আজও দেখলাম যে নৌমন্ত্রী এ বিষয়ে যেভাবে বক্তব্য দিলেন, তা সঠিক নয়। তবে কথা হলো, কোনো বিচারকের আচরণের তদন্তের সময় কিন্তু প্রকাশ্যে আলোচনার সুযোগ থাকবে না।

প্রথম আলো ● চতুর্থ সংশোধনীতে সংসদীয় ক্ষমতা রদ করে রাষ্ট্রপতির হাতে অপসারণের ক্ষমতা ন্যস্ত করা ছিল, সেই অবস্থায় কাউন্সিল এল। আবার আমরা এ-ও দেখলাম, পঞ্চম সংশোধনীর রায়ে বিচারপতি খায়রুল হক এই সামরিক ফরমানটিই টিকিয়ে রাখলেন। পরে আপিল বিভাগও তা বহাল রাখলেন। আপনি তখন আইনমন্ত্রী ছিলেন।

শফিক আহমেদ ● হ্যাঁ, এই বিধানকে মার্জনা করা হয়েছিল।

প্রথম আলো ● তদন্ত কমিটিতে কোনো কর্মরত বিচারককে না রাখাই আস্থাসংকটের বড় কারণ কি না?

শফিক আহমেদ ● কথা ছিল খসড়াটা সুপ্রিম কোর্টের কাছে যাবে। আমার মতে, প্রধান বিচারপতিসহ কর্মরত বিচারকদের কমিটিতে রাখতেই হবে। এখানে আমি তাই আইন কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত করি। যেমন অবসরপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেলকে তদন্ত কমিটিতে রাখা আমি মানি না।

প্রথম আলো ● শুনানির প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলে তত দিন কি আইন করা থেকে সংসদকে নিবৃত্ত থাকতে হবে?

শফিক আহমেদ ● সেখানে তো একটা শূন্যতা সৃষ্টি হবে।

প্রথম আলো ● এই মুহূর্তে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ (কাউন্সিল, না সংসদ) কোনটি বহাল? সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কি পুনরুজ্জীবন ঘটেছে?

শফিক আহমেদ ● মনে হয় না রায়ে এ বিষয়ে তেমন কোনো নির্দেশনা আছে।

প্রথম আলো ● তাহলে আপিলের প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ৯৬ অনুচ্ছেদের আইনি মর্যাদা কি থাকবে?

শফিক আহমেদ ● এটা এখনো বিচারাধীন।

প্রথম আলো ● এ কথার যুক্তি কী? হাইকোর্ট কি তাহলে 'মামলাটির সহিত সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয় জড়িত আছে' মর্মে সংবিধানের ১০৩(২) অনুচ্ছেদের আওতায় সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন?

শফিক আহমেদ ● হ্যাঁ, করেছেন বলে আমি শুনলাম।

প্রথম আলো ● যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে হাইকোর্ট নিজেই কিন্তু মনে করছেন যে, এর সঙ্গে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আর তা আপিল বিভাগ নিষ্পত্তি করবেন।

শফিক আহমেদ ● ঠিক তাই, সে কারণে আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর আইন দুটি না করা পর্যন্ত কাউকে অপসারণের কোনো প্রশ্নই আসে না।

প্রথম আলো ● আপনাকে ধন্যবাদ।

শফিক আহমেদ ● ধন্যবাদ।

বিচারকেরা রাজনৈতিক চাপে থাকবেন

খন্দকার মাহবুব হোসেন

প্রথম আলো ● আদর্শস্থানীয় কোনো গণতান্ত্রিক দেশে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ব্যবস্থা নেই, তাহলে ভীতিকর কি ৭০ অনুচ্ছেদটাই?

খন্দকার মাহবুব হোসেন ● প্রথম কথা হলো তাদের সংস্কৃতি থেকে আমাদেরটা আলাদা। যাঁরা সংসদে যাচ্ছেন, তাঁরা প্রধানত বিচক্ষণ রাজনীতিক নন। বেশির ভাগই টাকার জোরে, দলীয় টিকিটের জোরে যাচ্ছেন। তাঁদের কাছে তাই প্রজ্ঞা আশা করা যায় না। আমাদের বিচার বিভাগ সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন, কিন্তু নিম্ন আদালতকে আমরা রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবমুক্ত করতে পারিনি।

প্রথম আলো ● ১১৬ অনুচ্ছেদে যেখানে নিম্ন আদালতের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে আছে, সেই বিধানকে চতুর্থ সংশোধনী ও জিয়ার সামরিক ফরমান থেকে মুক্ত করতে না পারার কারণে বিচার বিভাগকে সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন বলা যায় না।

খন্দকার মাহবুব হোসেন ● হ্যাঁ, আপনারা এটা বারবার লিখেছেন, তদুপরি বলব, বর্তমান প্রধান বিচারপতি এসে অনেকটা পরিবর্তন এনেছেন। আগে বিচারক বদলি ও পদায়নে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে নামমাত্র পরামর্শ হতো।

প্রথম আলো ● বর্তমান প্রধান বিচারপতির আমলেও বদলির পরামর্শ থমকে ছিল, প্রধান বিচারপতিকে এ জন্য আলটিমেটাম দিতে হয়েছে।

খন্দকার মাহবুব হোসেন ● এটা ঠিক আমরা সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন হলেও কার্যক্ষেত্রে স্বাধীন নই।

প্রথম আলো ● ১১৬ অনুচ্ছেদকে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরিয়ে নেওয়া এবং বিচারক নিয়োগে আপিল বিভাগেরই তৈরি করা আইনের বাস্তবায়নের কি দরকার নেই? এর সঙ্গে বিচারক অপসারণের প্রক্রিয়া কী হবে, তার কি কোনো যোগসূত্র নেই? উচ্চ আদালতের বিচারক অপসারণ সংসদের কাছে যাওয়ার বিরোধিতা করছেন, আর নিম্ন আদালতের বিচারক অপসারণ সরকারের হাতেই রাখবেন?

খন্দকার মাহবুব হোসেন ● হ্যাঁ, তার দরকার আছে। বিচারক নিয়োগের নীতিমালার জন্য আমরা ঘন ঘন দাবি তুলেছি। বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য নিম্ন আদালতের বিচারক অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের কাছেই ন্যস্ত করতে হবে।

প্রথম আলো ● আপনি গত তিন মেয়াদে সুপ্রিম কোর্টের সভাপতি ছিলেন, এ সময়ে আপনি এ বিষয়ে জোরালো আন্দোলন করেননি। বিচারপতি এম এ মতিন দুঃখ করে বলেছেন, এ কোন দেশ, যেখানে বিচারক নিয়োগের আইন থাকতে সুপ্রিম কোর্ট বার নীতিমালা চাইছে?

খন্দকার মাহবুব হোসেন ● আমি এই সমালোচনা গ্রহণ করি। তবে যেখানে যতটুকু এখন আছে, সেখানে আমরা যদি মানসিক শক্তি অর্জন করি, পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা না করি, তাহলে আমরা এগোতে পারি। আর সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে যেখানে প্রধান বিচারপতি ও দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক ছিলেন, তার পরিবর্তে আজ যদি সংসদের ফ্লোর ভাগ্যনিয়ন্তা হয়, তাহলে তো ভয়ানক ব্যাপার ঘটবে। রায়ের পরে আমরা যা দেখলাম, তাতে আশঙ্কা করি, কেউ রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে সংসদে এসে খড়্গহস্ত হওয়ারই প্রবণতা দেখাতে পারেন। সর্বোচ্চ আদালতকে চাপে ফেলতেই কাউন্সিল বিলোপ করে সংসদের হাতে অপসারণের ক্ষমতা নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলো ● বিচারপতি খায়রুল হক যেভাবে বিচারক অপসারণের প্রক্রিয়াকে ৭০ অনুচ্ছেদের আওতামুক্ত মানে দলীয় হুকুমের বাইরে রাখার কথা বলেছেন, সেটার বাস্তবায়ন হলে কি অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে?

খন্দকার মাহবুব হোসেন ● তিনি বলেছেন, ৭০ অনুচ্ছেদ এখানে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু তিনি সঠিক বলেননি। কারণ, ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দলের সিদ্ধান্তই চলবে। এমনকি যদি তা নাও চলে, তাহলেও আমি বলব, আমাদের বর্তমান যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সেখানে যদি এই ক্ষমতা সংসদের কাছে যায়, তাহলেও বিচারকদের ওপর একটা রাজনৈতিক চাপ থাকবে। বর্তমানে অনেক রাজনীতিকই আইন পেশায় আছেন, যখন তাঁরা আদালতে প্রতিকার পাবেন না, তখন তাঁরা সংসদে গিয়ে নানা অভিযোগ তুলতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁরা শালীনতাও হারাতে পারেন। যে রায় এসেছে তাঁর প্রতিকার হলো আপিল। সেটা জানা সত্ত্বেও সংসদে সেই রায়ের বিষয়ে শালীনতাবিহীন আলোচনা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। বিচারকদের প্রতি যেভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে, তা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। এখানে ক্ষতিকর প্রবণতাটাই সবচেয়ে লক্ষণীয়। আর সেটা হলো, আমরাই যেহেতু আপনাদের বিচারক করেছি, তাই আমরা যা খুশি তা-ই বলতে পারব! তারা একদা হৃষ্টচিত্তে পঞ্চম, সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলে আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অথচ এখন তাঁরা বলছেন, সংসদের আইন আদালত বাতিল করতে পারেন না।

প্রথম আলো ● আপনাকে ধন্যবাদ।

খন্দকার মাহবুব হোসেন ● ধন্যবাদ।

মিরাজের শিক্ষা

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

মিরাজ মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি একটি মুজিজা বা অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা। নবুওয়তের ১১তম বছর ২৭ রজব রাত্রিকালে মিরাজ সংঘটিত হয়। তখন নবীজির বয়স ৫১ বছর। এ বছর নবীজির চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন এবং আবু তালিবের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে নবীজির সহধর্মিণী হজরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-এর ওফাত হয়। ঘরে-বাইরে এই দুজন নবীজির অতিপ্রিয় ও জীবনের বড় অবলম্বন ছিলেন। একই বছর প্রধান দুই প্রিয়ভাজন ও অবলম্বন হারিয়ে নবীজি খুবই বিচলিত হন। তাই এ বছরকে আমুল হুজন বা দুশ্চিন্তার বছর বলা হয়। প্রিয় নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ও স্বীয় রহস্যলোক দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবিবকে মিরাজে নিয়ে যান। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মিরাজ হয়েছিল সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাস এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদি আধ্যাত্মিক বা রুহানিভাবে অথবা স্বপ্নে হতো তাহলে তাদের অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। বিজ্ঞান দিয়ে মিরাজ প্রমাণ হওয়া বা না-হওয়া ইমানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কারণ, ওহি-সংক্রান্ত বিষয় অনুধাবন করার জন্য মানুষের জ্ঞান যথেষ্ট নয় এবং মানুষের সীমিত জ্ঞান ও পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান এখনো ওহি ব্যাখ্যা করার মতো উৎকর্ষ লাভ করেনি। মিরাজের বিবরণ কোরআনুল কারিমের ২৭ পারায় ৫৩ নম্বর সুরা নাজমের ১ থেকে ১৮ নম্বর আয়াতে এবং ১৫ পারায় ১৭ নম্বর সুরা ইসরা বা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াত ও ২২ থেকে ৪০ নম্বর আয়াতে; হাদিস শরিফে বুখারি ও মুসলিম, সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য কিতাবেও এই ইসরা এবং মিরাজের বিষয়টি নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ সূত্রে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

মিরাজ : মিরাজ অর্থ ঊর্ধ্বগমন। মিরাজ হলো মহানবী (সা.) কর্তৃক সশরীরে সজ্ঞানে জাগ্রত অবস্থায় হজরত জিবরাইল (আ.) ও হজরত মিকাইল (আ.) সমভিব্যাহারে বোরাক বাহনমাধ্যমে মসজিদুল হারাম (কাবা শরিফ) থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে প্রথম আসমান থেকে একে একে সপ্তম আসমান এবং সিদরাতুল মুন্তাহা (সীমান্তের বদরিবৃক্ষ) পর্যন্ত এবং সেখান থেকে একাকী রফরফ বাহনে আরশে আজিম পর্যন্ত ভ্রমণ; মহান রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে দিদার লাভ ও জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন করে ফিরে আসা।

ইসরা : ইসরা অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। যেহেতু নবী করিম (সা.)-এর মিরাজ রাত্রিযোগে হয়েছিল, তাই এটিকে ইসরা বলা হয়। বিশেষত বায়তুল্লাহ শরিফ তথা খানায়ে কাবা থেকে মসজিদুল আকসা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে ইসরা বলা হয়ে থাকে। কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি পবিত্র (আল্লাহ) যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত। যার আশপাশ আমি বরকতময় করেছি। যাতে আমি তাঁকে আমার নিদর্শনগুলো দেখাতে পারি। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা-১৭ ইসরা-বনি ইসরাইল, আয়াত : ১)।

আল-কোরআনে মিরাজের বর্ণনা : কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা মিরাজ বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই মিরাজ ভ্রমণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'শপথ নক্ষত্রের যখন তা বিলীন হয়। তোমাদের সাথি (মুহাম্মদ সা.) বিপথগামী হননি এবং বিভ্রান্ত হননি। আর তিনি মনখোদ কথা বলেন না। (বরং তিনি যা বলেন) তা প্রদত্ত ওহি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাঁকে শিখিয়েছেন মহাশক্তিধর (জিবরাইল আ.)। সে (জিবরাইল আ.) পাখাবিশিষ্ট, সে স্থিত হয়েছে দূর ঊর্ধ্বে। অতঃপর নিকটবর্তী হলো, পরে নির্দেশ করল। তারপর হলো দুই ধনুকের প্রান্তবর্তী বা আরও কাছে। পুনরায় তিনি ওহি করলেন তাঁর বান্দার প্রতি, যা তিনি ওহি করেছেন। ভুল করেনি অন্তর যা দেখেছে। তোমরা কি সন্দেহ করছ তাঁকে, যা তিনি দেখেছেন সে বিষয়ে। আর অবশ্যই দেখেছেন তিনি তাকে দ্বিতীয় অবতরণস্থলে; সিদরাতুল মুন্তাহার কাছে; তার কাছেই জান্নাতুল মাওয়া। যখন ঢেকে গেল সিদরা যা ঢেকেছে; না দৃষ্টিভ্রম হয়েছে আর না তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন; অবশ্যই তিনি দেখেছেন তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শন।' (সুরা-৫৩ নাজম, আয়াত : ১-১৮)।

আল-কোরআনে মিরাজের যেসব সিদ্ধান্ত : মিরাজ রজনীতে হাবিব ও মাহবুবের এই একান্ত সাক্ষাতে যেসব বিষয় ঘোষণা হয়েছে, তা কোরআন মজিদে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আর আপনার রব ফয়সালা দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া কারও ইবাদত করবে না; আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের। হয়তো তাঁদের যেকোনো একজন অথবা উভয়জন তোমার কাছে বার্ধক্যে পৌঁছাবেন, তবে তাঁদের জন্য তুমি উহ্ বলো না এবং তাঁদের ধমক দিয়ো না; আর তাঁদের উদ্দেশে সম্মানজনক কথা বলো। আর ছড়িয়ে দাও তাঁদের দয়ার জন্য বিনয় ও আনুগত্যের ডানা; এবং বলো, "হে আমার প্রভু! তাঁদের রহম করো, যেরূপ তাঁরা রহম করেছেন আমায় শৈশবে।" তোমাদের রব ভালো জানেন, তোমাদের সত্তায় যা আছে। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও, তবে তিনি অনুগতদের জন্য ক্ষমাশীল। আর দাও নিকট স্বজনদের তাদের অধিকার; আর মিসকিনদের ও পথসন্তান (তাদের অধিকার দাও); অপচয় করো না নিষ্ঠুরভাবে। নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই; আর শয়তান তার রবের অকৃতজ্ঞ। হয়তোবা তুমি তাদের (বঞ্চিতদের) থেকে মুখ ফেরাও, তুমি তোমার রবের অনুগ্রহ লাভের আশা করো! তবে তাদের সঙ্গে কোমল কথা বলো; বলো তাদের জন্য সহজ কথা। আর তোমার হাত গলবন্দী করো না এবং তা সম্পূর্ণ বিস্তারে বিস্তৃত করো না, তবে তুমি বসে যাবে নিন্দিত চিন্তিত হয়ে। নিশ্চয় আপনার রব ছড়িয়ে দেন রিজিক আর পরিমিত করেন (যার জন্য ইচ্ছা); নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল প্রত্যক্ষকারী। আর তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না অনটনের ভয়ে। আমিই তাদের রিজিক দেব এবং তোমাদেরও; নিশ্চয় তাদের হত্যা চরম অন্যায়। আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীলতা ও মন্দ পথ। আর তোমরা ওই সত্তাকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন; বরং ন্যায়ত। আর যে নিহত হবে জুলুমে, তবে অবশ্যই আমি রেখেছি তার অভিভাবকের জন্য অধিকার; তবে সে হত্যায় বাড়াবাড়ি করবে না, নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আর তোমরা এতিমের সম্পদের কাছেও যেয়ো না; বরং তা যা উত্তম; যত দিনে সে দৃঢ়তায় সামর্থ্যে পৌঁছে। আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো, নিশ্চয় অঙ্গীকার জিজ্ঞাসিত হয়। আর তোমরা মাপে পূর্ণ দাও যখন মাপো, ওজন করো দৃঢ় সরল তুলাদণ্ডে। মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়। মিরাজেই রমজানের রোজা নির্ধারণ হয়। নামাজের তাশাহহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু মিরাজেরই স্মারক। মিরাজের চৌদ্দ দফা সিদ্ধান্ত সুন্দর জীবন, সুন্দর সমাজ, নিরাপদ পৃথিবী ও উন্নত সভ্যতা এবং স্থিতিশীল জাতি বিনির্মাণ ও মানবতার উৎকর্ষের চূড়ান্ত দলিল।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী : যুগ্ম মহাসচিব : বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক : আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

আওয়ামী লীগ কি আছে আওয়ামী লীগেই?

যুক্তি তর্ক গল্প

আবুল মোমেন

বেশ কয়েক বছর আগে একটি সেমিনারে দেশের একজন খ্যাতনামা বাম বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যের পরে বলতে ইচ্ছে করেছিল—যতই সমালোচনা করুন, সত্য হচ্ছে, দেশ থেকে যদি আজ আওয়ামী লীগ নামের দলটি লুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে অনেক উদার মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আপনার পক্ষেও প্রাণে বাঁচা কঠিন হবে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মান্ধ শক্তি বুদ্ধিজীবী নিধনের নীলনকশার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে পারেনি, তার আগেই দখলদার পাকিস্তানের পরাজয় হয়েছিল এবং দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে সেই আরব্ধ কাজ তারা সহজেই সম্পন্ন করবে।

এরপরে অনেক দিন গত হয়েছে। এ সময়ে একাত্তরের পরাজিত শক্তি ক্ষমতায় ফেরার সুযোগ খুঁজে ফিরেছে এবং ২০০১-এ সাময়িকভাবে ক্ষমতায় এসেও ছিল। এদিকে পঁচাত্তরে ক্ষমতা হারানোর পর থেকে আওয়ামী লীগও পথ খুঁজেছে ক্ষমতায় ফেরার। রাজনৈতিক দল জানে, দেশের ও মানুষের জন্য কিছু করতে হলে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রয়োজন। এই ভাবনার মধ্যে তেমন ভুল নেই।

ক্ষমতায় ফেরার অভিযানে নেমে আওয়ামী লীগের নতুন নেতৃত্ব উপলব্ধি করেন এ দেশের জনগণের শিক্ষা ও চেতনার যে মান, তাতে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি আঁকড়ে থাকলে চলবে না। তদুপরি দলের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের সমালোচনার প্রধান অস্ত্রই হলো ধর্ম, সমালোচনার মূল বক্তব্য—আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে ইসলাম ধর্ম থাকবে না। প্রতিপক্ষ এমন প্রচারণাও চালিয়ে লাভবান হতো যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলুধ্বনি হবে। তৎকালীন একজন জেলা প্রশাসক আমাকে বলেছিলেন, একবার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন নির্বাচনী জনসভায় একদিকে কোরআন এবং অন্যদিকে গীতা রেখে সমবেত শ্রোতার উদ্দেশে বলেছিলেন, আপনারা কোরআন চান, নাকি গীতা? কোরআন চাইলে বিএনপিকে ভোট দিতে হবে, নৌকায় ভোট দিলে কোরআন পাঠ বন্ধ হয়ে গীতা পাঠ করতে হবে। এটি ধর্মভিত্তিক প্রচারণার একটি চরম দৃষ্টান্ত। এর সঙ্গে অবশ্যই ভারত-বিরোধিতার রাজনীতিও যুক্ত ছিল।

১৯৯১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের মূলে ফলাফল সম্পর্কে তাদের অতি আত্মবিশ্বাস ও প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে অবমূল্যায়নের ত্রুটি ধরা যাবে। কিন্তু বিএনপির অনুকূলে অধিকাংশের ভোট দেওয়ার পেছনে কাজ করেছিল সেই ধর্মের কার্ড। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের কার্ড খেলে এই প্রচারণা ঠেকাতে পারেনি। পরবর্তী দুই দশক ধরে আওয়ামী লীগ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অপপ্রচারের মূল অস্ত্র অকার্যকর করে দেওয়ার ব্রত পালন করেছে। সে কাজে কৌশল হলো প্রতিপক্ষের অস্ত্র দিয়েই তাদের ঘায়েল করা। '৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হওয়ার পর দলটির নেতৃত্ব ক্ষমতায় যাওয়ার গুরুত্ব এত বেশি বলে মনে করলেন যে মাঠপর্যায়ের মূল প্রতিপক্ষ বিএনপিকে ঘায়েল করার জন্য প্রতিপক্ষ স্বৈরাচারের সহযোগিতা এবং রাজনীতিতে আদর্শিক প্রতিপক্ষ জামায়াতের সহানুভূতি নিয়ে ক্ষমতায় যেতে আপত্তি হয়নি। সেই থেকে আমাদের মূল রাজনীতিতে আদর্শের গুরুত্ব হারিয়ে যেতে থাকে।

রাজনীতিতে আদর্শকে রক্ষা করতে করণীয় ছিল সমাজ পরিবর্তন—সে তো সবারই জানা। সবাই জানি, ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে এ দেশে শিক্ষিত নাগরিক সমাজে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। ষাটের দশকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের স্বপ্ন তার পালে হাওয়া দিয়েছিল আর তখনই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনীতি ও তার অনুষঙ্গী সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন একে বেগবান করে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের পরিবর্তনকেই আমাদের নেতৃত্ব চূড়ান্ত অর্জন হিসেবে গণ্য করেছিলেন। ফলে স্বাধীনতার পরে সামাজিক রূপান্তরের সচেতন কাজ স্থগিত হয়ে গেল। যাঁদের এ কাজের মূল কারিগর হওয়ার কথা—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক, পেশাজীবী—তাঁরাও রাষ্ট্রক্ষমতার প্রসাদ পেতে প্রতিযোগিতায় নামলেন, ক্ষমতার রাজনীতির খেয়োখেয়িতে জড়িয়ে মূল কাজে ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলেন। এটা অন্তত দুই দশকে ক্রমান্বয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে।

স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয় অর্জনের তিন বছরের মাথায় প্রতিপক্ষ ষড়যন্ত্র ও হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমাজমানসকে আরও পেছনে ঠেলার কাজ শুরু করেছিল। বলা বাহুল্য, পরিবর্তন ও প্রগতির প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত আওয়ামী লীগকে ঠেকানোর জন্য তারা প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে ধর্মকে। জিয়া ও এরশাদ এবং তাঁদের সৃষ্ট রাজনৈতিক দল বিএনপি ও জাতীয় পার্টি এ কাজে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছে। তাদের ঢাল হিসেবে কাজে লাগিয়ে জামায়াত ও ধর্মান্ধ শক্তি নিজেদের অবস্থান সমাজে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করেছে। সমাজে এই শক্তি বৃদ্ধিতে পেট্রোলের সমৃদ্ধ আরব বিশ্ব বিবিধ ভূমিকা পালন করেছে। একদিকে আমাদের সমাজের নিম্নবর্গের বিশাল অভিবাসী শ্রমজীবী মানুষকে তাদের সংস্কৃতিতে প্রভাবিত করেছে আর অন্যদিকে ওয়াহাবি পন্থার জঙ্গি ইসলাম প্রচারে এ দেশে টাকা ঢেলেছে।

তার ওপর ১৯৯০ সাল নাগাদ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের ফলে এ দেশে সমাজ পরিবর্তনের শেষ আদর্শিক রাজনৈতিক ধারাও বিলীন হয়ে পড়ে। বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির প্রভাবে নাগরিক সমাজে ভোগবাদী প্রবণতা বেড়েছে। এই প্রবণতা কেবল আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে। এই ক্রান্তিকালে নাগরিক সমাজ বৈষয়িকভাবে বিকশিত হয়েছে, তার ভোগের ক্ষমতা ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু হারিয়েছে সৃজনশীলতা ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক চেতনা এবং সেই সঙ্গে আতঙ্কবোধ ও শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজ না হলো আরব ও বৃহত্তর পারস্যের ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক দর্শনের সঙ্গে পরিচিত, না পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের দর্শন ও তত্ত্বের চর্চায় আগ্রহী। আমরা হয়ে পড়লাম পরগাছার মতো, পশ্চিম এবং আরব বিশ্ব উভয়ের।

ফলে এ দেশের সমাজমানসে একধরনের বিভ্রান্তিকর বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে ভোগবাদিতার সঙ্গে আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মাচারের সহাবস্থান চলছে। পরিণতিতে ধর্মের আচার পালনের ব্যাপকতার মধ্যেও ধর্মীয় নৈতিকতাকে পাত্তা না দিয়ে উল্টো পাল্লা দিয়ে সমাজে মিথ্যাচার, দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণসহ অপরাধ ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। এর কারণ সারা বিশ্বের মানুষ আজ তার আদত মনুষ্যধর্মের বা মনুষ্যত্বের গভীর সংকটে পড়েছে। এটি আত্মিক সংকট এবং ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির সংকট। এটি আমাদের দেশেরও মৌলিক সংকট, এখানে গভীর ও তীব্র হয়ে বসছে তার কামড়। আমরা লক্ষ করছি, এই আত্মিক সংকটকালে দেশে দেশে ধর্মীয় কট্টরপন্থার উদ্ভব ঘটেছে এবং সংকটাপন্ন বিভ্রান্ত মানুষ ধর্মের আশ্রয় নিতে গিয়ে কট্টরপন্থার কবলে পড়ছে, যা পরিণতিতে আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংকটকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করে তুলছে। ধর্মের নামে ভয় ও ঘৃণা, হত্যা ও ধ্বংসের চর্চা চলছে। ভক্তি ও আত্মনিবেদনে, মানবপ্রেম ও গঠনমূলক কাজ, যা যেকোনো ধর্মের মূল কথা, তাকে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে।

এ এক অদ্ভুত সময়, জীবনানন্দীয় ভাষায়—অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা। এভাবে জ্ঞানহীন অন্ধদের কাল চলছে আজ।

এর মধ্যে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাধারণ নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করে। এই প্রথম সামরিক বাহিনী ও দেশের তরুণ সমাজের সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী এ দল। এ বিজয়ে নিশ্চয় সহায়ক হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার 'অপবাদ' ঘোচাতে তাদের দীর্ঘ প্রয়াসের সাফল্য। এবারে শেখ হাসিনা অনেক পরিণত রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনেতা হিসেবে সুকৌশলী। তিনি মনোযোগ দিয়েছেন ক্ষমতা সংহত করার দিকে, তা সব সময় গণতান্ত্রিক পথে বা বিধিমোতাবেক অর্জিত না হলেও। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে জামায়াত ও ধর্মান্ধ শক্তি বিতাড়িত হলো।

কিন্তু হিসাবটা এতই সহজ ও সরল নয় বলেই মনে হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হলেও জামায়াত ও তাদের সহযোগীরা সমাজকে প্রভাবিত করে কবজা করে এনেছে। অর্থাৎ সেক্যুলার শক্তি হিসেবে পরিচিত আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে ও রাখতে গিয়ে গোটা সমাজ তার উদার মানবতাবাদী সংস্কৃতিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ধর্মান্ধ শক্তির প্রতি ক্ষমতাবান আওয়ামী লীগ আজ অনেক নমনীয়, কখনো কখনো আপসকামী। চলমান মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলো বকেয়া ইস্যু, কিন্তু বর্তমানে ঘটমান মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়ে সরকারের ভূমিকা কি বেশ নমনীয়, প্রায় অকার্যকর নয়?

দুই যুগ আগে আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে ছিল, তখন যে কথাটা সহজেই শোনাতে পেরেছিলাম দলটির সমালোচককে, আজ বোধ হয় তা একজন সচেতন সমর্থককে শুনিয়েও আশ্বস্ত করতে পারা যাবে না। এ এক অদ্ভুত কাল, আওয়ামী লীগ দারুণভাবে ক্ষমতাবান এবং সেই আওয়ামী লীগই করুণভাবে ক্ষমতাহীন!

ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছিলাম বিনু স্বপ্নে দেখেছিল কলকাতা শহর নড়তে নড়তে চলছে এবং আজগুবি ওলটপালট সব কাণ্ড ঘটছে, তবে শেষ পর্যন্ত বিনুর ঘুম ভাঙে স্বস্তির সঙ্গে: নাহ, 'কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।'।

কিন্তু আমাদের দুঃস্বপ্ন কি কাটবে? সংশয় গভীর বলে জেগে জেগেও তাই অস্বস্তিকর প্রশ্নটি রাখতে হচ্ছে: আওয়ামী লীগ কি আছে আওয়ামী লীগেই?

● **আবুল মোমেন: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।**

সম্পাদক : মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা : দার আল শারক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স : ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

‘শঙ্খচিল’ চলচ্চিত্রের আয়নায়

এ পা র - ও পা র

আফজাল হোসেন

শঙ্খচিল চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র *শঙ্খচিল* দেখেছি। দেখে ভালো লেগেছে। যা দেখে ভালো লাগে, তেমন ভালো লাগা সৃষ্টিতে নিজেদের সামর্থ্য কতটুকু, তার হিসাব চলে আসে। আটজন একসঙ্গে *শঙ্খচিল* দেখতে গিয়েছিলাম। ছবি শেষ হলে প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে উঠল। সবাই তাকিয়ে দেখে সবার মুখ। মুখে মুখে হাসি আছে, কথা নেই। অন্য দর্শকেরা সবাই প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে ‘বাহির’ লেখা পথে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, বেরোতে হবে সে তাগিদ কারও মধ্যে নেই। বোঝা যায়, তখনো চলচ্চিত্রের ঘোর কাটেনি।

ভিড় পাতলা হলে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরোলাম। এদিক-সেদিকে ছোট ছোট জটলা। ছবি নিয়ে কথা হচ্ছে। আমাদের দলটা খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কার কী ভালো লেগেছে বলাবলি, ভাগাভাগি শুরু হয়। একজন একটা দৃশ্যের উল্লেখ করলে আর একজন আর একটা দৃশ্যের কথা বিপুল উৎসাহে ছটফটিয়ে বলে। অসংখ্য দৃশ্যের কথা, অজস্র সংলাপ, কেউ বিশেষ কোনো মুহূর্তের উল্লেখ করে। মুহূর্তের পর মুহূর্তের কথা একেকজনের মুখ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে, হতেই থাকে। অভিনয়, লোকেশন নিয়ে মুগ্ধতার কথাও বলাবলি হয়।

ভালো লাগে, এ রকম অসাধারণ চলচ্চিত্রের পুরোভাগে প্রযোজক হিসেবে আমাদের দেশের হাবিবুর রহমান খান ও ফরিদুর রেজা সাগরের নাম যুক্ত রয়েছে। ভালো লাগে, গৌতম ঘোষ নির্মিত *শঙ্খচিল* চলচ্চিত্র বিষয়ে, ভাবে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে প্রকৃত অর্থে যৌথ প্রযোজনার ছবি যেমন হওয়া উচিত, তেমনই। এমনকি অভিনয়শিল্পী নির্বাচনেও সমীহ দৃশ্যমান। চরিত্রগুলোর চমৎকার মিশ্রণে *শঙ্খচিল* উভয় বাংলার ছবি বলে মনে হয়।

শঙ্খচিল, দেশের দক্ষিণ দিকের সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষের গল্প। দেশভাগ আর মানুষের ওপর সে ভাগাভাগির ভোগান্তি নিয়ে গল্প ডালপালা মেলেছে। শুনে ভীষণ জটিল বিষয় মনে হবে। বিষয় জটিলই, তবে পরিচালক গৌতম ঘোষ জটিল গল্প সরল করে বলায় দক্ষ। লালনকে নিয়ে *মনের মানুষ* আর *শূন্য অঙ্ক* দেখে একই রকম অনুভব হয়েছিল।

ছবি নির্মাণে তাঁর বিষয় বেছে নেওয়া দেখেও অবাক হতে হয়। বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকে। সে বৈচিত্র্যে সৃষ্টি হয় প্রথম মুগ্ধতা।

দেশভাগ, ধর্ম, হিন্দু-মুসলমান, সীমান্ত সবই দুধারি তলোয়ারের মতো। এ রকম বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ শত রকমের ঝুঁকিতে পূর্ণ। দুটো দেশ, দুটো ধর্ম, আবেগ, অন্ত্যমিল, বিরোধ সবই উঠে এসেছে চলচ্চিত্রে। উঠে এসেছে মন্দ-ভালো অত্যন্ত সরল প্রবাহে। সে মন্দ-ভালোতে আনন্দ লাভ ও বেদনা বোধ হয়। পীড়িত করে কিন্তু মনে সামান্য আক্রান্তর অনুভব তৈরি করে না। ছবির শেষ পর্যন্ত এ অসাধারণত্ব অটুট থাকে। *শঙ্খচিল*, গৌতম ঘোষ—উভয়ই এত সব কারণেই বিশেষ।

সীমান্ত এলাকায় জন্মেছি, বড় হয়েছি। এ সিনেমার বহু দৃশ্য, ঘটনা এবং চরিত্র পূর্ব থেকে জানা চেনা। চেনা-জানা বলে বেশি ভালো লাগে। বালকবেলা থেকে সীমান্ত অঞ্চলের সেসব অভিজ্ঞতার খানিকটা বয়ান করলে অনভিজ্ঞ মানুষ বিস্মিত হবেন।

তখন এ দেশটার নাম পাকিস্তান। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখে আসছি, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। সে সম্পর্ক রাজনীতিতে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের। দুদেশের মানুষের ওপর তার প্রভাব তেমন পড়তে দেখিনি। বয়স কম ছিল, জ্ঞান কম থাকলেও নিজ চোখে দেখা হয়েছে, ওপারের মানুষ এপারে সকালবেলা বাজার করতে এসেছে। দেখেছি, এপারের মানুষ সিনেমা দেখতে হরহামেশা ওপারে চলে যাচ্ছে। যেত চিকিৎসা, বড়সড় কেনাকাটার জন্য। সীমান্ত থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র তিন ঘণ্টার। ঢাকা, সারা দিনের দূরত্বে। তাই নানান দরকারে সীমান্ত পাড়ি দেওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না।

দুপারের মানুষে মানুষে তেমন দুস্তর ব্যবধান চোখে পড়েনি। আমাদের স্বাধীনতার পর বহু বছর পর্যন্ত যে সহজ সম্পর্ক ছিল, সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোতে দোকানে চাল, ডাল, চিনি, লবণ, আটা কিনলে যে *ঠোঙায়* ভরে খদ্দেরদের দেওয়া হতো, সেগুলো সবই *আনন্দবাজার* বা *যুগান্তর* দিয়ে তৈরি। ওই পারে মাসব্যাপী যাত্রা উৎসব হলে তার সিজন টিকিট মাইকে প্রচার করে বিক্রি হতো এপারে। শুনে এখন অনেকেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে।

এপারের কোনো মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢাকায় ছোটার কথা ভাবা স্বাভাবিক ছিল না। দুদেশের সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে কথা বলে বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য ওই পারের হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। মুখের অনুমতি নিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে আত্মীয়স্বজন দেখতেও গিয়েছে। সবই এখন চোখ কপালে তোলার মতো ঘটনা।

শঙ্খচিল চলচ্চিত্রে এক দৃশ্যে বলাও হয়, ‘সীমান্ত আইন কঠোর হয়েছে।’ শুনে বেদনা জাগে। সাধারণ মানুষ তো বদলায়নি, বদলেছে নানান অজুহাতে রাজনীতি ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি। গৌতম ঘোষ সে বেদনার কথাও উল্লেখ করেছেন। মানুষ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির অজুহাতে ভাগাভাগি ঘটেছে। শুধু ভূখণ্ড ভাগ হয়নি, ভাগ করে ফেলা হয়েছে মানুষকেও।

সেই সত্যের কষ্ট আরেক কষ্টের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাগাভাগি থামেনি। গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার চেষ্টা কী করুণ দশায় ফেলতে পারে, আমাদের চেয়ে কে ভালো বুঝবে! কেমন ছিলাম, কেমন আছি, তুলনা টানলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। সিনেমা নিয়ে কেমন ভাবনা ছিল আর এখন কোন মাত্রায় ভাবতে পারি? এই প্রশ্ন শুধু সিনেমার বেলায় নয়, যে যে বিষয় মনে পড়ে, আগের সব বিষয়ের সঙ্গে বর্তমানের আকাশ-পাতাল তফাত মিলবেই। মানুষ বদলালে সব বদলে যায়।

সিনেমা দেখতে গিয়ে অনেক দর্শকের চোখ থাকে সিনেমায়, মন থাকে না। আশপাশের দশজনের অসুবিধার তোয়াক্কা না করে তাঁদের ফোন বেজে ওঠে। নির্দ্বিধায় তাঁদের ফোনে কথা চালিয়ে যেতে শোনা যায়। এমন মানুষ সংখ্যায় বেড়েছে। নির্মাতা নিবেদিত, অভিনয়শিল্পী, কলাকুশলী নিবেদিত, সে সব নিবেদনের প্রতি দর্শকের দায় থাকতে হয়, থাকতে হয় সমীহ।

সমীহের কাল শেষ। যা মুগ্ধ হওয়ার মতো, অনেককে সমপরিমাণ মুগ্ধ করে না। কারণ, অনেকে ছবিতে ডুব দেওয়ার চেয়ে অহরহ নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে মিল-অমিল খোঁজার চেষ্টায় থাকে। সে চেষ্টায় চলচ্চিত্রের অনেক ভালো চোখে পড়ে না, মনে ধরে না। নিজের ভাবনার সঙ্গে অমিল পেয়ে গেলে অসন্তুষ্টি আসে, তা অমনোযোগী করে। পুরো ছবি বাদ দিয়ে অমনোযোগী মানুষ শুধু নিজের মনোযোগ দেওয়া বিষয়টা প্রধান করে বিশ্লেষণে নেমে পড়ে। ছবি দেখা তেমন একজনকে সেদিন বলতে শুনেছি, ‘দেখলেন কারবার! মুসলমানের কপালে সিন্দুর লাগাইয়া ছাড়ছে।’

মর্মান্তিক! পুরো ছবিতে ধর্মের বিভেদের চেয়ে, দেশের চেয়ে, মানুষের ঐক্যকে বড় দেখানো হয়েছে। সে বোধ স্পর্শ করে না। করে না কারণ, প্রতিনিয়ত নানা রকম স্বার্থের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে কৌশল বদলাতে হয়, তাতে অস্তিত্ব টিকে থাকে, জীবন থেকে খুবই প্রয়োজনীয় সংবেদনশীলতা হয়ে যায় উধাও।

সিঁদুরের গল্পের গুঁতোয় ওখানেই এক বন্ধ্ব বেদনাদায়ক আর এক গল্প শুনিয়ে দেয়, যা আরও মর্মান্তিক, আরও হতাশার। আত্মীয় নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গেছে। কবরস্থান থেকে ফেরার সময় চোখে পড়েছে পথের পাশে তুলসীগাছ। সেটা চিনিয়ে দিতে এক নাগরিক আত্মীয় শিউরে ওঠে, সেকি! কবরস্থানে তুলসীগাছ। বন্ধুটি তুলসীগাছ শুনে শিউরে উঠেছিল ১০ গুণ। হিন্দু-মুসলমান মিলে যে তুলসীর রস অসুখ সারাতে, সুস্থতার জন্য আদিকাল থেকে ব্যবহার করে এসেছে, সিনেমা-নাটকে দেখা হিন্দুবাড়ির উঠানে সে গাছ যত্নে থাকে বলে গাছের গায়েও ধর্মের পরিচয় জুড়ে দিয়েছে বোধহীন মানুষ।

সংবেদনশীলতা, সংস্কৃতিহীনতা দিনে দিনে কোথায় নিয়ে যেতে পারে মানুষকে তার উদাহরণ রোজ পাওয়া যায়। যেমন ছিল না, মানুষ তেমনে পরিণত হচ্ছে। হয়ে উঠছে স্বার্থবাদী, যুক্তিহীন, স্বেচ্ছাচারী, অসহিষ্ণু। প্রতিহিংসাপরায়ণ।

শঙ্খচিল চলচ্চিত্রে দেখা যায় সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে মানুষকে আরও ভাগ করা হয়েছে। এক দল নিজ নিজ স্বার্থে ভূখণ্ড ভাগ করেছে। তাতে সন্তুষ্টি নেই। আর এক দল মানুষ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন আচরণ দেশের বিরুদ্ধে দেশকে দাঁড় করিয়ে দেয়।

রুদ্ধশ্বাস গল্পের শেষে সবাই যেন প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারে, তার জন্য কুশলী নির্মাতা গৌতম ঘোষ ক্যামেরায় কাঁটাতারের বেড়া ধরে রাখেন। ওপরে থাকে অসীম আকাশ। সে আকাশে ঢুকে পড়ে এক দল পাখি। পাখিদের জন্য সীমান্ত কাঁটাতার কিছুই নেই। নেই কারণ তাদের রাষ্ট্র, রাজনীতি, ভোগের লোভ নেই। তারা উড়তে উড়তে কাঁটাতার পার হয়ে যায়।

এ আনন্দময় দৃশ্যের রেশ বেশি সময় অটুট থাকে না। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া। ভেতরে নিজেরা রোজ নিজেদের ভাগ করে চলেছি, তা আরও অমর্যাদার। অমর্যাদা, অবমাননা, আদর্শহীনতা, হীনম্মন্যতা বেড়েছে, বাড়ছে। সচেতনতা নেই, নেই সাবধানতা। আরও বাড়তে দিলে তুলসীগাছ ধর্ম পরিচয় পেয়েছে, হয়তো আগামী দিনে পানি, শ্বাস নেওয়ার হাওয়া ধর্মের পরিচয় পেয়ে যাবে।

● **আফজাল হোসেন : অভিনয়শিল্পী ও লেখক।**

গুণীজন কহেন

“ সমাজের সবচেয়ে সহিংস উপাদান হচ্ছে অজ্ঞতা।

এমা গোল্ডম্যান
লিথুনীয় রাজনীতিক

“ নীতির চেয়ে সুবিধার কদর বেশি হলে দুটোই হারাতে হয়।

আইজেনহাওয়ার
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট

“ সমাজ শুধু ব্যক্তির সমষ্টি নয়, তাদের মধ্যকার আন্তসম্পর্ক।

কার্ল মার্ক্স
জার্মান দার্শনিক

“ মাঝেমধ্যে সুড়ঙ্গের শেষে যে আলো দেখা যায়, সেটি আসলে ট্রেনের বাতি।

চার্লস বার্কলে (১৯৬৩)
মার্কিন ক্রীড়াবিদ

শব্দভেদ

১	২		৩		৪		৫
৬			৭	৮			
		৯				১০	
	১১				১২		
১৩				১৪			১৫
		১৬	১৭				
			১৮			১৯	
২০					২১		

বাঁ থেকে ডানে
১. সাগরতীর। ৪. বাঁধানো ও অনাচ্ছাদিত বেদি। ৬. নিম্নদেশ। ৭. চৈতন্য। ৯. বিত্তবান। ১০. যুদ্ধ। ১১. বিশেষরূপে ব্যক্ত। ১২. কর্ম। ১৩. পূজাকারী। ১৪. সর্বাপেক্ষা প্রিয়া। ১৬. কাব্য রচয়িতা। ১৮. বছরের বারো ভাগের এক ভাগ। ১৯. বাঁ দিক। ২০. রচনাকারী। ২১. অবিচ্ছিন্ন গতি।

ওপর থেকে নিচে
১. মাহিনা। ২. রক্তবর্ণ। ৩. স্তিমিত বা ক্ষীণ আলো বিচ্ছুরণের ভাবসূচক শব্দ। ৪. চক্রাকার বস্তু। ৫. চিহ্ন। ৮. মানুষ। ৯. খনিজ। ১০. রৌপ্য। ১১. জমিদারির অন্তর্গত জনগণ। ১২. কৌশল। ১৩. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ১৫. মায়ের বাবা। ১৭. সৎমা। ১৯. পিতা।

তৈরি করেছেন : **মেসবাহ খান,** রাজপাট, মাগুরা।

গত সংখ্যার সমাধান

কা	ল	পু	রু	ষ		আ	জ
দা	গ		চি		বা	না	ন
	ন	নি		খা	বা	র	
প		ক	স	ম		স	দা
ট	ম	ট	ম		অ		
ভূ	ত		ন	ব	ম		স
মি	ল	ন		র	ঙ্গ	ম	ঞ
	ব	য়া	ন		ল		য়

বেসিক আলী

শাহরিয়ার

আপনার রাশি

কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা ৫ ও ৯। শুভ রত্ন রক্তপ্রবাল ও পান্না। শুভ রং গাঢ় লাল, চকলেট ও আকাশি। এবার জেনে নেওয়া যাক ১২টি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস :

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে যৌথ ব্যবসায়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। এ সপ্তাহে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)
এ সপ্তাহে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মিথুন (২২ মে-২১ জুন)
কর্মস্থলে এ সপ্তাহে বড় ধরনের সাফল্য অর্জিত হতে পারে। দূর থেকে পাওয়া প্রিয়জনের কোনো সুসংবাদ আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখবে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)
সৃজনশীল কাজের জন্য বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। পরিবারের কারও রোগমুক্তি ঘটতে পারে। মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো উচিত হবে না। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
বিদেশযাত্রায় প্রবাসী বন্ধুর সহায়তা পেতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটতে পারে। কোনো সমিতি কিংবা সংগঠনে যোগদানের প্রস্তাব পেতে পারেন। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
ব্যবসায়ে সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ ক্ষেত্রে সম্মাননা পেতে পারেন। নতুন চাকরিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
বিদেশযাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। যেকোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্য সপ্তাহের শেষ দুদিন বিশেষ শুভ। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। দূরের যাত্রা শুভ।

ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
শিক্ষা কিংবা গবেষণার জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ আশার সঞ্চার করবে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পেতে পারেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এ সপ্তাহে সুখবর আছে।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ আশার সঞ্চার করবে। ফেসবুকে কারও দেওয়া তথ্য আপনার প্রেমিক মনকে উসকে দিতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে।

হালিমের আরেকবার বিশ্বজয়

ফুটবল কসরত করেই ২০১২ সালে নাম লিখিয়েছিলেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। আবদুল হালিম এবার দ্বিতীয়বারের মতো আরেকটা কীর্তি গড়লেন! মাথায় বল নিয়ে রোলার স্কেটিং করে ১০০ মিটার দূরত্ব ছুটে গেছেন মাত্র ২৭ দশমিক ৬৬ সেকেন্ডে! হাতে পেয়েছেন গিনেসের বিশ্বসেরার সনদও।

মাহফুজ রহমান

লিওনেল মেসি কিংবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো—দুনিয়ার সবাই তাকিয়ে থাকে তাঁদের পায়ের জাদু দেখার আশায়। ফুটবল মানেই যে পায়ের জাদু। অথচ বাংলাদেশের আবদুল হালিম ফুটবলে দেখাচ্ছেন মাথার জাদু! মাথা দিয়ে ফুটবল নাচান তিনি। আর এমন ফুটবল কসরত করেই ২০১২ সালে নাম লিখিয়েছিলেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। হালিম সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো আরেকটা কীর্তি গড়লেন! গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে সেটাও ঠাঁই পেয়েছে গত ২৪ মার্চে।

২০১১ সালে হালিমের গড়া ওই রেকর্ডের কথা মনে আছে তো? না থাকলে মনে করিয়ে দেওয়া যাবে। তার আগে শুনে রাখুন তাঁর এবারের কীর্তির কথা। এবার আবদুল হালিম মাথায় বল নিয়ে রোলার স্কেটিং করে ১০০ মিটার দুরত্ব ছুটে গেছেন মাত্র ২৭ দশমিক ৬৬ সেকেন্ডে! পৃথিবীতে এই কীর্তি এর আগে কেউ গড়েনি। আরও মজার ব্যাপার হলো, এর আগে কেউ উদ্যোগও নেয়নি এমন রেকর্ড গড়ার ব্যাপারে। হালিম নতুন রেকর্ডটি করলেন গত বছরের ২২ নভেম্বরে, ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। গত ২৪ মার্চে নতুন এই রেকর্ডটির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। বিশ্বরেকর্ড তালিকাভুক্তি ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রধান আন্তর্জাতিক এই সংস্থার ওয়েবসাইটে (http ://goo. gl/zqu 23 q) গেলেই দেখবেন লেখা আছে বাংলাদেশের হালিমের নাম।

আবদুল হালিম মাগুরার মানুষ। থাকেন শালিখা উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম ছয়ঘরিয়ায়। মোবাইলে কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অভিনন্দন জানানোর পর খুশিই হলেন মনে হয়। বললেন, ‘ভাই, এখন একটু ব্যস্ত আছি। চারটার দিকে ফোন করেন।’ তা-ই করা হলো। হালিম বোধ হয় এবার আরাম করে বসে কথা বলছেন, ‘হ্যাঁ ভাই, বলেন এবার।’

জানতে চাওয়া হলো, নতুন রেকর্ড করে কেমন লাগছে? উত্তরে বললেন, ‘দোয়া রাখবেন, নতুন আরও অনেক রেকর্ড করার ইচ্ছা আছে! আমি তো আরও কম সময়ে রেকর্ডটা করতে পারতাম। কিন্তু নানান ঝামেলা থাকায় সেটা হয় নাই। যেদিন রেকর্ড করার জন্য প্রস্তুতি নিলাম, তার পরের দিনই হরতাল। খুব সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।’

সমস্যা কখনোই পিছু ছাড়েনি হালিমের। ২০১১ সালের ২২ অক্টোবর বল মাথায় নিয়ে নিজেকে বিশ্বসেরা প্রমাণের পরীক্ষায় নামেন তিনি। সেদিন বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে বল মাথায় নিয়ে হেঁটেছিলেন ১৫ দশমিক ২ কিলোমিটার পথ। ৩৮ ল্যাপে ওই দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় নিয়েছিলেন ২ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড। পরের বছর অর্থাৎ ২০১২ সালের ১৩ জানুয়ারি হালিমের বিশ্বরেকর্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করে গিনেস কর্তৃপক্ষ। আর তাদের ওয়েবসাইটে হালিমের নাম যুক্ত হয় ২৪ জানুয়ারিতে। সেই রেকর্ড এখনো বহাল তবিয়তেই আছে।

সমস্যার কথা হচ্ছিল। সেবারও অসুস্থ ছেলের চিন্তা এক পাশে রেখে হালিম মাথায় তুলে নিয়েছিলেন ফুটবল। বলা বাহুল্য, বেশ ভালোভাবেই নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন অবশেষে। তবে তাঁর ছেলে, মানে সুমন হোসেন এখনো অসুস্থ। ২০১১ সালের মতো এবারও হালিমকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে নতুন রেকর্ড করার জন্য।

যেভাবে আবারও বিশ্বজয়

রেকর্ডের জন্য এত কষ্ট? কষ্টই বটে! রেকর্ড স্থাপনের জন্য গিনেসের কিছু নিয়ম আছে। রেকর্ড স্বীকৃতির জন্য গিনেস বিচারকদের দৈনিক সাড়ে চার হাজার পাউন্ড ফি পরিশোধ করলে তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে রেকর্ড দেখে ঘোষণা করতে পারেন। অথবা প্রথম দফায় কর্তৃপক্ষ ছয়-সাত সপ্তাহ নির্দেশনা দেয়। ওই নির্দেশনা অনুযায়ী করতে হয় সব কাজ। দ্বিতীয় দফায় ৪৯ দিনের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করার নিয়ম। তারপর রেকর্ডটি গড়ার ভিডিও ফুটেজ ধারণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে পাঠাতে হয় গিনেস কর্তৃপক্ষের কাছে। এ জন্য কোনো টাকাপয়সা দিতে হয় না। প্রথমবারের মতো এবারও দ্বিতীয় পন্থাটাই বেছে নিয়েছিলেন হালিম। বলছিলেন, ‘বছর দুয়েক আগে গিনেস কর্তৃপক্ষকে নতুন রেকর্ডের কথাটা জানাই। আমি চেয়েছিলাম ৪০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করব। কিন্তু ওরা বলল, আপনি ১০০ মিটারই করেন। কারণ, এই রেকর্ডটাই এর আগে কেউ করে নাই।’

ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে বিশ্বরেকর্ড গড়ার পথে আবদুল হালিম। ছবি : সংগৃহীত

গিনেসের নির্দেশনা অনুযায়ী সব মেনে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কমিটিও গঠন করেন হালিম। কমিটিতে টাইমকিপার হিসেবে ছিলেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের প্রশাসক মো. ইয়াহিয়া ও জাতীয় অ্যাথলেট মোশতাক আহমেদ, সাক্ষী হিসেবে ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা শেখ ফারুক হাসান ও বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান, আর ছিলেন সার্ভেয়ার মো. জাহিদ হাসান। হালিমের বিশ্বজয়ের ভিডিও ফুটেজ ধারণ করা হয় ওই কমিটির সামনে। স্থান ছিল কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। কিন্তু এতশত মাঠ থাকতে সেখানে কেন? হালিমের জবাব, ‘রোলার স্কেটিংয়ের জন্য সমান্তরাল জায়গা দরকার। তাই কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মই উপযুক্ত মনে হয়েছে আমাদের কাছে।’

ধারণ করা ভিডিও ফুটেজ গিনেস কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে লেগেছিল সাত দিন। এরপর গত ২৩ মার্চ এল সুখবর। আর গত ২৫ এপ্রিল গিনেস কর্তৃপক্ষ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে বিশ্বরেকর্ডের সনদ।

তবে এই অর্জনের পেছনের লড়াইটা কেবলই হালিমের। রেকর্ড স্থাপনের নিয়মকানুন মানতে গেলে প্রয়োজন বেশ কিছু টাকার। সেই টাকা জোগাড় করতে কম গলদঘর্ম হতে হয়নি তাঁকে। অবশেষে এগিয়ে এসেছিল ওয়ালটন। হালিম বললেন, ‘যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদার, উপমন্ত্রী আরিফ খান (জয়), ঢাকা ট্রিবিউন-এর ক্রীড়া সম্পাদক রায়হান আল মুঘনির কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমি। ওয়ালটন কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ। আসলে সংসার চালাতেই হিমশিম খাই, তার ওপর ছেলেটা অসুস্থ। ওকে দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। টাকার অভাবে সেটা আটকে আছে। সব মিলিয়ে রেকর্ডটা যে শেষমেশ করতে পেরেছি, এটা একটা বড় ব্যাপার।’

তবুও দারিদ্র্য

ফুটবলের কসরত দেখানোই আবদুল হালিমের পেশা। তবে এতেও মন্দা যাচ্ছে আজকাল। বয়স এখন ৪১। স্ত্রী ও দুই কিশোর ছেলেকে নিয়ে সংসার। যে মানুষটা ফুটবলের ভারসাম্য রক্ষায় পটু, সেই তিনিই জীবনের ভারসাম্য রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছেন প্রতিনিয়ত! এত কিছুর পরও স্বপ্ন দেখেন, আরও নতুন সব রেকর্ড করবেন। দেশের জন্য বয়ে আনবেন গৌরব। আরেকটা স্বপ্ন আছে হালিমের। শুনুন তাঁর মুখেই, ‘আমি তো দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছি। স্বপ্ন দেখি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। তিনি যদি একটু সহযোগিতা করেন, তাহলে নতুন রেকর্ডগুলো করা অনেক সহজ হবে। সংসারে টানাটানি দূর হবে, ছেলেটার চিকিৎসা করাতে পারব...।’

আবদুল হালিম এখন দুটি বিশ্বরেকর্ডের মালিক। ছবি : সংগৃহীত

জোছনা ও জননীর গল্প

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস

পর্ব : ১০

রোদ মাথার ওপর চিড়চিড় করছে। কলিমউল্লাহ মনিস্থর করতে পারছে না দৈনিক পাকিস্তান অফিসে ঢুকবে কি ঢুকবে না। তার ইচ্ছা কবি শামসুর রাহমানের হাতে একটা কবিতা দিয়ে আসা। ডাকে কবিতা পাঠিয়ে লাভ নেই। পত্রিকা অফিসের লোকজন খাম খুলে কিছু পড়ে না। এত সময় তাদের নেই। টেবিলের পাশে রাখা ঝুড়িতে সরাসরি ফেলে দেয়।

কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে সে কীভাবে কথা বলবে তা নিয়ে অনেক ভেবেছে। মনে মনে রিহার্সেলও দিয়েছে। যদিও সে জানে কোনো রিহার্সেলই কাজে লাগবে না। কবি কোন প্রসঙ্গে কথা বলবেন তা তো জানা নেই। ঘরে ঢোকামাত্র কবি হয়তো বলবেন, এখন যান। পরে আসবেন। এখন ব্যস্ত আছি। তবে কবি যদি টুকটাক কথা বলেন এবং যদি বলেন, তুমি কি আমার কোনো কবিতা পড়েছ?—তাহলে কেল্লা ফতে। কলিমুল্লাহ কবির একটা কবিতা—'আসাদের শার্ট' ঝাড়া মুখস্থ করে এসেছে। গড়গড় করে বলে কবিকে মুগ্ধ করা যাবে। কবি-সাহিত্যিকেরা অল্পতেই মুগ্ধ হয়।

তিনবার 'ইয়া মুকাদ্দিমু' পড়ে ডান পা আগে ফেলে কলিমউল্লাহ দৈনিক পাকিস্তান অফিসে ঢুকে গেল। 'ইয়া মুকাদ্দিমু'র অর্থ 'হে অগ্রসরকারী'। আল্লাহর পবিত্র নিরানব্বই নামের এক নাম। এই নাম তিনবার পড়ে ডান পা ফেলে যেকোনো কাজে অগ্রসর হওয়ার অর্থ সাফল্য। বিকম পরীক্ষা দেওয়ার জন্য হলে ঢোকার আগে আগে এই নাম সে পড়তে পারেনি। কিছুতেই নামটা মনে পড়ে না। মনে পড়লে অবশ্যই ঘটনা ভিন্ন হতো।

কবি শামসুর রাহমান বিশাল এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। তাঁর ডান পাশে জমিদারদের নায়েব টাইপ চেহারার ফরসা এবং লম্বা এক লোক, ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। মাথা দোলাচ্ছে, হাত নাড়ছে। কবি তার দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু সব কথা মনে হয় শুনছেন না। কবিরা ভ্যাড়ভ্যাড়ানি শুনতে ভালোবাসে না।

কলিমউল্লাহর মনে হলো, কবি সাহেব তাকে দেখে খুশি হয়েছেন। অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও নায়েব সাহেবের ভ্যাড়ভ্যাড়ানি শুনতে হবে না।

শামসুর রাহমান টেবিলে হাত রেখে গালে হাত দিয়ে সুকান্ত-টাইপ ভঙ্গিতে বসেছেন। তিনি কলিমুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার কাছে কী?

কলিমউল্লাহ বলল, স্যার, আমি একটা কবিতা নিয়ে এসেছি। কবিতাটা আমি ডাকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু আমার অনেক দিনের শখ কবিতাটা আমি আপনার হাতে দিই।

কবি কিছু বলার আগেই পাশে বসা নায়েবটা বলল, টেবিলে রেখে চলে যান।

কলিমউল্লাহ নায়েবের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, ওই গাধা, তুই কথা বলছিস কেন? আমি তো তোর সঙ্গে কথা বলছি না। তোর ভ্যাড়ভ্যাড়ানি শোনার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। মনে মনে এই কথা বললেও সে মুখে বলল, আমি কবিতাটা কবির হাতে দেব এই জন্য এসেছি। টেবিলে রেখে দেওয়ার জন্য আসিনি।

নায়েব বলল, জিনিস একই। কবি টেবিল থেকে কবিতাটা হাতে নেবেন।

কলিমউল্লাহ বলল, জিনিস এক না। আমরা যদি কাউকে ফুল দিতে চাই, আমরা তার হাতে দিই। টেবিলের এক কোনায় রেখে দিই না। আমি যে কবিতাটা লিখেছি, সেটা হয়তো খুবই তুচ্ছ, তবে আমার কাছে তা ফুলের মতোই। আমি কবির হাতেই সেই ফুল দিতে চাই।

কলিমউল্লাহ নিজের কথা বলার ক্ষমতায় নিজেই মুগ্ধ হলো। অবিশ্য এই অংশটি সে আগেই রিহার্সেল দিয়ে ঠিক করে রেখেছে। জায়গামতো লাগানো গেছে এতেই সে খুশি।

শামসুর রাহমান হাত বাড়িয়ে কবিতা নিতে নিতে বললেন, আপনি কী করেন? ছাত্র?

জি ছাত্র। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় এমএসসি করছি। (এই মিথ্যা কথাটা যে সে বলবে তাও আগেই ঠিক করা। বিজ্ঞানের জটিল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে কবিতা লেখার মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে। কবি নিশ্চয়ই ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে গিয়ে খোঁজ নেবেন না।)

আপনার নাম কী?

স্যার আমার নাম শাহ কলিম।

ছদ্মনাম?

জি না, আসল নাম। আমরা শাহ বংশ।

ও আচ্ছা।

কলিমউল্লাহ ফাঁক খুঁজছে 'আসাদের শার্ট' কবিতাটা মুখস্থ শুনিয়ে দেওয়ার জন্য। ফাঁক পাওয়া যাচ্ছে না। সে তো নিজ থেকে হড়বড় করে কবিতা আবৃত্তি শুরু করতে পারে না। নায়েব চেহারার লোকটাই সুযোগ তৈরি করে দিল। সে কলিমউল্লাহর দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, কবিতা যে লিখছেন ছন্দ জানেন? চাক্কা ছাড়া যেমন গাড়ি হয় না, ছন্দ ছাড়া কবিতা হয় না। কবিতাকে চলতে হয়। চাক্কাবিহীন গাড়ি হলো গদ্য। চাক্কাওয়ালা চলমান গাড়ি হলো কবিতা। বুঝেছেন?

কলিমউল্লাহ মুখে বলল (অত বিনয়ের সঙ্গে), স্যার, বোঝার চেষ্টা করছি। মনে মনে বলল, চুপ থাক ছাগলা। তোকে উপদেশ দিতে হবে না।

নায়েব বলল, (তার উপদেশ দেওয়া শেষ হয়নি) কবিতা লেখা শুরুর আগে প্রচুর কবিতা পড়তে হবে। অন্য কবিরা কী লিখছেন, তাঁরা শব্দ নিয়ে, ছন্দ নিয়ে কী experiment করছেন, তা জানতে হবে। আপনি যে কবি শামসুর রাহমানের কাছে এসেছেন, তাঁর কোনো কবিতা কি আপনি পড়েছেন?

কলিমউল্লাহ মনে মনে বলল, এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার জন্য তোর অতীতের সব অপরাধ এবং ভবিষ্যতের দুটা অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। মনে মনে কথা বলা শেষ হওয়ামাত্র সে গড়গড় করে কবির 'আসাদের শার্ট' কবিতাটা মুখস্থ বলে যেতে লাগল। তার উচ্চারণ ভালো, সে আবৃত্তিও ভালো করছে। কবিকে দেখে মনে হচ্ছে না তিনি অভিভূত হয়েছেন। মনে হয় তার আগে আরও অনেকেই এসে কবিকে কবিতা মুখস্থ করে শুনিয়েছে। তাঁর জন্য এটা নতুন কিছু না।

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের জলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।
বোন ভাই-এর অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায়;
বর্ষিয়সী জননী সে শার্ট উঠোনের রৌদ্রে
দিয়েছেন মেলে
ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি চূড়োয়
গমগমে এভিন্যুর আনাচে-কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম।

কবি পুরো কবিতা শেষ করতে দিলেন না, তার আগেই বললেন, আপনি বসুন। চা খাবেন?

কলিমউল্লাহ বলল, স্যার, চা খাব না। তবে আপনি বসতে বলেছেন, আমি কিছুক্ষণ বসব। আপনার সামনে কিছুক্ষণ বসে থাকা আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

কলিমউল্লাহ বসল। তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নায়েব ব্যাটা কবির দিকে ফিরে হাত-মাথা নেড়ে গল্প শুরু করল, যেন এই ঘরে তারা দুজনই আছে আর কেউ নেই।

তারপর শুনুন কবি, কী ঘটনা—আমি নেতার সঙ্গে বরিশাল থেকে স্টিমারে করে ফিরছি। সারা দিন খুব পরিশ্রম গিয়েছে। এখানে মিটিং, ওখানে মিটিং। ভেবেছিলাম রাতে স্টিমারে ভালো ঘুম হবে। সেটা হলো না। চাঁদপুরের কাছাকাছি এসে ঘুম ভেঙে গেল। স্টিমারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি, দূরে দেখা যাচ্ছে চাঁদপুর শহর। শহরের বাতি পানিতে পড়েছে। এদিকে আবার ভোর হচ্ছে। ভোরের আলো। মায়াবী একটা পরিবেশ।

কলিমউল্লাহ মনে মনে বলল, চুপ থাক ব্যাটা। মায়াবী পরিবেশ! তুই তো মায়াবী বানানই জানস না।

আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখেছেন। তাকিয়ে দেখি নেতা, তাঁর হাতে পাইপ। নেতা আমার নাম ধরে বললেন, কী দেখিস, বাংলার শোভা?

কলিমউল্লাহ মনে মনে বলল, নেতা তোর কাঁধে হাত রেখে কথা বলেছে? তুই কি নেতার ইয়ারবন্ধু? বাকোয়াজ বন্ধ করবি?

আমি নেতাকে বললাম, আপনি এত ভোরে ওঠেন, তা জানতাম না। নেতা বললেন, বাংলার শোভা আমাকে বাদ দিয়ে তোরা দেখে ফেলবি, তা তো হতে দেব না। আয়, আমার ঘরে আয়। চা খেয়ে যা। আমি নেতার কেবিনে গেলাম। উনি নিজেই চা বানিয়ে আমার হাতে দিলেন।

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

কলিমউল্লাহ মনে মনে বলল, শুধু চা বানিয়ে তোর হাতে দিলেন? তোর গা-হাত-পা ম্যাসাজ করে দেন নাই?

নেতার সঙ্গে তখন আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো। আমি নেতাকে বললাম, আপনি কিছু একটা করেন। মাওলানা ভাসানীকে সামলান। তাঁর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলুন। নেতা বললেন, মাওলানাকে নিয়ে তোদের চিন্তা করতে হবে না। আমি মাওলানাকে চিনি। মাওলানা আমাকে চেনে।

কলিমউল্লাহ মনে মনে বলল, তুই তো দেখি আমার চেয়েও বড় মিথ্যাবাদী! তুই হয়ে গেলি শেখ মুজিবের উপদেষ্টা?

কলিমউল্লাহ উঠে পড়ল। এই বকবকানি আর শোনা যায় না। সে ঘর থেকে বের হবার আগে কবি এবং নায়েব সাহেব দুজনকেই পা ছুঁয়ে সালাম করল। কবি খুবই বিব্রত হলেন, তবে নায়েব সাহেব এমন ভাব করলেন যেন প্রতিদিন পঞ্চাশজনের মতো তরুণ উঠতি কবি তাকে কদমবুসি করে।

পরের সপ্তাহে শাহ কলিমের কবিতা 'মেঘবালিকাদের দুপুর' দৈনিক পাকিস্তান -এর সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত হয়। তার পরের সপ্তাহে দৈনিক পূর্বদেশ -এ প্রকাশিত হয় একটি কাব্যনাটিকা। এর দুটি চরিত্র। একটির নাম পরাধীনতা। সে অন্ধ তরুণী। আরেকটা চরিত্রের নাম স্বাধীনতা। সে অসম্ভব রূপবান একজন যুবা পুরুষ।

শাহ কলিম এর পরপরই বাবরি চুল রেখে ফেলল। দাঁড়ি কাটা বন্ধ করে দিল। আপাতত তার প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ, তাকে যথাসময়ে আবার আনা হবে।

আজ বুধবার।

মোবারক হোসেনের ছুটির দিন। ছুটির দিনেও তিনি কিছু সময় অফিস করেন। সকাল দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত শেখ সাহেবের বাড়িতে থাকেন। সেখান থেকে সরাসরি চলে যান আমিনবাজার। সপ্তাহের বাজার আমিনবাজার থেকে করে চলে আসেন মৌলবীবাজার।

সেখানে কুদ্দুস নামের একজন কসাই তাকে গরুর মাংস দেয়। বাজারের সেরা মাংস। তিনি বাসায় ফিরেন দুপুর বারোটার মধ্যে। তখন ইয়াহিয়াকে গোসল দেয়া হয়। গোসলের আগে তার গায়ে খাঁটি সরিষার তেল মাখানো হয়। তেল মাখানোর সময় সে খুব হাত-পা ছুড়ে হাসে। আবার যখন তাকে গামলার পানিতে নামানো হয়, তখন সে হাত-পা ছুড়ে কাঁদে। শিশুপুত্রের হাসি এবং কান্না দুটাই তিনি দেখতে ভালোবাসেন।

মোবারক হোসেন সপ্তাহে একদিন দুপুরে ঘুমান। ঘুম ভাঙার পর মোহাম্মদপুর যাবার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। প্রস্তুতি মানে মানসিক প্রস্তুতি। মোহাম্মদপুরের শের শাহ সুরী রোডে যেতে হবে মনে হলেই তিনি এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করেন। বুধবার দুপুরের ঘুমও তাঁর ভালো হয় না। ঘুমের মধ্যে বিকট এবং অর্থহীন স্বপ্ন দেখেন। একবার স্বপ্নে দেখলেন, কর্নেল শাহরুখ খানের কোলে তিনি বসে আছেন। স্বপ্নের মধ্যে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। যেন কর্নেল সাহেবের কোলে বসে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত এবং শোভন। আরেকবার স্বপ্নে দেখলেন— তিনি, কর্নেল সাহেব এবং জোহার সাহেব খেতে বসেছেন। টেবিলে আস্ত খাসির একটা রোস্ট সাজানো। সবাই সেই রোস্ট থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে খাসিটা জীবিত। যখনই তার গা থেকে মাংস ছেঁড়া হচ্ছে তখনই সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে এবং বিড়বিড় করে বলছে— আস্তে, আস্তে।

এরকম কুৎসিত এবং অশ্লীন স্বপ্ন খাঁর কোনো মানে হয় না। জোহর সাহেব তার সঙ্গে খুবই সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলেন। মাঝে-মাঝে হাসি তামাশাও করেন। সন্ধ্যাবেলা চায়ের সঙ্গে কাবাব খেতে দেন। মাঝে-মাঝে থাকে গরুর পায়া। গরম গরম রুমালি রুটি দিয়ে পায়া খেতে অতি সুস্বাদু।

জোহর সাহেব বেশিরভাগ কথাবার্তাই বলেন খাবারদাবার নিয়ে। তিনি কোথায় কখন কোন ভালো খাবারটা খেয়েছেন সেই গল্প। মিঠা কাবাব নামের একটা কাবাবের কথা তার কাছে প্রায়ই শোনা যায়। গাজরের রসে মাংস জ্বাল দেয়া হয়। তারপর সেই মাংস টুকরা টুকরা করে আগুনে ঝলসে খাওয়া। জোহার সাহেবের ধারণা, বেহেশতেও এই খানা পাওয়া যাবে কি-না সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে।

খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতি নিয়েও কথা হয়। রাজনৈতিক আলাপের সময় এই মানুষটা কোনোরকম সংশয় ছাড়া কথা বলেন। তখন তার চোখ বন্ধ থাকে। তাকে দেখে মনে হয়, তিনি যা বলছেন তা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।

বুঝলেন ইন্সপেক্টর সাহেব, একটা দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না তা সেই দেশের মানুষ কিংবা সেই দেশের কোনো বিপ্লবী নেতার উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলার উপর। ভারত চাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হোক, এতে তার সুবিধা। তার চিরশত্রু পাকিস্তানের একটা শিক্ষা হয়। পাকিস্তানের কোমর ভেঙে যায়। আরেক দিকে আছে চীন। ভারতের আরেক শত্রু। কাজেই পাকিস্তানের বন্ধু। বিরাট এক শক্তি। ১৯৬২ সনে ভারতের উপর এমন চড়াও হয়েছিল যে ভারতের বুকের রক্ত জমে পানি হয়ে গিয়েছিল। চীন কিছুতেই চবাইবে না পাকিস্তান ভেঙে যাক। যেহেতু চীন চাচ্ছে না, আমেরিকাও চাইবে না। ভারতের পাশে থাকবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এইসব হিসাব-নিকাশে যে পাল্লা ভারী হবে সেই পাল্লাই...বুঝতে পারছেন?

জি পারছি।

শেখ মুজিব যদি বোকামি করেন, কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন, তাহলে কী হবে দেখা যাক। সাতদিনের মাথায় মিলিটারি বিদ্রোহ দমন করবে। ভারত যদি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে, তাহলে পনেরো দিনের মাথায় সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। অনেক বড় বড় বিপ্লবী নেতাকে তখন দেখা যাবে— 'পাক সার যামিন শাদ বাদ' গান করছেন। মানুষ সবসময় শক্তের পূজারী। দুর্বলকে মানুষ কখনো পছন্দ করে না। কেন বলুন তো?

জানি না।

কারণ বেশিরভাগ মানুষই দুর্বল। সে তার নিজের দুর্বলতা জানে। এই দুর্বলতা সে ঘৃণা করে। কাজেই অন্যের দুর্বলতাকেও সে ঘৃণা করে। Mankind abhors timidity because he is timid. এখন ইন্সপেক্টর সাহেব বলুন দেখি, শেখ মুজিবর কি ভুল করবেন? স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন? ঢাল-তলোয়ার ছাড়া নিধিরাম সর্দার হতে চাইবেন।

জি করবেন। এটা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো বিকল্প নাই। মানুষ তাঁকে নেতা বানিয়েছে, মানুষের ইচ্ছাকে তাঁর দাম দিতে হবে।

স্বাধীনতার ঘোষণা যদি সত্যি সত্যি দিয়ো হয়, তাহলে কী পরিমাণ মানুষ এই দেশে মারা যাবে সেই সম্পর্কে তাঁর কি কোনো ধারণা আছে? শুধুমাত্র ডাকা শহরের রাস্তাতেই এক হাঁটু রক্ত হবার কথা। বাদ দেন এসব, যা হবার হবে। এখন বলেন আছেন কেমন?

ক্রমশ

ফেসবুক কর্নার

গ্রন্থনা : আবু সাঈদ
আঁকা : শিখা

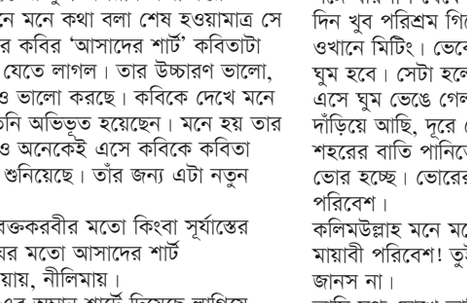

বায়োমেট্রিকময় ভালোবাসা

দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে বসে আছে ছেলেটা। হঠাৎ একদিন মরুর বুকে পানি দেখা গেল! মেয়েটি ছেলেটিকে ডেকে বলল, 'আপনি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন?'

: অবশ্যই! তুমি শুধু একটিবার তোমার হৃদয়ে আমাকে জায়গা দিয়ে দেখো...!

: আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আপনার প্রোপোজাল অ্যাকসেপ্ট করতে পারি। তবে...

: তবে? তবে কী?

: একটা শর্ত...

: একটা কেন, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি হাজারটা শর্তে রাজি! তুমি জাস্ট বলেই দেখো একটাবার!

: ওকে, বলছি। আপনি যদি নিজ দায়িত্বে আমার ১০টা সিম বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে এনে দিতে পারেন, তাহলেই আমি আপনার প্রোপোজাল অ্যাকসেপ্ট করব।

মেয়েটির কথা শুনে ছেলেটি হালকা বিষম খেল। তারপর সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। মেয়েটি একসময় জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো, এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?' ছেলেটি তবু চুপচাপ তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'প্লিজ, এভাবে তাকিয়ে থাকবেন না। আমার লজ্জা লাগছে!'

ছেলেটি তখন চোখের পলক ফেলে মায়াভরা কণ্ঠে বলল, 'ইয়ে, মানে...তুমি দেখতে ঠিক যেন ছোটবেলায় মেলায় হারিয়ে যাওয়া আমার বোনটির মতো! কী লজ্জার বিষয় দেখো! এত দিন আমি একটুও বুঝতে পারিনি! দেখো, আমি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি! তুমি কি আমার বোন হবে?'

কায়েস কাওসার

আইনস্টাইনের তত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা

জার্মান বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কথা আমরা কমবেশি সবাই জানি। কিন্তু এর ব্যাখ্যা কি জানা আছে? অনেকেই হয়তো হাত তুলবেন। কিন্তু আজ 'রস+আলো' দিচ্ছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার পানির মতো সহজ ব্যাখ্যা! (এই ব্যাখ্যাগুলো না বুঝলে পয়সা ফেরত!)

● আপনি যদি ফেসবুকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে অনলাইনে থাকেন, তাহলে আপনার মনে হবে, আপনি যেন মাত্র পাঁচ মিনিট ধরে অনলাইনে আছেন। কিন্তু আপনি যদি পাঠ্যপুস্তকের সামনে পাঁচ মিনিটও বসে থাকেন, তাহলে আপনার মনে হবে, আপনি যেন অনন্তকাল ধরে বসে আছেন! অর্থাৎ সময় পরম নয়, সময় আপেক্ষিক।

● ধরা যাক, একজন পরীক্ষার্থী তার অবস্থানে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। ঠিক তখন সে ঘড়িতে সময় দেখছে, আর পরীক্ষক রুমের এক পাশ থেকে অপর পাশে চলন্ত অবস্থায় গার্ড দিতে দিতে ঘড়ি দেখছেন। চলন্ত পরীক্ষকের ঘড়ি, স্থির পরীক্ষার্থীর ঘড়ির চেয়ে ধীরে ধীরে টিক পরিমাপ করবে। সে সময় পরীক্ষক মনে মনে চিন্তা করেন, 'সময় যেন কাটে না! বড় বোরিং বোরিং লাগে...!' আর পরীক্ষার্থী মনে মনে চিন্তা করে, 'এই টাইম যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো!' অতএব চলন্ত অবস্থায় শিক্ষকের ঘড়ি ধীরে চলছে বলে মনে হবে; আর স্থির অবস্থানে বসে থাকা পরীক্ষার্থীর ঘড়ি চলছে অতি দ্রুত! এটাকেই কাল দীর্ঘায়ন বা সময় প্রসারণ বলে। অতএব, সময় পরম বা ধ্রুব নয়, সময় হচ্ছে আপেক্ষিক।

● আবার ধরা যাক, আপনি সারা রাত ফেসবুক চালানোর পর সকালে পরীক্ষা দিতে গিয়ে প্রশ্ন পেয়ে ভ্যাবাচেকা খেয়ে বসে আছেন। আপনি যখন কিছুই পারছেন না, আপনার সামনের বন্ধুটি প্রতি মিনিটে ১০০ শব্দ লিখে যাচ্ছে! আপনি তার লেখা দেখার জন্য আকুতি করলেও তার কোনো ভাবান্তর হচ্ছে না। পরীক্ষার শুরুতে তার প্রতি আপনার মনে যত 'দৈর্ঘ্যের' বন্ধুত্বসুলভ অনুভূতি ছিল, পরীক্ষা চলার সময় তার গতিশীল বিরতিহীন লেখার জন্য সেই অনুভূতি সংকুচিত হতে শুরু করল। বন্ধুকে মনে হতে লাগল চিরশত্রু। তার লেখার গতি বৃদ্ধি পায় আর আপনার মনে বন্ধুত্বসুলভ অনুভূতি কমতে থাকে। এই প্রভাবকেই দৈর্ঘ্য সংকোচন বলে।

● স্থান আর কালের আপেক্ষিকতার ব্যাপারটা সবাই মেনে নিলেও ভরের আপেক্ষিকতার কথায় হয়তো অনেকেই ভ্রু কুঁচকে ফেলবেন। অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করবেন, 'এ আবার কেমন কথা? ভর ধ্রুবক না তো কী? ভর পরিবর্তন হয় নাকি?' হ্যাঁ, ভরও আসলে ধ্রুবক নয়; ভর আপেক্ষিক এবং শক্তিতে রূপান্তরযোগ্য। ভর এবং শক্তি প্রকৃতপক্ষে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অর্থাৎ কোনো পদার্থের ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায়, আবার শক্তিকেও ভরে রূপান্তর করা যায়। মনে করা যাক, আপনার কলেজের মারকুটে স্যারটির বাঁ হাতের ভর আড়াই কেজি, সেটি আপনার কানের নিচে এসে থাপ্পড়ে পরিণত হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে সেই হাতে ৪২০ কিলোজুল শক্তি সঞ্চিত হবে। থাপ্পড় যখন আপনার কানের নিচে স্থাপিত হবে, তখন আপনার কান ভারী হয়ে যাবে এবং একটি তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পাবেন। আর আপনি তো জানেন, শব্দ এক প্রকার শক্তি। অর্থাৎ ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। অর্থাৎ $E=mc^2$!

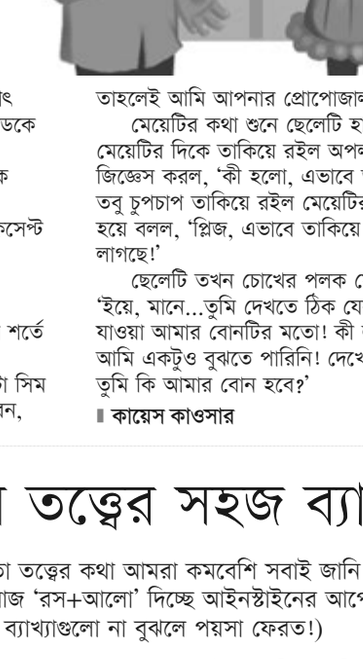

কুদরতি ইসলাম

'গরু'ত্বপূর্ণ জীবন

লেখা : **মহিউদ্দিন কাউসার**
আঁকা : **শিখা**

ঠান্ডা ঠান্ডা শরবত

গনগনে গরমে কনকনে ঠান্ডা শরবতের মজাই আলাদা। বাড়িতে সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন এমন পাঁচটি শরবতের রেসিপি দিয়েছেন **ফাতেমা আজিজ**

পেঁপের স্মুদি

উপকরণ : পাকা পেঁপে টুকরো করে কাটা ২ কাপ, মধু আধা কাপ, গুঁড়ো দুধ আধা কাপ, অল্প ঘন দুধ ১ কাপ ও বরফকুচি ১ কাপ।

প্রণালি : সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন পেঁপের ঠান্ডা স্মুদি।

দুধ-বেলের শরবত

উপকরণ : পাকা বেল ১টি, ঘন দুধ ১ কাপ, ঠান্ডা পানি ৩ কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, ক্রিম সিকি কাপ, কনডেনসড মিল্ক আধা কাপ, চিনি সিকি কাপ বা স্বাদ অনুযায়ী, হলুদ খাবার রং ১ চিমটি ও বরফকুচি পরিমাণমতো।

প্রণালি : বেল ভেঙে আঠা ও বিচি ফেলে চামচ দিয়ে কুরিয়ে ১ কাপ পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। ঘণ্টা দুয়েক পর তারের চালুনি দিয়ে চেলে নিন। চালার পর ২ কাপের মতো হবে। তার সঙ্গে আরও ২ কাপ পানি, ঘন দুধ, গুঁড়ো দুধ, ক্রিম, চিনি কনডেনসড মিল্ক ও বরফকুচি দিয়ে ব্লেন্ডারে মসৃণ করে ব্লেন্ড করে পরিবেশন করুন বেলের শরবত।

টক-ঝাল-মিষ্টি আনারসের জুস

উপকরণ : আনারসের রস ২ কাপ, ঠান্ডা পানি ২ কাপ, চিনি সিকি কাপ অথবা স্বাদমতো, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ২ চা-চামচ অথবা স্বাদমতো ও বরফ কুচি পরিমাণমতো।

প্রণালি : আনারসের খোসা ফেলে লম্বালম্বিভাবে দুই টুকরা করে ফেলুন। মাঝখানের শক্ত অংশ ফেলে দিন। এবার চামচ দিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে ২ টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে ১ থেকে ২ ঘণ্টা রেখে দিন। মরিচ লম্বালম্বি চিকন করে ৪ ফালি করুন। বিচি ফেলে দিয়ে মিহি কুচি করুন। এবারে তারের চালুনি দিয়ে আনারস ও চিনির মিশ্রণ ছেঁকে নিন। সমস্ত উপকরণ একত্রে মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

ফলের রসে তৈরি বরফে রূপচর্চা করতে পারেন। মডেল : তোড়া, সাজ : হারমনি স্পা, ছবি : প্রথম আলো

বরফশীতল রূপচর্চা!

রয়া মুনতাসীর

ফ্রিজের ভেতরেই যদি থাকতে পারতাম! গরমে এর চেয়ে আরাম আর কোথায় পাওয়া যাবে? গরমের সময় ঠান্ডা যেকোনো কিছুই ভালো লাগে। এ সময় জীবনযাপনে শীতল স্পর্শ এনে দেয় কিছুটা আরাম। রূপচর্চাতেও নিয়ে আসতে পারেন এই শীতলতা। বরফের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন ত্বকের লাবণ্য। জানালেন আয়ুর্বেদ রূপবিশেষজ্ঞ রাহিমা সুলতানা।

বিভিন্ন ফলের রস অথবা অন্য কোনো উপাদান দিয়ে বরফের কিউব বানিয়ে সেটা রূপচর্চায় ব্যবহার করা যায়। বিষয়টি সহজ, সময়ও বাঁচায়। কিশোরী বয়স থেকে যেকোনো ত্বকের অধিকারী বরফ কিউবের মাধ্যমে রূপচর্চা করতে পারবেন। যাঁরা মাথা ব্যথায় ভোগেন সাইনাস কিংবা মাইগ্রেনের কারণে, তাঁদের বেলায় শুধু নিষেধাজ্ঞা। বাইরে রোদ থেকে এসে ব্যবহার করা যাবে। আইস কিউব ব্যবহারে মেকআপ অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

বিভিন্ন ধরনের আইস কিউব

- কাঁচা দুধ ও মধু মিশিয়ে বানানো আইস কিউব রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং বলিরেখা ও ত্বকের দাগ কমাতে সাহায্য করে। ভালো ফলের জন্য রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আইস কিউবটি পুরো মুখে মেখে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। এটা ত্বক ময়েশ্চারাইজার করবে, দূষণ ও সূর্যের ক্ষতিকর বেগুনি রশ্মি থেকে ত্বকের পোড়া ভাব কমাবে। তবে তৈলাক্ত ত্বকে এই কিউবটি ব্যবহার করা যাবে না। এই শুষ্ক ত্বকের জন্য উপযোগী।
- ব্রণ ও রোদে পোড়া দাগের জন্য ব্যবহার করুন গ্রিন টি দিয়ে তৈরি আইস কিউব।
- তরমুজের রস ও পুদিনা পাতা আইস কিউব ব্যবহারে ত্বক কোমল করে এবং ত্বকের ক্লান্তি ভাব দূর করে। এই গরমের জন্য খুবই উপকারী।
- লেবুর রস, মধু ও পুদিনা পাতা রস দিয়েও তৈরি করা যায় আইস কিউব। এই আইস কিউব সূর্যের পোড়া ভাবের জন্য খুবই উপকার। এটি তৈলাক্ত ত্বক এবং সেনসিটিভ ত্বকের জন্য দারুণভাবে কাজ করে।
- শসার রসের আইস কিউব আপনার ত্বকে আনবে সজীবতা।
- নিমপাতা ও হলুদ জ্বাল দিতে হবে। ঠান্ডা করে সেই পানি আইস কিউব বাক্সে ঢেলে এবার ডিপফ্রিজে জমিয়ে নিন। এই আইস কিউব অসাধারণভাবে কাজ করে ব্রণ ও ব্ল্যাক হেডস দূর করতে। এটি যেকোনো ত্বকের অ্যালার্জি এবং জ্বালা পোড়ার জন্যও কাজ করবে।
- বাঙ্গির রস দিয়েও বানিয়ে নিতে পারেন আইস কিউব। এটা শুষ্ক ও মিশ্র ত্বকের জন্য উপকারী।
- গোলাপ পানি ত্বকের জন্য উপকারী। এটা ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন বাইরে থেকে এসে গোলাপ পানির কিউব ব্যবহার করতে পারেন। ত্বকে আনবে সতেজ ভাব। এটি সব রকম ত্বকের জন্যই উপযোগী।

আইস কিউব ব্যবহারের পর মুখ ধুয়ে ফেলুন।

আপনি দিনের যে সময়েই আইস কিউব ব্যবহার করুন না কেন, মুখ ধোয়ার পর অবশ্যই ক্রিম লাগাতে হবে।

প্রসূতি যে খাবার খাবেন

হাসিনা আকতার

এই পৃথিবীতে প্রতিটি শিশুর জন্য মা হলেন বটবৃক্ষের মতো। মায়ের অফুরন্ত স্নেহ, ভালোবাসায় শিশুরা নিরাপদ ও নির্ভাবনায় বেড়ে ওঠে। তাই সবার আগে প্রসূতি মায়ের পুষ্টির দিকটি লক্ষ রাখতে হবে।

সুস্থ স্বাভাবিক সন্তান জন্মদানের প্রধান শর্ত প্রসূতির যথাযথ পরিচর্যা। গর্ভকালীন প্রথম তিন মাস অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ সময় প্রসূতি খাবারে অরুচি, বমি বমি ভাব অনেক ক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়া ও রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। তাই পরিবারের সদস্যদের হবু মায়ের সুস্বাস্থ্য এবং সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে পাঁচ মাস থেকে ভ্রূণের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য মায়ের খাবারটা হওয়া চাই সুষম। সঙ্গে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং পর্যাপ্ত পানি যাতে থাকে। সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত ঘুম বা বিশ্রাম নিশ্চিত করতে হবে।

যেমন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও পুষ্টি বোর্ড গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভের শেষের দুই মাস তাদের প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদার সঙ্গে অতিরিক্ত ২০ গ্রাম আমিষ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। এসব আমিষ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ প্রাণিজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাশাপাশি খাবারে যাতে ৫০০ মিলিগ্রাম অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম ও পাঁচ মিলিগ্রাম লোহাও থাকে। ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত দুধ ও বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

এ ছাড়া ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-এর অভাবে এ সময় অস্টিওম্যালেসিয়াম নামের অস্থি বা হাড়ের রোগ দেখা দেয়। এ ছাড়া এ সময় আয়োডিনযুক্ত খাবার যেমন সামুদ্রিক মাছ, গর্ভবতী মায়ের খাদ্যে থাকা উচিত। কারণ আয়োডিন শিশুর বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের বর্ধনের জন্য জরুরি। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে যেখানে গর্ভস্থ শিশুর ওজন প্রতিদিন বড়জোর এক গ্রাম করে বৃদ্ধি পায়, সেখানে পাঁচ মাসের পর থেকে প্রতিদিন ১০ গ্রাম করে ওজন বাড়তে শুরু করে। গর্ভাবস্থার শেষ দুই মাস শিশুর মোট ওজনের অর্ধেক বৃদ্ধি পায়। সে জন্য মায়ের পুষ্টির দিকটা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা :

সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটা—রুটি চারটি অথবা পরোটা দুটি, একটি ডিম ও দুই কাপ সবজি। ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা—২৫০ মিলিগ্রাম দুধ অথবা বাদাম ৬০ গ্রাম, বিস্কুট দুটি অথবা মুড়ি, যেকোনো একটি মৌসুমি ফল। দুপুর—ভাত তিন কাপ (মাঝারি চায়ের কাপে), মাছ বা মাংস দুই টুকরো, সপ্তাহে একদিন সামুদ্রিক মাছ, শাক-সবজি, সালাদ ও লেবু, ডাল এক কাপ। বিকেল পাঁচটা থেকে ছয়টা—দুধ ২৫০ মিলিগ্রাম বা স্যুপ অথবা ৬০ গ্রাম বাদাম, বিস্কুট অথবা মুড়ি ৩০ গ্রাম অথবা নুডলস এক কাপ। রাত—ভাত চার কাপ, মাছ বা মাংস অন্তত দুই টুকরো, সপ্তাহে একদিন সামুদ্রিক মাছ, শাক-সবজি এবং এক কাপ ডাল।

খাদ্য সম্বন্ধে কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

বাড়ির অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন যিনি হবু মাকে বাড়তি খাবার খেতে নিষেধ করেন। তাঁদের ধারণা, বাড়তি খাবার খেলে পেটের সন্তান বড় হয়ে যাবে। আর বড় হয়ে গেলে সিজার করতে হবে। ফলে মা অপুষ্টিতে ভোগেন এবং শিশু কম ওজন নিয়ে অপরিণত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। এটা একেবারেই ঠিক নয়। এ ছাড়া মাকে কিছু পুষ্টিকর খাবারের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া হয়। যেমন মৃগেল মাছ খেলে সন্তানের মৃগীরোগ হয়। বোয়াল মাছ খেলে সন্তানের চোয়াল অনেক বড় হয়। শিং বা শোল মাছ খেলে সন্তানের দেহ সর্পাকৃতির হয়। শসাজাতীয় কোনো ফল বা সবজি খেতে দেওয়া হয় না, বলা হয়-সন্তানের দেহের চামড়া ফাটা ফাটা হবে। কলা খেলে ঠান্ডা লাগবে। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় সারা দিন মাকে না খাইয়ে রাখা হয়। ইত্যাদি অগণিত ভ্রান্ত ধারণা আছে যা শুধু ভ্রান্তই। তা হবু মায়ের অপুষ্টিরও একটি কারণ।

লেখক প্রধান পুষ্টি কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল

টকজাতীয় খাবারে কি ওজন কমে?

অনেকেরই ধারণা, গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে খেলেই নাকি ওজন কমে। আসলেই কি তা ঠিক? পুষ্টিবিজ্ঞানীরা তো বলছেন অন্য কথা। টকজাতীয় খাবার খেয়ে সাময়িকভাবে ক্ষুধা হয়তো নিবৃত্ত করা যায়। কিন্তু স্থায়ীভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে পরিমিত খাবার গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই। পাশাপাশি প্রয়োজন নিয়মিত শরীরচর্চার।

রাজধানীর বারডেম জেনারেল হাসপাতালের প্রধান পুষ্টিবিদ আখতারুন নাহার আলো বললেন, কেউ হয়তো প্রতিদিন সকালে লেবু পানি খাচ্ছেন আবার দিনভর উদর পূর্তি করছেন তেল ও মসলাদার খাবারে। এভাবে কিন্তু কিছুতেই কমবে না ওজন। অনেকেই আবার ওজন কমাতে গিয়ে সারা দিন না খেয়েই থাকেন। এতে করেও দুর্বল হয়ে পড়ে শরীর।

আখতারুন নাহার বললেন, লেবু পানিতে যে ওজন কমে, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বরং লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকায় সকালে গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে খাওয়ার ফলে অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দেয়। এ জন্য পেট ভরে থাকে। যে কারণে খিদে কম লাগে। এতে করে সকালে খাবার গ্রহণেও আসে অনীহা। অনেকেই ওজন কমাতে নিয়মিত মধু খেয়ে থাকেন। কিন্তু গরমের মধ্যে মধু না খাওয়াই ভালো। কারণ, মধু শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এ জন্য অনেকের মাথা গরম হয়ে যায়। তাই রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। আর রাতে ঘুম ঠিকমতো না হলে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, ওজন কমার কোনোই সম্ভাবনা নেই। বরং নিয়মিত খাবার খেয়েই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দিলেন পুষ্টিবিদ। এ জন্য খাবারদাবারের একটি বিশেষ তালিকা করে দিলেন আখতারুন নাহার।

সকালে একটা রুটি, এক বাটি সবজি আর একটা ডিম খেতে পারেন। বেলা ১০টা থেকে ১১টায় খাবারের তালিকায় যুক্ত করেন কলা ছাড়া যেকোনো ফল। দুপুরের খাবারের তালিকায় আধা কাপের মতো ভাত থাকতে পারে। সঙ্গে মাছ বা মাংস আর এক বাটি পাতলা ডাল। সবজি খেতে পারবেন যত খুশি। সে ক্ষেত্রে তেলের পরিমাণটা যাতে কম হয়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন। বিকেলে খিদে পেলে সবজি বা মাংসের এক বাটি ক্লিয়ার স্যুপ খেতে পারেন। রাতের খাবারে ভাতটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। এ ক্ষেত্রে দুধের সঙ্গে কর্নফ্লেকস অথবা রুটি খেতে পারেন। খাবারের এই তালিকা তো মেনে চলবেনই, পাশাপাশি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যেমন রাতে অন্তত আট ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করুন। সকালের খাবারটা কখনো বাদ দেওয়া যাবে না। সকাল নয়টার মধ্যে তা খেতে হবে। রাতের খাবারটা অবশ্যই রাত আটটার মধ্যে খেয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি।

গ্রন্থনা : **বিপাশা রায়**

শুধু লেবুর শরবত খেয়ে ওজন কমানো যায় না। মডেল : ইশিকা, ছবি : প্রথম আলো

আবাহনীর হৃদয় ভাঙল আবাহনী

মাসুদ আলম

একদল সমর্থক উচ্চ স্বরে স্লোগান দিয়েই চলেছে 'আবাহনী, আবাহনী'। হঠাৎ করে কেউ এসে পড়লে বুঝতেই পারতেন না আসলে কোন আবাহনী জিতেছে। দুটিই আবাহনী, পতাকা, জার্সি, সংস্কৃতি সবই যে একাকার!

এমন দৃশ্য বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম তো বটেই, দেশের অন্য কোনো মাঠেও আগে কখনো দেখা যায়নি। দুই আবাহনী এই প্রথম মুখোমুখি হলো ঘরোয়া কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালে, তাতে জিতল চট্টগ্রাম আবাহনী। ক্লাবটি এই প্রথম সর্বোচ্চ পর্যায়ে কোনো ট্রফি ঘরে তোলার আনন্দে উদ্বেল হলো ৭ মে সন্ধ্যায়। ঢাকা আবাহনী শুধু চেয়ে চেয়েই দেখেছে চট্টগ্রাম আবাহনীর এই উদ্‌যাপন।

শেষ বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম আবাহনী স্লোভাক কোচ যোসেফ পাভলিক এসে সান্ত্বনা দিলেন ঢাকা আবাহনীর কোচ অমলেশ সেনকে। মুখে অস্ফুট উচ্চারণ, 'আবাহনী ঢাকা, বিগ রেসপেক্ট। ইউ পিপল গুড প্লে...গুড প্লে।' ততক্ষণে স্মারক নিতে মঞ্চে ডাক পড়ল জয়ী দলের ৪৩ বছর বয়সী কোচের। যাওয়ার পথেই তাঁকে নিয়ে চট্টগ্রাম আবাহনীর খেলোয়াড়-কর্মকর্তাদের সে কী উচ্ছ্বাস!

কিন্তু ২-০ গোলে হেরে ঢাকা আবাহনী যেন নিস্তব্ধ। আত্মসমালোচনা করে চলেছেন ম্যানেজার সত্যজিৎ দাশ রুপু, ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে তাঁর নেতৃত্বেই আবাহনী শেষবার ঘরে তোলে এই স্বাধীনতা কাপের ট্রফি। দীর্ঘ বিরতি দিয়ে আরেকটি স্বাধীনতা কাপ জয়ের কাছে এসে আসল দিনেই মাঠে নিজেদের সেরাটা দিতে পারল না ঢাকা আবাহনী।

ঘরোয়া ফুটবলে প্রথম ট্রফি জয়, শনিবার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ইতিহাস গড়ে উচ্ছ্বাসে ভাসল চট্টগ্রাম আবাহনী ● শামসুল হক

দুই আবাহনীর ব্যতিক্রমী এই ফাইনালটা ঢাকা আবাহনী জিততে পারল না অনেক ভুলের কারণে। খেলোয়াড়েরা বল তুলে দিয়েছেন প্রতিপক্ষের পায়ে, প্রথমার্ধের চেয়ে দ্বিতীয়ার্ধেই এই ভুলটা তাদের বেশি ছিল। তিন বড় অস্ত্র সানডে, লি টাক ও কামারা কেউই ছন্দে ছিলেন না। সানডে নষ্ট করলেন গোটা তিনেক সুযোগ, লি টাকও এদিন ভুলে গেলেন গোলের রাস্তা।

গ্যালারির দিকে চোখ রেখে মনেই হচ্ছিল না এটি একটা ফাইনাল ম্যাচ। মাত্র কয়েক হাজার দর্শক! উত্তাপ নেই, ম্যাচেও ছিল না পরিকল্পিত আনন্দদায়ী ফুটবল। প্রথমার্ধটা ছিল নিষ্প্রাণ। তবে ম্যাচে প্রাণ ফিরল দ্বিতীয়ার্ধে, যখন দু-দুটি গোল করল চট্টগ্রাম আবাহনী।

অফসাইডের ফাঁদ তৈরি করেছিল ঢাকা আবাহনীর রক্ষণ। ওটা করতে গিয়েই ৫৫ মিনিটে সর্বনাশ। ডিফেন্ডার তপু বর্মণ সহজ বলটা হারালেন, তাঁর অসতর্কতায় ছোঁ মেরে বলটা নিলেন টুর্নামেন্ট-সেরা চট্টগ্রাম আবাহনীর লিওনেল প্রিউক্স। হাইতিয়ান স্ট্রাইকার একাকভাবে ঢুকে এরপর কোনাকুনি শটে করলেন ১-০। ম্যাচে ফেরার চেষ্টায় ব্যর্থ ঢাকা আবাহনী ৬ মিনিট পরই খায় দ্বিতীয় গোল। অসাধারণ এক গোল। কৌশিকের ক্রসকে দুর্দান্ত সাইড ভলিতে গোলে পরিণত করেন তরুণ ফরোয়ার্ড রুবেল মিয়া। তাঁর এই গোল অনেক দিন মনে থাকবে দর্শকদের।

লিওনেল ও রুবেলের গোলে চট্টগ্রাম আবাহনী যোগ্যতর দল হিসেবেই মৌসুমের প্রথম ফাইনালটা জিতল। তাদের রানিং ছিল দারুণ, মোটের ওপর গতিতেই তারা পেছনে ফেলেছে ঢাকা আবাহনীকে। নিজেরা খেলতে না পারলেও ঢাকা আবাহনী যাতে মাথা তুলতে না পারে সেসব রাস্তাও বন্ধ করে দেয় চট্টগ্রাম আবাহনী। একটু খালি জমিও তারা দিতে চায়নি প্রতিপক্ষকে। রক্ষণ জমাট রেখে পাল্টা আক্রমণে দ্রুত উঠেছে এবং সুফলও তুলেছে ঘরে।

ঢাকা আবাহনী সুযোগ তৈরি করের কাজে লাগাতে পারেনি, চট্টগ্রাম আবাহনী এখানেই ষোলো আনা সফল। তা দেখে হতাশ সত্যজিৎ দাশ রুপু বলছিলেন, 'এমন কঠিন লড়াইয়ের ম্যাচে সুযোগ হারালে খেসারত দিতেই হয়, যেটা দিলাম আমরা।'

তাঁর পাশ দিয়ে তখন আকাশি-নীল পতাকা নিয়ে ছুটছেন চট্টগ্রাম আবাহনীর কর্মকর্তারা। সন্ধ্যাটা যে তাঁদের কাছে স্মরণীয়। ঘরোয়া ফুটবলে প্রথম ট্রফি জয়, সেটিও বড় আবাহনীকে হারিয়ে! ঢাকা আবাহনীর হৃদয় ভাঙলে ভাঙুক, এই মাহেন্দ্রক্ষণে চট্টগ্রাম আবাহনীর তা নিয়ে ভাবার সময় আছে!

স্প্যানিশ লিগে এক তরুণ কাতারি

কাতার কখনো বিশ্বকাপ খেলেনি। এশিয়ান কাপের ফাইনালেও তাদের ওঠা হয়নি। ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক কাতার। তবে বিশ্ব ফুটবলে কাতার এখনও অভিজাত কোনো নাম নয়। তবে কাতারেরই এক খেলোয়াড় লা লিগায় জায়গা করে নিয়ে গড়ে ফেললেন ইতিহাস।

আলোচিত এই ফুটবলারের নাম আকরাম আফিফ, বয়স মাত্রই ১৯। তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেছে স্পেনের ক্লাব ভিয়ারিয়াল, যারা এ মৌসুমে লা লিগায় চতুর্থ স্থান নিশ্চিত করে জায়গা করে নিয়েছে আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের বাছাইপর্বে।

কাতারের বিখ্যাত ক্লাব আল-সাদের হয়ে ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু আফিফের। ভিয়ারিয়ালের সঙ্গে তাঁর চুক্তির খবরটা নিশ্চিত করেছেন বর্তমানে আল-সাদের হয়ে খেলা বার্সেলোনার সাবেক স্প্যানিশ তারকা জাভি হার্নান্দেজ। জাভিই টুইটারে জানিয়েছেন, 'আগামী মৌসুমে আফিফের দলবদলের ব্যাপারে একমত হয়েছে ভিয়ারিয়াল ও আল-সাদ।' ভিয়ারিয়াল নিজেদের ওয়েবসাইটেও ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে।

দোহায় জন্ম নেওয়া আফিফকে স্প্যানিশ ফুটবলে একেবারেই আগন্তুক বলা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে তিনি খেলে ফেলেছেন সেভিয়া ও ভিয়ারিয়ালের যুব দলে। আল-সাদ থেকেই ২০১২ সালে খেলতে গিয়েছিলেন সেভিয়া যুবদলে। পরের বছর ধারে খেলেন ভিয়ারিয়ালের যুব দলে। যুবস্তরের বাইরে ইউরোপীয় ফুটবলের কঠিন রূপটিও তাঁর চেনা। ২০১৫ থেকেই খেলছেন বেলজিয়ামের ক্লাব কেএএস ইউপেনে। ইউপেনের মালিক আবার কাতারি প্রতিষ্ঠান অ্যাসপায়ার। কাতারে ক্রীড়াবিদ তৈরিতে এই অ্যাসপায়ারের আছে বিরাট অবদান। প্রথম কাতারি ফুটবলার হিসেবে আফিফের লা লিগায় পা রাখাটা হবে অ্যাসপায়ারের বিরাট সাফল্য।

ইউপেনের হয়ে আফিফের সময়টা দারুণ কাটছে। এই মৌসুমে ১৬টি ম্যাচে মাঠে নেমে তিনি গোল করেছেন ৬ টি। সম্প্রতি বেলজিয়ামের ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তরে উঠে যাওয়া এই ইউপেন আফিফের পারফরম্যান্সে এতটাই মুগ্ধ যে তাঁর ভিয়ারিয়াল যাত্রায় তাদের একটু মন খারাপ। তবে আফিফের ফুটবল ক্যারিয়ারের এই অর্জনকে আবার স্বাগতই জানিয়েছে ইউপেন, 'আফিফ ইউপেন ছেড়ে দিচ্ছে—ব্যাপারটা আমাদের ব্যথিত করছে। তবে তাঁর এই অর্জনকে আমরা স্বাগত জানাই। তাঁর সাফল্যই কামনা করি আমরা।'

আফিফের কাছে ইউপেন অবশ্য তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা একটি অধ্যায়। আর যেদিন তিনি কাতার জাতীয় দলের জার্সিটি গায়ে চাপিয়েছিলেন, সেটি তো তাঁর কাছে বিশেষ কিছু। ঘটনাচক্রে ২০১৫ সালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সেই ম্যাচে ভুটানকে ১৫-০ গোলে হারিয়েছিল কাতার। আর কয়েকমাস পরে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে কাতারের চূড়ান্ত অগ্নিপরীক্ষা। আফিফ কাতারকে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখতে পারবেন কি না সেটি সময়ই বলবে।

তবে প্রথম কাতারি হিসেবে লা লিগায় তাঁর খেলার সুযোগ পাওয়া কাতারের জন্য গর্বেরই। এর আগে অবশ্য বেশ কয়েকজন কাতারি ফুটবলার ইউরোপের বিভিন্ন লিগে খেলেছেন। ২০০৫ সালে হুসেইন ইয়াসির নামের এক ফুটবলার ম্যানচেস্টার সিটির জার্সি গায়ে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগে তাঁর খেলা হয়নি। লিগ কাপে ডোনেস্টার রোভার্সের হয়ে একটি ম্যাচ খেলার স্মৃতি নিয়েই তাঁকে ফিরতে হয়েছিল দেশে। সূত্র : এএফপি।

আলো ফিরল সৌম্যর ব্যাটে

রানা আব্বাস

আম্পায়ারকে আঙুল তুলতে দেখে একটু যেন অবাক হওয়ার ভঙ্গি করলেন সৌম্য সরকার। তবে উইকেট ছেড়েছেন এলবিডব্লুর সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ না করেই।

খেলা শেষে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের এক কর্মকর্তার দাবি, 'ওটা আউট ছিল না। বল তো ওর প্যাডেই লাগেনি! ব্যাটে লেগে গ্লাভসে লেগেছে।' কিন্তু সৌম্যর কোনো অভিযোগ নেই, 'আম্পায়ার আউট দিয়েছেন, তার মানে আউট।'

দলের জয়ের দিনে অভিযোগ করার কথা নয় সৌম্যর। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ফর্ম ফিরে পাওয়া। লিগের আগের চার ম্যাচে করেছিলেন ৫২ রান। রূপগঞ্জের হয়ে যেন খেলছিল সৌম্যর ছায়া! আরেকটু পেছনে গেলে আরও ভালো করে বোঝা যাবে দুঃসময়টা। সব ধরনের ক্রিকেট মিলিয়ে গত ২৬ ইনিংসে কোনো ফিফটি ছিল না।

ঠিক যেন এক বছর আগের সৌম্য সরকারই ফিরে এলেন ৯ মে । ঠিক আগের মতোই ব্যাট থেকে ঠিকরে বের হচ্ছিল আত্মবিশ্বাসের ছটা। সেই আত্মবিশ্বাস অনূদিত হচ্ছিল দৃষ্টিনন্দন সব শটে। কখনো কাভার ড্রাইভ, কখনো পুল, কখনো বা স্কয়ার কাট। গত বছর দেশের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটি যেখানে শেষ করেছিলেন সেখানেই যেন সোমবার সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সৌম্য। ৮৪ রানের ঝকঝকে এক ইনিংসে।

মাঝের সময়গুলো যেন ছিল দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা কাটিয়ে নতুন রৌদ্রোজ্জ্বল এক সুন্দর সকালই যেন আজ ভর করেছিল সৌম্যর ব্যাটে। দীর্ঘ খরা কাটিয়ে আজ তিনি খেললেন দারুণ এক ইনিংস।

প্রিমিয়ার লিগে এই প্রথম কথা বলে উঠল সৌম্যর ব্যাট। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আবাহনীর বিপক্ষে তাঁর ৮৪ রানের ইনিংসই গুরুত্বপূর্ণ লিজেন্ড অব রূপগঞ্জের জয়ে। ৮৯ বলে সৌম্য ৮৪ রান করেছেন ৯টি চার ও ২টি ছয়ে। ৬৬ বলে ফিফটি পূর্ণ করেছেন। তখনই ছিল পাঁচটি চার ও একটি ছয়। ফর্মে নেই বলেই যে ধুঁকে ধুঁকে রান করবেন, সৌম্য তেমন ব্যাটসম্যানই নন। সেঞ্চুরিটা প্রাপ্যই মনে হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। সাকলাইন সজীবের বলে ফিরলেন সেঞ্চুরি থেকে ১৬ রান দূরে থাকতে।

তবে নিখুঁত ও সাবলীল এই ইনিংসটি দীর্ঘ রান খরার পর এক পশলা বৃষ্টির মতোই স্বস্তিদায়ক। খেলা শেষে কণ্ঠে তাই স্বস্তি, 'আবাহনী বড় দল। ওদের বিপক্ষে বড় ইনিংস খেলার লক্ষ্য ছিল।' সেঞ্চুরি না পাওয়ার অতৃপ্তি তো থাকবেই, 'নিজের ভুলের জন্য সেঞ্চুরি মিস করলাম। হলে ভালো হতো।' প্রিমিয়ার লিগে আগের চার ম্যাচে মোটে ৫২ রান করা সৌম্যকে এই ইনিংসটি নিশ্চয়ই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

অনেক দিন পর ফিরলেন স্বরূপে সৌম্য সরকার ● প্রথম আলো

নিষেধাজ্ঞা উঠল শাহাদাতের

ক্রীড়া প্রতিবেদক

ক্রিকেটার শাহাদাত হোসেনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। 'মানবিক কারণে' তাঁর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

গৃহকর্মীকে মারধরের অভিযোগে গত বছর একটি মামলার আসামি হওয়ার পর বিসিবি তাঁর খেলার ব্যাপারে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। গত বিপিএল তো বটেই, এবারের প্রিমিয়ার লিগেও খেলতে পারেননি শাহাদাত। ক্রিকেট তাঁর রুটি-রুজি। অতীত কৃতকর্মের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে বিষয়টি মানবিক দিক দিয়ে দেখার আবেদন জানিয়েছিলেন এই পেসার। অবশেষে মঙ্গলবার তাঁর আবেদনে সাড়া দিল বিসিবি।

বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'মানবিক কারণে বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি শাহাদাতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' শাহাদাত আপাতত কেবল ঘরোয়া ক্রিকেটেই খেলতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বিসিবি নির্বাহী।

১১ বছর বয়সী গৃহকর্মীকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল শাহাদাতের বিরুদ্ধে। পরে শাহাদাতের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে একটি মামলা হয়। মামলার অন্যতম আসামি তাঁর স্ত্রীও। মামলাটি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। তবে আদালত তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন, ক্রিকেট যেহেতু শাহাদাতের জীবিকা, সেটি খেলতে আদালতের তরফ থেকে কোনো মানা নেই।

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের আগেই কেন তাঁকে খেলার অনুমতি দেওয়া হলো, এমন প্রশ্নের জবাবে নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'বিসিবি অবস্থান বদলায়নি। তাঁকে কেবল ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সে একজন পেশাদার ক্রিকেটার। তাঁর আয়ের একমাত্র উৎস ক্রিকেট। সে বেশ কিছুদিন ক্রিকেটের বাইরে ছিল। ফলে আর্থিক দিক দিয়েও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

ব্যাপারটা বাজে উদাহরণ হয়ে থাকবে না বলেই অভিমত বিসিবির প্রধান নির্বাহীর, 'সে একটা ভুল করে ফেলেছে। সেই ভুলের মাশুল সে দিচ্ছে। সে অনুতপ্ত এবং দেশবাসীর কাছে ক্ষমাও সে চেয়েছে। মামলার বাদীর সঙ্গেও তাঁর সমঝোতা হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। সবকিছু বিবেচনা করেই আমরা তাঁর খেলার অনুমতি দিচ্ছি।'

এরপর কি বিগ ব্যাশেও?

যেখানেই যাচ্ছেন, জয় করছেন। আইপিএলে তো আলোচনার তুঙ্গে। এরপর অপেক্ষায় ইংলিশ কাউন্ট দল সাসেক্স। সেখানে গিয়ে কী করেন, সেটি দেখতে অপেক্ষা করতে হবে। তবে আইপিএলে এরই মধ্যে যা করেছেন, তাতে আগামী বিগ ব্যাশে মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতে পারে বলে আভাস দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট।

বিগ ব্যাশের দলগুলোতে বিদেশি খেলোয়াড় নেওয়ার সুযোগ এমনিতে কম। এ কারণে বিদেশি খেলোয়াড় নেওয়ার ক্ষেত্রে দলগুলো অনেক বাছবিচার করে। নিশ্চিত দানের ওপরই বাজি ধরতে চায়। এ ক্ষেত্রে মুস্তাফিজের মতো সহজ বাজি আর কী আছে! ওয়েবসাইটটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুস্তাফিজকে দলে টানতে দলগুলো 'যুদ্ধে' নেমে পড়তে পারে।

আর তাতে সবচেয়ে এগিয়ে খুব সম্ভবত মেলবোর্ন রেনেগেডসই। কারণটাও আর কিছুই নয়—টম মুডি। আইপিএলে মুস্তাফিজের দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কোচ অস্ট্রেলিয়ার এই সাবেক ক্রিকেটার। মুডি আবার বিগ ব্যাশ দল রেনেগেডসের পরিচালকও। বিদেশি ক্রিকেটারদের কোটাও নাকি এখনো পূরণ করেনি তারা।

রেনেগেডস কোচ ডেভিড স্যাকারও নাকি আগ্রহী মুস্তাফিজকে দলে নিতে। গত মৌসুমে বাজে পারফরম্যান্সের পর স্যাকার এবার চান দলের বিদেশি কোটায় একজন বোলার নিতে।

মুডির কারণে যদি মুস্তাফিজের রেনেগেডসের হয়ে খেলার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে সিডনি সিক্সার্সেও আছেন মুস্তাফিজের আইপিএল-সতীর্থ মোজেস হেনরিকেস। হেনরিকেস আগ্রহী আগামী বিগ ব্যাশে মুস্তাফিজকে সিডনিতে নিয়ে যেতে।

মাইক হাসির কারণে মুস্তাফিজের খেলার সম্ভাবনা আছে সিডনি থান্ডার্সেও। আইপিএলে ধারাভাষ্যকার হিসেবে মুস্তাফিজের বেশ কয়েকটি ম্যাচেরই তিনি সাক্ষী। দলে বিদেশি কোটা খালি থাকায় তিনিও আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন মুস্তাফিজের প্রতি। সে ক্ষেত্রে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দলটির বড় তারকা জ্যাক ক্যালিসের জায়গায় চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন মুস্তাফিজ। শুধু এই তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজিই নয়—অন্যরাও যেমন পার্থ, হোবার্ট, অ্যাডিলেডও যে মুস্তাফিজের জন্য মাঠে নামবে না, সেটা কে বলবে?

সাকিবের পর দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে মুস্তাফিজ বিগ ব্যাশে যাচ্ছেন কি না, সেটা জানতে অবশ্য অপেক্ষায় থাকতে হবে আরও কিছুদিন। সূত্র : ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

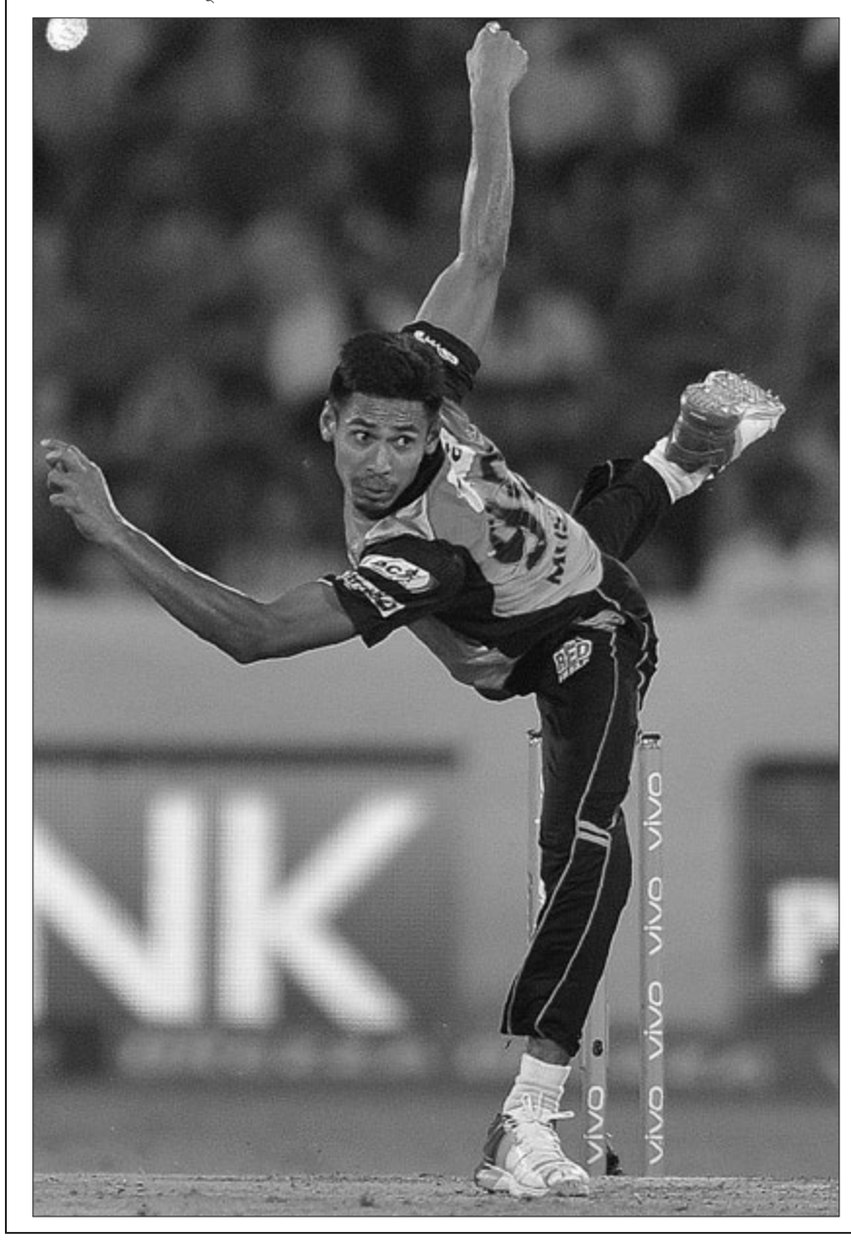

ক্ষমা চাইলেন মামুনুলরা

ক্রীড়া প্রতিবেদক

জাতীয় দল কমিটির প্রধান কাজী নাবিল আহমেদ দরজাটা খুলে দেন নিষিদ্ধ চার ফুটবলারের সামনে। সেই অনুযায়ী ৮ মে মামুনুল ইসলাম ও সোহেল রানা বাফুফে সভাপতির কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন।

সাফ ও বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপে জাতীয় দলে বিন্দুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না বলে অভিযোগ ওঠে। খেলোয়াড়েরা দেদার মদ্যপান করেছেন। তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মামুনুল ও জাহিদকে এক বছর এবং সোহেল ও ইয়াছিনকে ছয় মাস জাতীয় দলে নিষিদ্ধ করেছিল বাফুফে।

কিন্তু মাস তিনেক না যেতেই বাফুফে একরকম সেধেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে চায়। খেলোয়াড়েরা নিজেরা কখনো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের তদবির করেননি। মামুনুল তখন বলেছিলেন, 'আমি কোনো অন্যায় করিনি। এটা ফেডারেশনের ভুল সিদ্ধান্ত। তাহলে আমি ক্ষমা চাইব কেন?'

তবে কাল ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে বলেছেন, 'যেহেতু ফেডারেশন একটা সুযোগ দিয়েছে তাই সেই সুযোগ নিলাম। আগে তো অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু শাস্তি মাফ হয়নি। আর জাতীয় দলে খেলতে না পারলে কোনো মূল্য নেই। তাই চিঠি দিলাম। দেখি ফিরতে পারি কি না।'

ফেডারেশন সূত্রে জানা গেছে, তাজিকিস্তানের সঙ্গে আগামী মাসের শুরুতে দুটি ম্যাচের জন্য পুরো শক্তির জাতীয় দলই গড়ার উদ্যোগ চলছে। মামুনুলদের ছাড়া সম্প্রতি জর্ডানের কাছে ৮ গোল খেয়ে এসেছে বাংলাদেশ। সেই ভরাডুবি মাথায় রেখেই হঠাৎ মামুনুলদের ফিরিয়ে নেওয়ার এই 'অতি উৎসাহী' উদ্যোগ বাফুফের।

আবার সেই ডি ক্রুইফ!

ক্রীড়া প্রতিবেদক

আভাসটা পাওয়া যাচ্ছিল আগে থেকেই। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এল ৭ মে। বাফুফের নতুন কমিটি প্রথম সভায় বসেই চূড়ান্ত করেছে লোডভিক ডি ক্রুইফের পুনর্নিয়োগ। ২০১৯ এশিয়া কাপের প্লে-অফ পর্বে আগামী ২ ও ৭ জুন তাজিকিস্তানের সঙ্গে দুটি ম্যাচের জন্য জাতীয় দলের দায়িত্ব পেয়েছেন এই কোচ। তাজিকদের কাছে হারলেও অবশ্য বাংলাদেশ দল সেপ্টেম্বরে শেষ সুযোগ হিসেবে পাবে ভুটানকে। ডি ক্রুইফের সঙ্গে বাফুফের সম্পর্ক তিক্তই ছিল বরাবর। এখন তাঁকেই আবার ফিরিয়ে আনার কারণটা বললেন জাতীয় দল কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পাওয়া বাফুফে সহসভাপতি কাজী নাবিল আহমেদ, 'যেহেতু আমরা এখনো দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা করতে পারিনি, তাই স্বল্প মেয়াদে আপাতত এক মাসের জন্য আনা হচ্ছে ক্রুইফকে। ৭ জুনের পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত।'

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের কোচ মিকি আর্থার

কিছুদিন ধরে পাকিস্তান ক্রিকেটে কোচ নিয়োগ নিয়ে দারুণ একটা 'খেলা' হলো। যাঁকেই প্রস্তাব দেওয়া হয়, তিনিই আর রাজি হন না! অবশেষে অচলাবস্থার সমাপ্তি ঘটল। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কোচের দায়িত্ব নিতে একজন অবশেষে রাজি হলেন— মিকি আর্থার।

ওয়াকার ইউনিস দায়িত্ব থেকে সরেছেন প্রায় এক মাস হতে চলল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ওয়ানডে ক্রিকেটে টানা ব্যর্থতার দায় নিয়ে সরে গেছেন ওয়াকার। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরি খুঁজতে গিয়ে বিপাকে পড়ে যায় পাকিস্তান। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, দায়িত্ব পাচ্ছেন ওয়াকারেরই সাবেক সতীর্থ আকিব জাভেদ। কিন্তু কিছুদিন পরেই জানা গেল, সেটি আর হচ্ছে না। পর পর নাম শোনা গেল ডিন জোন্স, টম মুডি, পিটার মুরসের। তাঁরা সবাই কোনো না কোনো পর্যায়ে পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ৪ মে পিসিবি তো এক প্রকার নিশ্চিত করেই বলে দিয়েছিল কোচ হচ্ছেন ষ্টুয়ার্ট ল। এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনো কারণে ল-কে পাওয়া না গেলে কোচ হবেন ইংল্যান্ডের অ্যান্ডি মোলস।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে গত ৬ মে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকান মিকি আর্থারের নাম ঘোষণা করল পিসিবি। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই কোচই ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম কঠিন দায়িত্বটি নিতে রাজি হয়েছেন। আর্থার হবেন পাকিস্তানের পঞ্চম বিদেশি কোচ। কঠিন এক চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। ওয়ানডে নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে আছে পাকিস্তান, র‍্যাঙ্কিংয়ের ৯-এ আছে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের আগে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগোতে না পারলে পরবর্তী বিশ্বকাপ খেলতে বাছাইপর্ব পেরোতে হবে তাদের। সূত্র : এএফপি

'ব্রাজিলের ফুটবল পথ হারিয়েছে!'

এখনো ওই ম্যাচটা পেলের হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগায়। নিজেদের মাঠে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে হারার স্মৃতিটা আরও হয়তো অনেক দিনই পোরাবে। এরপর আরও দুই বছর কেটে গেছে, তবে ব্রাজিলের ফুটবল নিয়ে এখনো আশার গান শোনাতে পারছেন না পেলে। সে জন্য নতুন কোচ দুঙ্গার ওপরেই দোষ চাপিয়েছেন।

পেলের বেদনা অবশ্য শুধু স্কোরলাইনের জন্য নয়, অন্য জায়গায়, 'এটা নিয়ে কথা বলতেই আমি দুঃখ পাই। ওই ম্যাচটা দেখার সময় আমি কেঁদেছিলাম। সেটা শুধু স্কোর লাইনের জন্য নয়। আমি কেঁদেছি, কারণ ব্রাজিলিয়ান ফুটবলকে ওই দিন খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

সামনেই ব্রাজিলের আরও বড় দুইটি পরীক্ষা। কোপা আমেরিকার শততম বছর উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন তো আছেই, এরপর আবার এখনো অধরা অলিম্পিক অভিযান। পেলে অবশ্য খুব একটা আশা দেখছেন না, 'হয়তো এবারের অলিম্পিক বা কোপা আমেরিকায় আমরা আবার ব্রাজিলিয়ান ফুটবল দেখতে পার, কিন্তু কাজটা সহজ হবে না, আমার ভয় হচ্ছে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

ব্রাজিলের খেলায় ওই ঝলকটাই এখন খুঁজে পাচ্ছেন না পেলে, 'আমাদের খেলায় কোনো ঝলক নেই। এখন আর্জেন্টিনা, চিলি বা ইকুয়েডরের মতো অন্য দক্ষিণ আমেরিকান দলগুলোও আমাদের চেয়ে ভালো খেলে। আর গত দুইটি কোপা আমেরিকায় কী হয়েছে সেটা তো সবাই জানে। আমরা প্যারাগুয়ের কাছে পেনাল্টিতে হেরেছি।'

সত্তরের ব্রাজিলের স্মৃতিও টেনে আনলেন, 'আমি, গারসন, টোস্টাও, রিভেলিনো সবাই ১০ নম্বর খেলোয়াড় ছিলাম। কিন্তু মারিও জাগালো এমন একটা ফরমেশনে খেলিয়েছিলেন, যেন আমাদের সবাইকে একসঙ্গে খেলানো যায়। ২০০২ সালে রিভালদো, রোনালদিনহো ও রোনালদোর যেমন আলাদা একটা ঝলক ছিল।'

সেই ঝলক নষ্ট করে দেওয়ার জন্য দুঙ্গাকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন, 'আমাদের কোচ এখন ব্যক্তিগত দক্ষতা নিয়ে মাথা ঘামান না। নেইমার কাজটা একা করতে পারবে না। গত বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে জার্মানির সঙ্গে সে ছিল না, তখনই সেটা দেখা গেছে।'

এবারের কোপা আমেরিকায়ও থাকছেন না নেইমার, এবার ব্রাজিল কী করবে? সূত্র : ইএসপিএন।

আশা জাগাচ্ছে ‘অস্তিত্ব’

তিশা ও আরিফিন শুভ

রাসেল মাহমুদ

আইটেম-রোমান্টিক মিলিয়ে কয়েকটি গান, দুটো মারপিট আর একটুখানি কৌতুক। একটি সিনেমাকে পাশ মার্ক দিতে আর কি চাই? দর্শক হয়তো এইটুকুতেই খুশি হয়ে বলবেন, ‘পয়সা উশুল।’ অনন্য মামুন পরিচালিত ‘অস্তিত্ব’ ছবিটিও সেভাবে দর্শকের পরীক্ষায় পাশ করে যাবে। কিন্তু প্রতিযোগিতার দৌড়, লগ্নি তুলে আনা, পরের ছবিটার জন্য প্রেরণা কুড়োতে মামুনকে নম্বর টানতে হবে। পেতে হবে এ, এ প্লাস কিংবা গোল্ডেন এ প্লাস। চলুন সবাই মিলে মামুনকে একটু এগিয়ে রাখি। ভাগাভাগি করি তাঁর ছবিটি দেখার অভিজ্ঞতা।

গল্পটি ইতিবাচক

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আধিপত্য বিস্তার, সম্পদ দখল, চোরাচালান, খুন, ধর্ষণ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছে বাংলাদেশের দর্শক। অতিপ্রেম, যৌনতার সুড়সুড়ি, অতি অভিনয়ও অনেক দেখা হলো। সিনেমায় এখন একটু ভালো গল্প দেখতে চায় দর্শক। পরিচালক বেশ ঝুঁকি নিয়ে ভিন্ন একটি গল্প দেখিয়েছেন। বহুদিন পর একটি ব্যতিক্রম গল্পে নির্মিত হলো বাংলা সিনেমা। প্রচলিত রীতিতে এই ছবি লোকে সাধারণত ‘খায়’ না। নায়িকার ঠোঁটে সংলাপ নেই, নেই অকারণ রোমাঞ্চ জাগানো দৃশ্য। আড়াই ঘন্টায় নায়িকা উচ্চারণ করেছেন হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি শব্দ। তবু পর্দায় তাঁর উপস্থিতি বিনোদন যুগিয়েছে দর্শকদের। প্রকৃত সামাজিক ছবিও বলা যায় একে। পরিবার নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দেখার মতো। গল্পটিও দারুণ ইতিবাচক। গুলি কিংবা বোমার বদলে খলনায়ক এগিয়ে দিয়েছেন গোলাপ। নায়িকাকে বেধে ধর্ষণের বদলে তুলে দিয়েছেন চিপস-জুস! এর থেকে সুন্দর দৃশ্য আর কি হতে পারে। এভাবে ইতিবাচকতা হয়তো একসময় পর্দা থেকে ছড়িয়ে যাবে বাস্তব সমাজে।

ফুলস্লিভ জামা পরে আইটেম গান

‘অস্তিত্ব’ ছবির পাঁচটি গানই সুন্দর। ‘তোর নামে লিখেছি হৃদয়’ গানের সেট অসাধারণ, ‘আয় না বল না’-এর দৃশ্যায়ন অনন্য। তার থেকেও অভাবনীয় ছবির আইটেম গানটি, যেখানে ফুলস্লিভ জামা গায়ে নেচেছেন নায়িকা তিশা। মূল গানগুলোর বাইরে আশাবাদ ছড়িয়েছে শিশুদের কণ্ঠে বেশ ক’বার ‘আমরা করব জয়’। অপ্রয়োজনীয় লেগেছে জোভানদের গানটি। জড়তা নিয়ে হাত-পা ছুঁড়লে দেখতে একটু বিরক্ত লাগাটাই স্বাভাবিক।

নেই সুড়সুড়ি

যৌন সুড়সুড়ির ব্যর্থ ও অযৌক্তিক দৃশ্যায়নের ঝুঁকি পরিচালক নেননি। সিনেমা বানালে এ ধরনের দৃশ্য না রাখাটাই যেন এক ধরণের অসভ্যতা হয়ে উঠেছিল। গল্পের জন্য প্রয়োজন হয়নি বলে যে তিনি অমন দৃশ্য রাখেননি, সেরকম মনে হয়নি। বরং গল্পের জন্য দুটি রোমান্টিক গানও অপ্রয়োজনীয় ছিল। তারপরেও বিনোদনের সংযুক্তি হিসেবে সেগুলো দেখতে খারাপ লাগেনি। সমাজে বিশেষ শিশুদের যে কখনো কখনো যৌন নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়, সেসবও নেই ছবিতে। নির্মাতা যেন চেয়েছেন একেবারেই ইতিবাচক একটি ছবি বানাতে। তাই নেতিবাচকতা ও অসুন্দরের ঠাঁই নেই তাঁর ছবিতে।

শুরুর ক্লান্তি

ছবির পোস্টার দেখে মনে হতে পারে ‘অস্তিত্ব’ এক ভরপুর প্রেমের ছবি। অথচ প্রেমের ‘প’-ও নেই ছবিতে। দর্শক হতাশ হতে পারেন, গালমন্দ করতে পারেন। কী দেখানোর কথা বলে নিয়ে গেল হলে? দেখালো বিশেষ-শিশুদের এক বিশেষ স্কুলের কাহিনি! বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দুই তরুণ-তরুণীর রোমান্টিক সম্পর্কের হাত ধরে মূল গল্পে ঢোকাটাও দর্শকের জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে।

দর্শক জরিপ

শুক্রবারের প্রথম প্রদর্শনীর পর বলাকা সিনেমা ও যমুনা ফিউচার পার্কের ব্লকবাস্টার সিনেমাসের কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে কথা হয় ছবিটি নিয়ে। একজন বলেন, গানগুলোতে তিশাকে ভালো লেগেছে। তবে তাঁকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারেননি পরিচালক। ওই দর্শকের প্রত্যাশা ছিল নায়িকাকে আরও একটু ‘নায়িকা’ হিসেবে দেখার। শুভকে নিয়ে তাঁর কোনো অতৃপ্তি নেই। নিয়মিত বলিউড ও হলিউডের ছবি দেখা আরেক দর্শক জানালেন, ছবির সিনেমাটোগ্রাফ খারাপ না। প্লটটা দারুণ। বেশ কিছু জায়গায় লিঙ্ক করতে বেগ পেতে হয়েছে পরিচালককে। কিছু জায়গায় ব্যর্থও হয়েছেন।

দর্শক সারি থেকে বসে আমারও মনে খটকা তৈরি করেছে কয়েকটি বিষয়। সিলেট থেকে তিন ঘন্টায় এতগুলো বিশেষ-শিশু কীভাবে ঢাকার হাসপাতালে পৌঁছাল? একজন দুষ্কৃতকারী নিজেকে বাঘের বাচ্চা দাবি করতে পারে। বিশেষ-শিশুদের একজন প্রশিক্ষক কি তাঁর কাছে জানতে চাইবেন যে, তাঁর মা জঙ্গলে গিয়েছিলেন নাকি বাঘটাই বাসায় এসেছিল? নায়ক-ভিলেন সংলাপে নিরীহ এ কৌতুকটির ব্যবহার নিয়ে আরেকটু ভেবে দেখা যেত বোধ করি। কানে হেডফোন কাঁধে কলার কাঁদি রেখে কলা খাওয়া চরিত্রটি কোত্থেকে উদয় হলো, বুঝিনি।

আরিফিন শুভ

ছবিতে পর্দায় প্রথমবার শুভ উদয় হতেই হর্ষধ্বনি করে ওঠে তরুণ দর্শকেরা। এই উচ্ছাস হয়তো বাংলার দাপুটে নায়কদের জন্য শঙ্কার শঙ্খধ্বনি। ইতিমধ্যে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ করে ইতিমধ্যেই আলোচনায় চলে এসেছেন শুভ। পুরস্কার, সম্মাননা, করতালি, হর্ষধ্বনি সব কিছুর পেছনেই রয়েছে তাঁর অভিনয়। সেটাকে ‘লাইক’ দিতেই হবে। শুভর সামনে হাজার মাইলের রানওয়ে। তাঁকে সেখানে দৌড়ে এগিয়ে যেতেও হবে, আবার উজ্জ্বলতা নিয়ে দৃশ্যমানও থাকতে হবে। ‘অস্তিত্ব’ দেখে মনে হবে, শুভ দৌড় শুরু করেছেন তুমুল উদ্যোমে। তাঁর জন্য শুভ কামনা।

শেষ হাহাকার

তরুণ, হ্যান্ডসাম প্রশিক্ষক অসুস্থ হয়ে আসন গেড়েছেন হুইল চেয়ারে। মৃত্যুর জন্য শুরু হয়েছে তাঁর অপেক্ষা। ঠিক সেই সময়ে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পড়ে সামনে এলো তাঁর প্রিয় ছাত্রীটি। শিক্ষকের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তে দেখা গেল এক ফোটা হাহাকার। পরিচালক বিশদ ব্যাখ্যায় যাননি। ফলে হাহাকারটি শিল্পসৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। সব মিলিয়ে ছবিটি কেমন হলো, দর্শক তা দেখে নম্বর দিক নিজেই।

অভিষেকেই পিয়ার দুই রূপ

পিয়া বিপাশা

শফিক আল মামুন

ছোট পর্দার মডেল ও অভিনেত্রী পিয়া বিপাশা অভিনয় করেছেন বড় পর্দায়। ছবির নাম *রুদ্র*। ছবিটি ১৩ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। এই ছবির মধ্য দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটছে তাঁর। ছবিতে পিয়া বিপাশার বিপরীতে অভিনয় করেছেন এ বি এম সুমন।

এদিকে বড় পর্দায় অভিষেকের আগে আনন্দ, শঙ্কা দুই-ই কাজ করছে পিয়ার মনে। বললেন, ‘স্বপ্ন ছিল বড় পর্দায় অভিনয় করব। স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। ভালো লাগছে।’

রুদ্র ছবির কাজ হয়েছে প্রায় তিন বছর। পিয়া প্রথম যখন ছবিটিতে অভিনয় করেন, তখন বড় পর্দার কাজের জন্য নাকি তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাই ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকেরা কীভাবে নেবেন, তা নিয়ে একটু ভাবনা তো আছেই।

ছবিতে প্রথম দিন শুটিংয়ের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে পিয়া বলেন, ‘প্রথম দিন আমরা কাজ করেছি কক্সবাজারে। একটি গানের দৃশ্যের শুটিং হয়েছিল। মনের মধ্যে একটু চাপ তো ছিলই। প্রথম দৃশ্য ওকে হতে আটবার শট দিতে হয়েছিল।’

রুদ্র ছবিতে আদ্রিতা ও পিয়া নামে দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন পিয়া বিপাশা। পিয়া চরিত্রটি চঞ্চল আর আদ্রিতা শান্ত স্বভাবের। একসঙ্গে দুটি চরিত্রে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে পিয়া বিপাশা বলেন, ‘দুটি চরিত্র দুই ভাবে এসেছে ছবিতে। আদ্রিতার মৃত্যুর পর পিয়া চরিত্রটি সামনে আসে। দুটি চরিত্রের শুটিংও দুই ভাগে করা হয়েছে। তাই কোনো সমস্যা হয়নি।’

এদিকে, রুদ্র মুক্তির আগেই *মনের রাজা* ও *মাটি* নামে আরও দুটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন পিয়া। বললেন, ‘*মনের রাজা* ছবির শুটিং শুরু হয়েছে। *মাটি* ছবির শুটিং হবে কানাডায়। এখন প্রস্তুতি চলছে।’

রুদ্র ছবির পরিচালক সায়েম জাফর ঈমামী জানিয়েছেন, রোমান্টিক ও অ্যাকশন ধাঁচের এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন শতাব্দী ওয়াদুদ, আহমেদ শরিফ, ডন, আমির সিরাজী, সুব্রত প্রমুখ।

একনজরে

সাবিলার প্রথম চার ঘুঁটি

‘আরে ভাই ঘুঁটি খেলা জীবনে দেখেছি নাকি? যে আমাকে শেখাতে আসে, কিছুক্ষণ পর আমাকে হারিয়ে দেয়! মার্বেলেও একই অবস্থা।’ বললেন সাবিলা নূর। নতুন একটি নাটকে অভিনয় করছেন এই অভিনয়শিল্পী। আর শহরে বড় হওয়া সাবিলার জন্য গ্রামের অনেক কিছুই নতুন! সেখানে ‘চার ঘুঁটি’ খেলা শিখতে হয়েছে তাঁকে। আর এতেই বিপত্তি। হ্যাঁ, নতুন একটি নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের নায়িকা তিনি। কবিগুরুর ‘সমাপ্তি’ গল্প অবলম্বনে তৈরি এই নাটকে তার নাম ‘মৃন্ময়ী’। তাহলে ঘুঁটি খেলায় কী হলো? বিজয়ের হাসি দিয়ে বললেন, ‘পরে জিতেছি। চিটিং করেছিলাম!’

সাবিলা

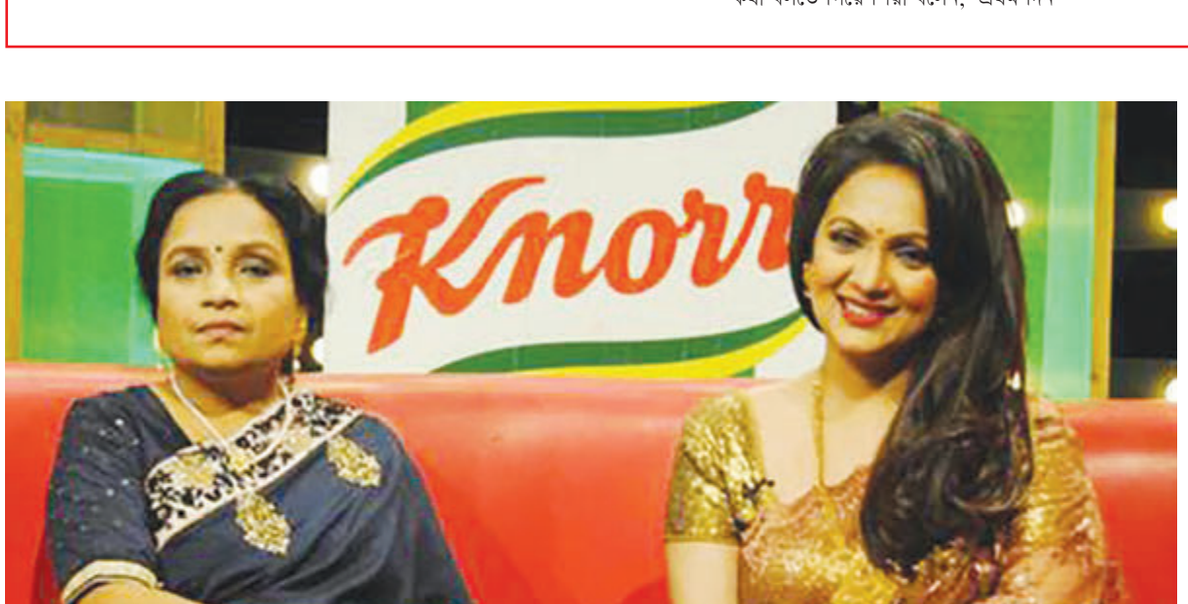

‘আমি আর মা’ অনুষ্ঠানে মায়ের সঙ্গে বিন্দু

হঠাৎ টিভিতে বিন্দু

বিনোদন প্রতিবেদক

বিয়ের পর পরিবার ছাড়া সবার সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ থেকে দূরে সরে যান বিন্দু। কিছুদিন আগে হঠাৎ আবার তাঁর দেখা মিলে। দু-একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি থাকলেও কোনো টেলিভিশন অনুষ্ঠানে তাঁকে পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি বিন্দু একটি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন। তাও আবার মাকে সঙ্গে নিয়ে। আরটিভির জন্য নির্মিত এই অনুষ্ঠানের নাম ‘আমি আর মা’।

তানিয়া আহমেদের উপস্থাপনায় তেজগাঁওয়ে আরটিভির নিজস্ব স্টুডিওতে বিন্দু ও তাঁর মায়ের অনুষ্ঠানের দৃশ্যধারণের কাজ শেষ হয়। মা দিবসে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়।

‘আমি আর মা’ অনুষ্ঠানে বিন্দু তাঁর জীবনে মায়ের ভূমিকার কথা দর্শকের সামনে তুলে ধরেন। এদিকে বহুদিন পর টেলিভিশনের কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে ভালো লেগেছে বলে জানান বিন্দু। ৯ মে দুপুরে *প্রথম আলো*কে বিন্দু বললেন, ‘আমার মা সাধারণত খুব একটা টেলিভিশনের পর্দায় আসতে চান না। তিনি নিজের মতো করে থাকতে চান। কিছুদিন পর আমার বাবা-মা দুজনে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাচ্ছেন। তার আগে মাকে নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ব্যাপারটি একেবারে অন্যরকম লেগেছে। বহু আগে একবার অবশ্য মাকে নিয়ে টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলাম। এবার পুরোটা সময় আমি ও মা খুব উপভোগ করেছি। সবাই আমাদের যেভাবে স্বাগত জানিয়েছে তাও ছিল মুগ্ধ করার মতোই।’ ২০১৪ সালের ২৪ অক্টোবর ব্যবসায়ী আসিফ সালাউদ্দিনকে বিয়ে করেন মডেল ও অভিনেত্রী আফসান আরা বিন্দু। এরপর অভিনয় থেকে নিজেকে পুরোপুরিভাবে গুটিয়ে নেন তিনি। সংসারে নিজেকে মনোযোগী করেন। ২০০৬ সালের ‘লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার’ প্রতিযোগিতার প্রথম রানারআপ বিন্দু টেলিভিশন নাটকের পাশাপাশি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র তৌকীর আহমেদের ‘দারুচিনি দ্বীপ’। এ ছাড়া অন্য ছবিগুলো হচ্ছে খিজির হায়াতের ‘জাগো’, পি এ কাজলের ‘পিরিতির আগুন জ্বলে দ্বিগুণ’ ও সোহেল আরমানের ‘এই তো প্রেম’।

তনুকে নিয়ে ফকির আলমগীরের গান

বিনোদন প্রতিবেদক

সোহাগী জাহান তনুকে নিয়ে গান গাইলেন গণসংগীত শিল্পী ফকির আলমগীর। গানের কথাগুলো এরকম, ‘প্রায় প্রতিদিনই কত তনুই হচ্ছে দেখ লাঞ্ছিত, আমাদের ভাই ভগ্নি মরে, কত যে ভাই রক্ত ঝরে, ওরে মরছে রাজন মরছে তনু, মরছে কত মায়ের ধন...।’

এমন কথার গানটি লিখেছেন তরুণ ছড়াকার সাঈদ সাহেদুল ইসলাম। গানটি প্রসঙ্গে ফকির আলমগীর বললেন, ‘আমি বরাবরই বিশ্বের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ চালিয়েছি। এবারও তাই। পৃথিবীর বৈরি প্রকৃতির মানচিত্রে যেকোনো ঘটনা ঘটুক আমি আমার কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাব। তনুকে নিয়ে আন্দোলনের সময় গানটি গেয়েছি। তনুকে নিয়ে লেখা গানটি সবাই অনেক পছন্দ করেছে। গানটি রেকর্ড করে দ্রুত বাজারে ছাড়ব।’

ফকির আলমগীর

হামতাম কোচিং সেন্টার

বিনোদন প্রতিবেদক

চার বন্ধু হাসান, মনির, তাহের ও মজনু। তাঁরা চারজন মিলে খুলেছেন কোচিং সেন্টার। নামটাও দিয়েছে তাঁদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে—হামতাম কোচিং সেন্টার। একটা কোচিং সেন্টার তৈরি করা নিয়েই এগিয়েছে গল্প। তবে এ সবই ঘটেছে নাটকে। নাটকের নামটাও কোচিং সেন্টারের নামেই, *হামতাম কোচিং সেন্টার*। গেল সপ্তাহে নাটকটির শুটিং হয় উত্তরায়। অনামিকা মণ্ডলের গল্পে নাটকটি নির্মাণ করেছেন শাহরিয়ার সুমন। আর চার বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তৌসিফ মাহবুব, অ্যালেন শুভ্র, কাজী আসিফ ও অর্ণব অন্ত। এ ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন ঈশিকা খান, সামিয়া সাইদ, প্রিমা, লিসা, বাদল প্রমুখ।

নাটকটিতে অভিনয় প্রসঙ্গে অভিনয়শিল্পী অ্যালেন শুভ্র বলেন, ‘মজার গল্প। ভালো লেগেছে। দর্শকেরা বেশ মজা পাবেন।’

পরিচালক জানালেন, হাসির নাটকটি প্রচারিত হবে আগামী ঈদুল ফিতরে।

বাঁ থেকে অন্ত, তৌসিফ, সামিয়া, ঈশিকা, অ্যালেন ও আসিফ

প্রথম আলো

উৎসবে শেয়খা মরক্কোয় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে ২২তম ফেস্টিভ্যাল অব ওয়ার্ল্ড স্যাক্রিড মিউজিক। আন্তর্জাতিক এই সংগীত উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন কাতারের বাবা আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আলথানির স্ত্রী ও কাতার ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন শেয়খা মোজা বিনতে নাসের। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মরক্কোর রাজকুমারী লায়লা মারইয়াম। আধ্যাত্মিক ও ভক্তিমূলক সংগীতের এই আয়োজন ২২ বছর ধরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ সমাদৃত হয়ে আসছে ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

অভিবাসীরা একাই ব্যবসা করতে পারবেন

প্রথম আলো ডেস্ক ●

- বাহরাইনের বাদশাহের অধ্যাদেশ শুরা কাউন্সিলে অনুমোদন
- এ দেশের কোনো নাগরিককে ব্যবসায়িক অংশীদার করা লাগবে না
- বিদেশি বা অভিবাসীরা শতভাগ মালিকানায় বিনিয়োগ করতে পারবেন

বাহরাইনের কাউকে ব্যবসায়িক অংশীদার না বানিয়ে শতভাগ নিজস্ব মালিকানায় এই দেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে যাচ্ছে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো। এ-সংক্রান্ত জারি করা বাদশাহের অধ্যাদেশ ৮ মে চূড়ান্ত বাধা পেরিয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, ওই দিন অধ্যাদেশ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে বাহরাইনের শুরা কাউন্সিল। এর আগে কোম্পানি আইনের সংশোধন করা হয়।

বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাহরাইনে শতভাগ নিজস্ব মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি দিয়ে ওই অধ্যাদেশ গত বছরের অক্টোবরে জাতীয় পরিষদের অবকাশকালীন অধিবেশনে জারি করেছিলেন বাদশাহ হামাদ। এবার পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটনমন্ত্রী জায়েদ আলজেয়ানির কাছ থেকে নতুন আইনের সুবিধা সম্পর্কে ব্যাখ্যা শোনার পর ৮ মে অধ্যাদেশটি পাস করলেন শুরা কাউন্সিলের সদস্যরা।

এ অধ্যাদেশের অধীন বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো এখন থেকে বাহরাইনে এমন সব ব্যবসা করতে পারবে, যা আগে শুধু বাহরাইনিরা পারত। এ ছাড়া এর আওতায় সহজ করা হচ্ছে 'শেলফ করপোরেশন' (যেসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে কিন্তু কার্যক্রম নেই) প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুক্ত হতে প্রস্তাব দেওয়া হবে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের।

এ বিষয়ে মন্ত্রী জায়েদ আলজেয়ানি বলেন, 'শেলফ কোম্পানির ধারণা নতুন কিছু নয় এবং বিশ্বজুড়ে এর চর্চা রয়েছে। এখন বাহরাইনে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ও বাজারে এই বিনিয়োগকারীদের প্রবেশের প্রক্রিয়া সহজ করার কাজ করছি আমরা।' তিনি আরও বলেন, 'আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের কাছে এই নতুন কোম্পানিগুলোর প্রস্তাব আসবে। পরে বিদেশি সর্বোচ্চ দরদাতাদের কাছে কোম্পানিগুলো বিক্রি করবে আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান।'

আলজেয়ানি বলেন, 'আমরা চাই বাহরাইনে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানগুলো এসে আঞ্চলিক কার্যালয় চালু করুক। বার্ষিক মূল্যায়ন ও ব্যবসা অব্যাহত রাখার ইচ্ছার ভিত্তিতে শেলফ কোম্পানিগুলোর নিবন্ধন প্রতিবছর নবায়ন করা হবে। যথাযথ নিয়ম মেনে যেকোনো বাহরাইনি প্রতিষ্ঠানের মতোই তাদের কার্যক্রম তদারক করব আমরা।'

মন্ত্রী বলেন, 'আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পূর্ণ আর্থিক শক্তি নিয়ে বাহরাইনে আসতে পারবে। তাদের আর্থিক সক্ষমতা প্রমাণ করে দেখানোর দরকার নেই। কেননা, বৈশ্বিক সূচক থেকে আমরা সেটা নিরূপণ করতে পারি।'

তবে শুরা কাউন্সিলের সদস্য আহমেদ বাহজাদ মন্ত্রীর কাছে উপবিধি প্রণয়নের দাবি জানান, যাতে শেলফ কোম্পানিগুলো বিক্রির সময় আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ নয় এমন কোনো চুক্তি করতে না পারে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমি এটা ভেবে চিন্তিত যে এ অধ্যাদেশ কার্যকর হলে আইনি প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বিত্তশালী হয়ে উঠবে। কেননা, তারা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে একদরে শেলফ কোম্পানি কিনে সর্বোচ্চ দরদাতাদের কাছে তা বিক্রি করবে।'

ইতিমধ্যে গত বছরের অক্টোবরে জারি করা আরেকটি অধ্যাদেশের অনুমোদন দিয়েছে শুরা কাউন্সিল। এ অধ্যাদেশে পর্যটন ও প্রদর্শন—এ দুই মন্ত্রণালয়কে একীভূত এবং 'সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ট্যুরিজম'কে বিলুপ্ত করার কথা বলা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আল জেয়ানি বলেন, 'একটা একক কর্তৃপক্ষের অধীন এ দুই খাতকে সমন্বিতভাবে আনা গেলে তাতে আরও সুফল মিলবে। তা ছাড়া এসব খাতে কিছু শূন্যতা বা পদ খালি রয়েছে। সেগুলো আমরা পূরণ করতে পারব। আমরা এখনো কাউকে ছাঁটাই করিনি। তবে কাজের ধরন ও দায়িত্বে পরিবর্তন আনা হয়েছে।'

এদিকে খবরে বলা হয়, শুরা কাউন্সিল যদি অধ্যাদেশ দুটি অনুমোদন না করে বাতিল করে দিত, তবে তা কার্যকর করা যেত না এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এর বাস্তবায়ন তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়ে যেত।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

জিসিসি রেল প্রকল্পে ৮ হাজার কর্মসংস্থান

প্রথম আলো ডেস্ক ●

উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদভুক্ত (জিসিসি) ছয় সদস্যরাষ্ট্র ২০১৮ সালের মধ্যে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে আসছে। এই প্রকল্পের কাজের জন্য আট হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

জিসিসিভুক্ত সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), কুয়েত ও ওমানের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন করবে জিসিসি রেল প্রকল্প। জিসিসি চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি জেনারেল আবদুর রহিম নকি ৩ মে ওই রেল প্রকল্প প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আট হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি প্রকাশ করেন।

আবদুর রহিম নকি বলেন, এই রেল প্রকল্প থেকে জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর নাগরিকেরা বিভিন্ন খাতে উপকৃত হবে। জিসিসির জন্য এটা দারুণ কৌশলগত ও গুরুত্বপূর্ণ এক প্রকল্প।

ওকাজ/সৌদি গেজেটের বরাত দিয়ে *ডেইলি ট্রিবিউন*-এর (ডিটি) প্রতিবেদনে এসব কথা জানানো হয়। ডিটির প্রতিবেদনে আবদুর রহিম নকিকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, 'এই রেল প্রকল্প জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে। সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে সৌদি রেলওয়ে সংস্থা বলেছে, জিসিসি দেশগুলোর সব সরকার এই রেল প্রকল্পকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। দেশগুলো ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য বিদেশি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দিয়েছে। এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে কাজ করছে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলো।'

জিসিসি চেম্বারের প্রধান আবদুর রহিম নকি বলেন, আর্থিক ও কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নকশাসহ বিস্তারিত বিষয় প্রস্তুত করছে এই কমিটি। এরপর একটি রূপরেখা প্রণয়ন, বিভিন্ন ধাপ বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ, রেলওয়ের রুট নির্ধারণ এবং প্রকৌশল নকশা প্রস্তুত হবে।'

জিসিসির রেলওয়ে প্রকল্প সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সূত্রগুলো জানায়, আন্তর্জাতিকভাবে সুনির্দিষ্টকরণ করে এই রেলওয়ে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**।

শ্রমিকদের জন্য চাই নিরাপদ আবাসন

বাহরাইনে প্রচারাভিযান শুরু

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপদ আবাসনের জন্য প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে। শ্রমিকদের আবাসন পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে এই প্রচারাভিযান এ খাতের পরিদর্শকদের ওপর চাপ কমাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাহরাইনে বর্তমানে শ্রমিকদের জন্য নিবন্ধিত শ্রমিক শিবির রয়েছে ৩ হাজার ১৪৯টি। এই শিবিরগুলোর আবাসন পরিস্থিতি দেখার জন্য মাত্র ৪২ জনের একটি পরিদর্শক দল কাজ করে। এ হিসাবে গড়ে ৭১টি শিবিরের জন্য মাত্র একজন করে পরিদর্শক রয়েছেন। এ কারণে তাঁদের পক্ষে সব সময় শ্রমিকদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করার বিষয়টি ভালোভাবে তদারকি করা সম্ভব হয় না।

এ কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নতুন এই সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের উদ্যোগ নেয়। এই প্রচারাভিযানে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সেমিনার-কর্মশালার ব্যবস্থা থাকছে। প্রচারাভিযানে যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হবে তা হলো, 'নিরাপদ আবাসন কর্মীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে দারুণ সহায়ক'।

বাহরাইনের শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান আলী মাক্কি বলেন, বাহরাইনে বর্তমানে নিবন্ধিত শ্রমিক শিবির রয়েছে ৩ হাজার ১৪৯টি। চলতি বছর দেড় শ নতুন শিবির করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই শিবিরগুলোর নিরাপত্তা দেখভাল করার দায়িত্ব আমাদের। বিষয়টি নিশ্চিত করতে ৪২ জনের পরিদর্শক দল কাজ করে। এর মধ্যে আটজন বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক, ৩১ জন সাধারণ পরিদর্শক ও তিনজন শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা। শিবিরের সংখ্যার তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তবে আপাতত নতুন করে পরিদর্শক নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই। এর পরিবর্তে আমরা কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। যার আওতায় ৭০ শতাংশ শিবির সব

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

বাহরাইনে প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি সড়ক দুর্ঘটনা!

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে গত বছর প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি করে সড়ক দুর্ঘটনার খবর রেকর্ড করা হয়েছে। তবে এসব দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম। এসব দুর্ঘটনায় ৮৪ জন নিহত হয়েছেন বলে রেকর্ড করা হয়েছে।

যানবাহন চলাচল-সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিসংখ্যানে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়। এতে দেখা যায়, গত বছর প্রতি ১০ হাজার নিবন্ধিত গাড়ির দুর্ঘটনায় মারা যান ১ দশমিক ৩৭ জন। ২০১৪ সালে এটা ছিল প্রতি ১০ হাজার নিবন্ধিত গাড়ির বিপরীতে ১ দশমিক শূন্য ৬ জন। অর্থাৎ বিগত বছরের তুলনায় গত বছর দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়েছে।

গত বছর সংঘটিত দুর্ঘটনাগুলোতে যাঁরা আহত হন তাঁদের মধ্যে চালকদের হার ছিল ৫৬ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। ২০১৪ সালে এ হার ছিল ৫৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ। গত বছর আহত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী-পুরুষের হার ছিল যথাক্রমে ৭৮ দশমিক শূন্য ৬ ও ২১ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

এসব তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের *আলআমন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার খবরে বলা হয়, আহত চালকদের ৫৫ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশের বয়স ছিল ১৫ থেকে ৩৫। গত বছর ৮৪ জন নিহত হন ৭৬টি দুর্ঘটনায়। আর ২০১৪ সালে ৬১ জন নিহত হন ৫৭টি দুর্ঘটনায়।

খবরে আরও বলা হয়, গত বছর দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে মোটরসাইকেল আরোহী ছিলেন ১৭১ জন। এর আগের বছর তা ছিল ১৫২ জন।

সড়ক দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, বাহরাইনের সড়কগুলোতে নতুন গাড়ির উপস্থিতি বেড়েছে ৬ শতাংশ। নতুন চালক বেড়েছে ৩৮ শতাংশ। গত বছর নিবন্ধিত গাড়ির সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ১১ হাজার ৫৭৮টি। ২০১৪ সালের শেষ সময়ে এ সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ৭৩ হাজার ৩৭৪টি।

এ ছাড়া গত বছর নতুন করে ৫৫ হাজার ২৮৩টি গাড়ি চালনার অনুমতিপত্র ও ৪৫ হাজার ৩২৭টি শিক্ষানবিশ গাড়ি চালনার অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী বছর অনুমতিপত্র দেওয়ার এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৯ হাজার ৮২৯ ও ৩৮ হাজার ৭৮২।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গত বছর সড়ক পরিবহন বিভাগ ৩ লাখ ২৪ হাজার ৮৪৬টি নিয়ম ভঙ্গ করার ঘটনা নথিভুক্ত করে, যা ২০১৪ সালে ছিল ৩ লাখ ২০ হাজার ৫৩৮টি।

গত বছর সড়ক দুর্ঘটনাও আগের বছরের চেয়ে বেড়ে গেছে। দুর্ঘটনার সংখ্যা গত বছর ছিল ১ লাখ ৫ হাজার ৩৫২। এগুলোর মধ্যে ১ হাজার ৫২২টি দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। আর ১ লাখ ৩ হাজার ৮৩০টি দুর্ঘটনায় সম্পত্তির ক্ষতি হয়।

২০১৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮৭৭। এগুলোর মধ্যে ১ হাজার ৭৩৯টি দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে এবং সম্পত্তির ক্ষতি হয় ৯৯ হাজার ১৪৮টি দুর্ঘটনায়।

আহত চালকদের ৫৫ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশের বয়স ছিল ১৫ থেকে ৩৫। গত বছর ৮৪ জন নিহত হন ৭৬টি দুর্ঘটনায়। আর ২০১৪ সালে ৬১ জন নিহত হন ৫৭টি দুর্ঘটনায়

কথোপকথন অনুষ্ঠানে নাদিয়া

বাংলাদেশের সঙ্গে শিকড়ের বন্ধন

তবারুকুল ইসলাম, লন্ডন ●

সাংবাদিক, কলাম লেখক ইয়াসমিন আলিভাই-ব্রাউনের সঙ্গে নাদিয়া হোসেন (বাঁয়ে), সম্প্রতি সেন্ট্রাল লন্ডনে এক আলাপচারিতা অনুষ্ঠানে ● ছবি : জর্জ টোরড (সৌজন্যে এশিয়া হাউস)

জন্ম যুক্তরাজ্যের লুটনে, এক বাংলাদেশি পরিবারে। নাগরিকত্বে ব্রিটিশ। পড়াশোনা, বেড়ে ওঠাও ব্রিটিশ সমাজে। আবার মাথায় হিজাব দেখে সহজেই বোঝা যায়, তিনি একজন মুসলিম নারী। এমন মিশ্র পরিচয়ের নাদিয়া হোসেনের কাছে কোন পরিচয়টি সবচেয়ে বড়?

নাদিয়ার সোজাসাপ্টা জবাব, খাঁটি ব্রিটিশ, খাঁটি বাংলাদেশি কিংবা খাঁটি মুসলিম বলে কিছু নেই। সব কটি পরিচয়ই তাঁর ক্ষেত্রে বাস্তব। তিনি বলেন, 'আমার যে বাংলাদেশি পরিচয়, বাংলাদেশের সঙ্গে যে শিকড়ের বন্ধন, সেটিকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।'

গত বুধবার সেন্ট্রাল লন্ডনের এশিয়া হাউসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক আলাপচারিতা অনুষ্ঠানে 'দ্য গ্রেট ব্রিটিশ বেক অফ' শিরোপাজয়ী নাদিয়া হোসেন এসব কথা বলেন। এশিয়া হাউসের সপ্তাহব্যাপী সাহিত্য উৎসবের অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানের। 'ইয়াসমিন আলিভাই-ব্রাউনের সঙ্গে নাদিয়া হোসেনের কথোপকথন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে নাদিয়া তাঁর গৃহকর্ত্রী থেকে সেলিব্রিটি হয়ে ওঠার গল্প শোনান। সাংবাদিক, কলাম লেখক ও লেখিকা ইয়াসমিন আলিভাই-ব্রাউন উগান্ডান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ। এই দুজনের কথোপকথনে উঠে আসে যুক্তরাজ্যে অভিবাসী পরিবারের সন্তানদের আত্মপরিচয় নিয়ে টানাপোড়েনের নানা চিত্র।

গত বছর বিবিসির জনপ্রিয় রান্নাবিষয়ক প্রতিযোগিতা ব্রিটিশ বেক অফ শিরোপা জিতে সেলিব্রিটি বনে যান নাদিয়া। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের রানির জন্মদিনের কেক বানিয়ে আবারও সাড়া ফেলে দেন তিনি। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনে লেখালেখি করছেন। আর নিয়মিত সরব টিভি পর্দায়।

নাদিয়া বলেন, ব্রিটিশ বেক অফ শিরোপা জয়ের পর তাঁকে এবং তাঁর স্বামীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লোকজনের অনেক নেতিবাচক মন্তব্য শুনতে হয়েছে। নাদিয়া বলেন, 'মুসলিম নারী হয়ে কী করে টিভির পর্দায় হাজির হলাম, এ নিয়ে নানা সমালোচনা শুনতে হয়েছে। পরপুরুষের সঙ্গে আমি টিভি অনুষ্ঠানে গিয়েছি বলে কেউ কেউ আমার স্বামীর প্রতি বিদ্রূপ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। আমাকে মুসলিম এবং বাংলাদেশি বলে নানা বিদ্রূপ করা হয়েছে। রানির জন্মদিনের কেক বানানোর আগে যাতে হাত ধুয়ে নিই—এমন পরামর্শও আমাকে শুনতে হয়েছে।' প্রথম প্রথম এমন মন্তব্যে ভেঙে পড়তেন জানিয়ে নাদিয়া বলেন, 'পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভেবেছি, লোকদের বাজে মন্তব্যে আমি দমে যেতে পারি না। ভালো কিছু করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।'

ইয়াসমিন আলিভাইও একই রকম অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, অভিবাসী বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের কোনো প্রতিযোগিতামূলক কিছুতে দিতে চান না। কারণ, তাঁদের আশঙ্কা থাকে, সন্তান বৈষম্য কিংবা বাজে মন্তব্যের শিকার হয়ে কষ্ট পাবে। ইয়াসমিন বলেন, 'যুক্তরাজ্যে মুসলিমদের নিয়ে যখন নানা নেতিবাচক কথাবার্তা, তখন নাদিয়া যেন সেসবের দাঁতভাঙা জবাব হয়ে আবির্ভূত হলেন। এ দেশে মুসলিম রাজনীতিকেরা বা সরকারি নীতি মুসলিমদের অগ্রযাত্রায় যা করেনি, নাদিয়া হোসেন ব্রিটিশ বেক অফ জিতে তার চেয়ে বেশি করেছেন।'

নাদিয়া বলেন, তাঁর বাবা জমির আলী ছিলেন রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি (শেফ)। গৃহিণী মা আসমা বেগম বাসার রান্নাবান্না করতেন। তাঁদের সন্তান হিসেবে রান্নার বিষয়টি তাঁর কাছে নতুন কিছু ছিল না। তবে স্কুলের রান্নার ক্লাসে তাঁর কেক বানানোর হাতেখড়ি। নাদিয়া বলেন, '১৯ বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই আমি বাংলাদেশে বেড়াতে যেতাম। ২০ বছর বয়সে বাংলাদেশেই তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। বিয়ের পর আমি নিজেও ছিলাম একজন পাকা গৃহিণী। কিন্তু স্বামী আবদাল হোসেন আমাকে বিবিসির ওই অনুষ্ঠানে নাম লেখাতে উৎসাহিত করেন। ওই অনুষ্ঠানের দীর্ঘ ছয় মাসের প্রক্রিয়ায় স্বামীই আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। আমার বাবা-মা বিষয়টি জানতে পারেন কেবল চূড়ান্ত পর্বের আগে।' নাদিয়া বলেন, 'শোনার পর বাবা প্রথমেই জানতে চাইলেন, আমি জিতলে কত অর্থ পুরস্কার পাব। যখন বললাম, কোনো অর্থ দেওয়া হবে না, তখন বাবা বললেন, তাহলে আর এটা করে লাভ কী?'

তিন সন্তানের জননী থেকে হঠাৎ করে সেলিব্রিটি বনে যাওয়ার বিষয়টি সব নারীর জন্য এক বিশেষ অনুপ্রেরণার বলে জানান অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারী দর্শকেরা।

এক প্রশ্নের জবাবে নাদিয়া বলেন, তিনি অবশ্যই চান তাঁর সন্তানেরা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানুক এবং তাঁরা নিজ থেকেই বাংলাদেশ সম্পর্কে বেশ আগ্রহী।

সপ্তাহ দুয়েক আগে বিবিসির একটি অনুষ্ঠানের শুটিং করার জন্য বাংলাদেশে গিয়েছিলেন জানিয়ে নাদিয়া বলেন, বিয়ানীবাজারের মোহাম্মদপুর গ্রামে তাঁর দাদার বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আছেন। সেখানেই তিনি বিবিসির বিশেষ রান্নাবিষয়ক প্রামাণ্যচিত্রের জন্য শুটিং করেছেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে নাদিয়া বলেন, তাঁর পরিবারের লোকজন এখনো বাংলাদেশে চাষাবাদ করেন। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব, তাঁর সরাসরি ভুক্তভোগী তাঁর পরিবারও। ফসলের ক্ষতি হলে যুক্তরাজ্য থেকে অর্থ পাঠিয়ে সেই ক্ষতি পোষাতে হয়।

নাদিয়া বলেন, পশ্চিমা দেশে বেশির ভাগ লোক জলবায়ু পরিবর্তন বলতে হয়তো বোঝেন, 'ওহ! এবার বোধ হয় গরম একটু বেশি পড়বে বা শীত একটু আগে আসবে। কিন্তু মানুষের জীবন-জীবিকায় এর যে প্রভাব, সেটা তাঁরা টের পান না।'

প্রবাসীদের অর্থে রিজার্ভ বাড়ে, বাড়ে না মূল্যায়ন

বাজেটে প্রবাসীদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রবাসীদের পাঠানো অর্থে দেশের রিজার্ভ দিন দিন শক্তিশালী হলেও দেশের বাজেটে প্রবাসী কর্মীদের জন্য কোনো বরাদ্দ থাকে না। তাই অভিবাসীদের জন্য বাজেট বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন এই খাতের বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেছেন, যে খাত যত আয় করে, সেই হিসাবে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া উচিত।

জাতীয় প্রেসক্লাবে ৯ মে 'প্রবাসী কর্মীদের প্রেক্ষাপটে বাজেটপূর্ব আলোচনা' শীর্ষক এক সেমিনারে এই দাবি তোলা হয়। বেসরকারি সংস্থা ওয়ারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ও অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ওকুপ) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাবেদ আহমেদ বলেন, 'এটি সত্যি, অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান অনেক বেশি হলেও তাঁদের জন্য সেভাবে বরাদ্দ নেই। সরকারেরও নানা সীমাবদ্ধতা আছে। তবে এরপরও নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যাশা বেশি বলে সেগুলো চোখে পড়ে না। তবে আমরা চাই নাগরিক সমাজ আমাদের চোখ খুলে দিক। কোন খাতে কত বাজেট বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়েও আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান নেই। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এসব বিষয়ে কাজ করতে পারি।'

জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বায়রার সভাপতি আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, প্রবাসীরা দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করছেন। কাজেই প্রবাসীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ নানা ক্ষেত্রে প্রবাসীদের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। প্রবাসী আয় পাঠানোর জন্যও তাঁদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ওকুপের চেয়ারম্যান শাকিরুল ইসলাম। তিনি তাঁর প্রবন্ধে দেখান, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য চলতি অর্থবছরে মাত্র ৪৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা আগের বছরের চেয়ে কম। এটি নিচের দিকের মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সপ্তম। আর বাজেটে প্রবাসীদের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই।

ওয়ারবির চেয়ারম্যান সৈয়দ সাইফুল হকের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন ওকুপের নির্বাহী পরিচালক ওমর ফারুক চৌধুরী, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সারোয়াত বিনতে ইসলাম, ওয়ারবির মহাসচিব ফারুক আহমেদ, পরিচালক জেসিয়া আক্তার, ব্র্যাকের কর্মকর্তা পারভেজ সিদ্দিক, গার্মেন্টস শ্রমিক নেত্রী নাজমা আক্তার, ইনাফি বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক নাজমা আক্তার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, চলতি অর্থবছরে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ মোট বাজেটের মাত্র শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ। আর বাজেটের এ পুরো অর্থই খরচ হয় মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব খরচের খাতে। এ ক্ষেত্রে অভিবাসীদের জন্য ব্যয় নেই বললেই চলে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া, বিদেশগামীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, দূতাবাসে জনবল বাড়ানোসহ নানা সুপারিশ করেন।

হাতপাখা দেশে বেশ কিছুদিন ধরে প্রচণ্ড গরম পড়ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিদ্যুতের আসা-যাওয়া, বিশেষ করে করে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ মিলছে খুবই কম। এ অবস্থায় বেড়েছে হাতপাখার কদর। চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাতপাখা বানাতে ব্যস্ত সময় কাটছে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের। প্রতিটি পাখা ২৫ টাকায় বিক্রি হয়। ১০ মে নারায়ণগঞ্জ শহরের ২ নং বাবুরাইল এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো